Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৭তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৩

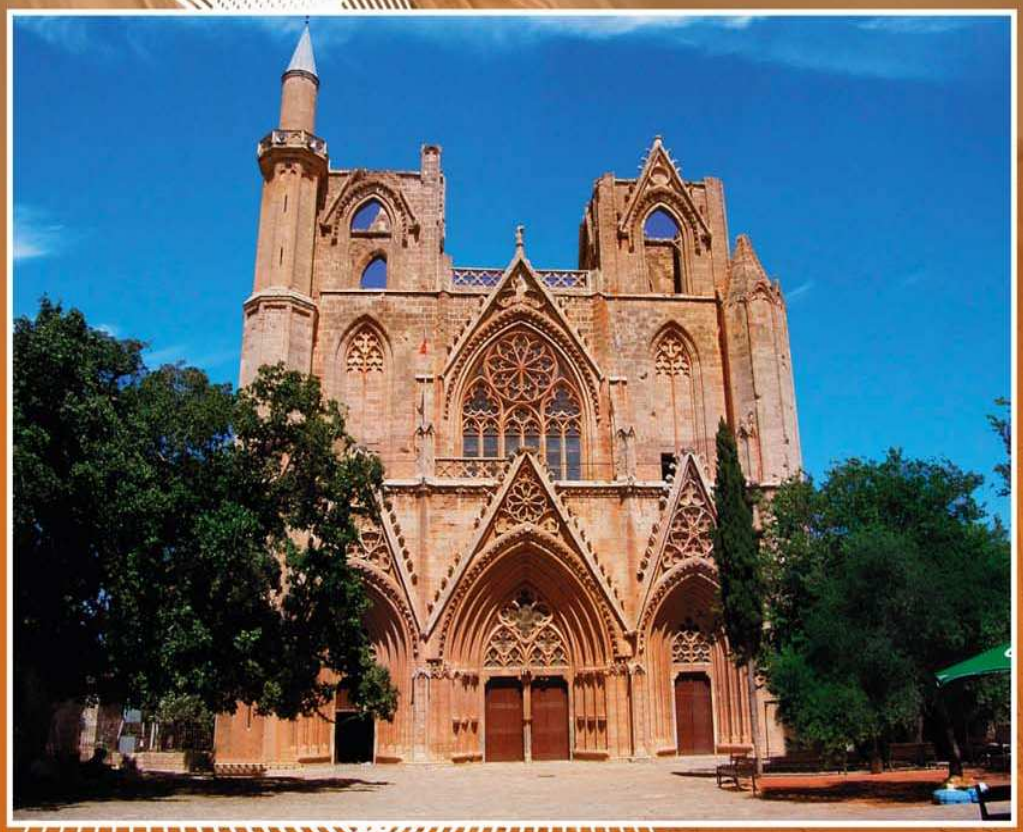

Contents

মাসিক
আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

- আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত ০৩
  -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(শেষ কিস্তি)* ০৮
  -হাফেয আব্দুল মতীন
- বিদ'আত ও তার পরিণতি *(৩য় কিস্তি)* ১৩
  -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- মানবাধিকার ও ইসলাম *(১২তম কিস্তি)* ২১
  -হাফেয আব্দুল মতীন
- আকাঙ্ক্ষা : গুরুত্ব ও ফযীলত *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২৬
  -রফীক আহমাদ

✡ **হক-এর পথে যত বাধা** ৩১

✡ **ভ্রমণস্মৃতি :** কোয়েটার ঈদস্মৃতি ৩৪

✡ **হাদীছের গল্প :** ৩৮

- মূসা (আঃ)-এর লজ্জাশীলতা
- মানুষের কতিপয় অনুপম বৈশিষ্ট্য
- হানযালা (রাঃ)-এর আল্লাহ ভীতি

✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৯

- শরীরের সুস্থতায় শীতকালীন শাক-সবজি

✡ **কবিতা :** ৪০

- হাম্দ দিবানিশি
- দেশ আমার
- ভালবাসা
- খুকুদের কথা

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪১

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৪

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন

২০শে নভেম্বর'১৩ বুধবার বিকাল ৪-৩০ মিনিট। মোট ১০টি মিথ্যা মামলার সর্বশেষ হত্যা মামলায় বিচারকের মুখ দিয়ে বের হওয়া একটি শব্দ 'খালাস'। সাথে সাথে বের হ'ল একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস। মুখে উচ্চারিত হ'ল *আলহামদুলিল্লাহ*। কেউ খুশীতে বলে উঠলেন *আল্লাহু আকবর*। সত্যের জয় হ'ল। সবাই আদায় করল সিজদায়ে শুক্র। দীর্ঘ নয় বছর ধরে চলা একটি নিকৃষ্ট অপবাদের বিচারিক সমাপ্তি। বুক থেকে নেমে গেল নিরুদ্ধ যন্ত্রণার এক দুঃসহ বোঝা। ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় মারকাযের বাসা থেকে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আমাদের বিরুদ্ধে সপ্তাহকালব্যাপী চালানো তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের পেটুয়া মিডিয়া ও সেই সাথে সেক্যুলার পত্রিকাগুলির লাগামহীন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আত-তাহরীক মার্চ'০৫ সংখ্যায় 'মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা' শিরোনামে যে সম্পাদকীয় লিখে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃতীয় প্যারায় বলেছিলাম 'তথ্য সন্ত্রাসের এই যুগে একটি মিথ্যাকে শতকণ্ঠে বলিয়ে গোয়েবল্সীয় কায়দায় সত্য বলে প্রমাণিত করার যে কোশেশ চলছে, তার দ্বারা পাঠক সমাজ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হবে, সমাজ বিনষ্ট হবে। কিন্তু দেরীতে হলেও চূড়ান্ত বিচারে সত্যই জয়লাভ করবে। এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন সত্য। সমাজ সংস্কারকগণের জীবনে চিরকাল আমরা এটাই দেখে এসেছি'। সেদিনের সেই কথাগুলি দেরীতে হলেও অবশেষে বাস্তবায়িত হ'ল দেখে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।

আজ যে প্রশ্নটি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা হয়ে মনের আয়নায় বারবার ভেসে উঠছে, সেটি এই যে, ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন হাজতের নামে যা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, তা কি সরকার ফেরৎ দিতে পারবেন? একই মামলায় যারা পুরা ৯ বছর কারাগারে থেকে নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থায় বেকসুর খালাস হয়ে বের হচ্ছে, তাদের কাছে সরকার ইহকালে ও পরকালে কি জবাবদিহি করবে? দেশে ও বিদেশে আমাদের ব্যাপারে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং অনেকের মধ্যে যে মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, সেগুলি সরকার কি দূর করতে পারবে? এছাড়াও আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষতির তো কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আমাদের যে চল্লিশ-এর অধিক নেতাকর্মীকে পুলিশী নির্যাতন ও কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, এদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও নীরব কান্না ও তাদের পরিবারবর্গ ও নিকটজনদের বুকফাটা আর্তনাদ

এবং ভক্ত অনুসারীদের অশ্রুভেজা দো'আ সবই আল্লাহ্র কাছে জমা আছে। সাময়িক ক্ষমতার অহংকারে স্ফীত যালেমদের যেদিন নতমস্তকে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে, আর তাদের হাতে নির্যাতিত মযলূমদের আবেদন যখন আল্লাহ শুনবেন, তখন কি জবাব দিবেন কথিত গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী এবং তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকার ও তাদের অন্ধ অনুসারীরা? কি জবাব দিবেন স্বঘোষিত বস্তুনিষ্ঠ (?) সাংবাদিকরা এবং সত্য প্রকাশে আপোষহীন (?) পত্রিকার মালিক ও কলাম লেখকরা? যারা কখনোই আমাদের পক্ষে সাহস করে দু'টো লাইন লেখেননি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ দেশের ৭টি কারাগারে থাকবার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। সব জায়গায় কারা কর্মকর্তাদের মন্তব্য অনুযায়ী কারাগারে নিক্ষিপ্ত প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ নিরপরাধ। মিথ্যা মামলায় ও অন্যায় বিচারে তারা জেলে আছে। অধিকাংশই দলীয় সরকার ও তাদের নেতা-পাতিনেতাদের হিংসা ও প্রতিহিংসার শিকার। স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার জন্য বৃটিশ সরকারের উর্বর মস্তিষ্কে হাজতের নামে যে নিবর্তনমূলক আইনটি তৈরী হয়েছিল, সেই কালো আইনের যাঁতাকলে ফেলে আজ স্বাধীন দেশের নিরপরাধ নাগরিকদের অন্যায়ভাবে কারা নির্যাতন করা হচ্ছে। ফলে বছরের পর বছর হাজতের নামে জেলের ঘানি টানছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ কথিত জনগণের সরকারের হাতে। তরুণ বয়সে এমনকি শিশুকালে হাজতের নামে জেলে ঢুকে বৃদ্ধ বয়সে বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসছে। এমনকি বিনা বিচারে জেলখানায় ধুঁকে ধুঁকে অবশেষে মৃত্যুবরণ করছে। অথচ সে জানে না তার অপরাধ কি? এমন নযীরও এই সভ্য (?) দেশে আছে। তাহ'লে কিজন্য তৈরী হয়েছে রাষ্ট্র? কিজন্য সরকার? কিজন্য এত আইন-আদালত? এর চাইতে জঙ্গলের জীবন তো অনেক ভাল? সেখানে পশুদেরও একটা মূল্যবোধ আছে। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক সমাজে সেই মূল্যবোধটুকুও নেই। এই সমাজের নেতারা পারে না হেন কোন অপকর্ম নেই। যার সরাসরি শিকার আমরা নিজেরা।

আমাদের কোন রাজনৈতিক শত্রু থাকার কথা নয়। কেননা আমরা কারু ভোটের বাক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী নই। আমরা কারু ব্যবসায়ের ভাগিদার নই। আমরা কারু পদ ও পদমর্যাদার অংশীদার নই। তবে কেন নেমে এল রাষ্ট্রীয় নির্যাতন? কারণ খুঁজতে গেলে যেতে হবে অনেক গভীরে। আর সেটি হ'ল এই যে, আমরা গতানুগতিকতার বাইরে মানুষকে আহ্বান করেছি লওহে মাহফূয থেকে আগত অভ্রান্ত সত্যের দিকে। মানুষকে ডেকেছি উদাত্ত কণ্ঠে- আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। আসুন! ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ইসলাম বুঝি। তখন জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে যারা মানুষের উপর নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দিয়েছে, মানুষকে ক্রীতদাসের চাইতে নিকৃষ্টভাবে শোষণ-নির্যাতন করে যাচ্ছে, তাদের কলিজায় আগুন ধরে গেল। অন্য দিকে যারা ইসলামকে নিজেদের মনের মত করে মিকশ্চার বানিয়ে তাকে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের হাতিয়ার বানিয়েছে, এমনকি স্বাধীন মানুষকে আল্লাহকে ছেড়ে কবরে সিজদা ও প্রার্থনা করিয়ে তাদের পকেট ছাফ করার ব্যবসায়ে রত আছে, তাদের গাত্রদাহ হ'ল। অতঃপর সত্যের আহ্বান শুনে বাঁধনহারা মানুষ যখন ছুটতে শুরু করল তার পরকালীন জীবনের চিরস্থায়ী শান্তির খোঁজে। বিভিন্ন মাযহাব, মতবাদ ও তরীকার বেড়াজাল ছিন্ন করে যখন মানুষ ছুটলো ইসলামের আদিরূপের সন্ধানে জান্নাতুল ফেরদৌসের সুগন্ধি পেয়ে, তখনই কুচক্রীরা তাদের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করল আমাদের উপরে। আমরা আমাদের সকল অভিযোগ ও দুঃখ-বেদনা আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করেছিলাম। তাঁর কাছেই নিজেদেরকে সোপর্দ করেছিলাম। আমাদের নিয়তে কোন ত্রুটি ছিল না। আমাদের নির্ভরশীলতায় কোন শরীক ছিল না। আল্লাহ সেটারই পরীক্ষা নিয়েছেন দীর্ঘ নয় বছরে। অবশেষে তিনি আমাদের সাথীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। *আলহামদুলিল্লাহ*। তবে আমরা চাই আখেরাতের সর্বোচ্চ প্রতিদান এবং সেটাই আমাদের একমাত্র কাম্য। সেখানে যেন আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

পরিশেষে মিথ্যা মামলায় কারা নির্যাতিত সকল নেতা-কর্মীর প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্র নিকটে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান প্রার্থনা করছি। সেই সাথে যারা আমাদের জন্য সাধ্যমত সবকিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন, কষ্ট স্বীকার করেছেন ও দো'আ করেছেন, তাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র নিকটে সর্বোত্তম পারিতোষিক কামনা করছি। অতঃপর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণভরা দো'আ করছি 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ভাই হাফীযুর রহমানের জন্য। যিনি তাঁর বিরুদ্ধে পত্রিকায় গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠ করে তৎক্ষণাৎ হার্টফেল করে আমাদের ঢাকা অফিসে মৃত্যুবরণ করেন ২০০৫ সালের ২২ নভেম্বর শনিবার দিবাগত রাতে। আল্লাহ তুমি তাকে এবং ইতিমধ্যে যেসব নির্যাতিত ও শুভাকাংখী ভাই ও বোন মারা গেছেন তাদের সকলকে ক্ষমা কর এবং তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান কর- আমীন! *(স.স.)*। [মামলা সমূহের বিস্তারিত খবর আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।-*সম্পাদক*]

প্রবন্ধ

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

মানুষ একে অপরের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িত। মানুষের মাঝের এই সম্পর্কের নাম হচ্ছে 'আত্মীয়তা'। পরস্পরের সাথে জড়িত মানুষ হচ্ছে একে অপরের 'আত্মীয়'। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বতোভাবে জড়িত। আত্মীয় ছাড়া এ জীবন অচল। আত্মীয়দের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসা নিয়েই মানুষ এ পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় না থাকলে জীবন হয়ে যায় নীরস, আনন্দহীন, একাকী ও বিচ্ছিন্ন। তাই পার্থিব জীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই আলোচ্য নিবন্ধে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আত্মীয়র পরিচয় :

'আত্মীয়' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব। এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে اَلرَّحِمُ (আর-রাহিমু) বা ذُو الرَّحِمِ (যুর রাহিমে)। আত্মীয়তা-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Relationship. এর সংজ্ঞায় Oxford অভিধানে বলা হয়েছে The way in which two people, groups or countries behave towards each othe or deal with each other. অর্থাৎ এমন পথ-পন্থা যাতে দু'ব্যক্তি, দল বা দেশ পরস্পরের সাথে সদাচরণ করে বা পরস্পরে আলোচনা করে'।[১]

কেউ কেউ বলেন, وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لاَ سواء كان ذا محرم أم لا– 'আত্মীয় হচ্ছে তারা যাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তারা সম্পদের উত্তরাধিকারী হোক বা না হোক, মাহরাম হোক বা না হোক'।[২]

আত্মীয়তার সম্পর্কের তাৎপর্য :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে স্বজন ও আপনজনের সার্বিক খোঁজ-খবর রাখা ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। ইবনুল আছীর বলেন, وهي كناية عن الاحسان إلى الأقربين من ذوى النسب والأصهار، والعطف عليهم والرفق لهم والرعاية لأحوالهم وكذلك أن بعدوا وأساءوا– 'এটা হচ্ছে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কীয় আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ-অনুকম্পা প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা, যদিও তারা দূরে চলে যায় এবং খারাপ আচরণ করে।[৩]

আত্মীয়তার প্রকার :

আত্মীয় প্রধানত দু'প্রকার। যথা- (১) রক্ত সম্পর্কীয় বা বংশীয়। যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ভাইবোন, চাচা-চাচী, মামা-খালা ইত্যাদি। (২) বিবাহ সম্পর্কীয়। যেমন শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা ইত্যাদি। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَأَحْسِنُوْا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا– 'নিশ্চয়ই তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে। সেটা এমন একটি ভূমি যাকে 'ক্বীরাত্ব' বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে দীনার-দিরহামের প্রাচুর্য রয়েছে। যখন তোমরা সেটা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা তাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে'। অর্থাৎ ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা হাজেরার দিক দিয়ে বংশীয় বা রক্ত সম্পর্ক এবং রাসূলপত্নী মারিয়া কিবতিয়ার দিক দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক।[৪]

পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার দিক দিয়ে আত্মীয় দু'প্রকার। (১) উত্তরাধিকারী; যেমন- পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি (২) উত্তরাধিকারী নয়; যেমন- চাচা-চাচী, মামা-খালা ইত্যাদি।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার হুকুম :

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম ফরয, সুন্নাত ও বৈধ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং আত্মীয়দের ভিন্নতার কারণে। তবে সাধারণভাবে সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা ওয়াজিব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা সকলের ঐক্যমতে হারাম। তবে কারো কারো নিকটে কবীরা গোনাহ।

(১) **ফরয :** পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ফরয। কেননা আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً 'আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে' *(আনকাবূত ২৯/৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً– 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে

১. *A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, P. 1285.*
২. *আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ যায়েদ, তায়্যিবুল কালাম ফী ছিলাতির রাহিম, পৃঃ ১।*
৩. *মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, কাতীয়াতুর রাহিমে, পৃঃ ৭।*
৪. *মুসলিম হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৫৯১৬।*

ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হ'লে তাদেরকে উফ বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল', মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন' *(ইসরা ১৭/২৩-২৪)*।

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে হাদীছে অনেক নির্দেশ এসেছে। আর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বড় গোনাহ বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার বললেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. ثَلاَثًا. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ. 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? সকলে বললেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন। এরপর বললেন, সাবধান, মিথ্যা কথা বলা'।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক বেদুইন নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কবীরা গুনাহসমূহ কি? তিনি বললেন,

اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ الَّذِىْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ.

'আল্লাহ্র সাথে শরীক করা'। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'পিতামাতার অবাধ্যতা। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, 'মিথ্যা শপথ করা'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কি? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা (শপথের সাহায্যে) মুসলিমের ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়'।[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. 'কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে অধিক প্রিয়। তিনি বললেন, যথাসময়ে ছালাত আদায় করা। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, অতঃপর পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি বললেন, অতঃপর কোন্টি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'।[৭]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বললেন,

رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

'তার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। তার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। তার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক'। বলা হ'ল, কার হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতামাতার একজনকে অথবা উভয়কে বার্ধক্যে পেল, কিন্তু (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।[৮]

(২) **সুন্নাত :** অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা সুন্নাত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশকারী আমল সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেন, وَتَصِلُ الرَّحِمَ 'তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে'।[৯]

(৩) মানদূব বা বৈধ : কাফির-মুশরিক পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখা বৈধ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا 'তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে' *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّىْ وَهْىَ مُشْرِكَةٌ، فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّ أُمِّىْ قَدِمَتْ وَهِىَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّىْ، قَالَ نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা আমার নিকটে এসেছেন, তিনি আমার প্রতি (ভাল ব্যবহার পেতে) খুবই আগ্রহী, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ কর'।[১০]

আত্মীয়দের মাঝে মর্যাদা বা স্তরের ভিন্নতা :

আত্মীয় নিকটত্ব ও দূরত্বের ভিত্তিতে এবং বংশ ও স্থানের দূরত্বের দৃষ্টিকোণে ভিন্নতর হয়ে থাকে। সুতরাং বংশীয় দিক দিয়ে নিকটাত্মীয় হচ্ছেন পিতা-মাতা। তবে এর মধ্যে মায়ের

৫. বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭ তিরমিযী হা/১৯০১।
৬. বুখারী হা/৬৯২০; আবু দাউদ হা/২৮৭৫।
৭. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫।
৮. মুসলিম হা/২৫৫১।
৯. বুখারী হা/১৩৯৬; মাল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯।
১০. বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩।

স্তর ঊর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 'আমরা তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার পিতা'।[১১]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের অবাধ্যতা বা নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া। আর অপসন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অধিক প্রশ্ন করা এবং মাল বিনষ্ট করা'।[১২]

নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ভাই-বোনও অন্তর্ভুক্ত। তবে ভাই-বোন বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় হয়ে থাকে। আবার সম্পর্কের কারণে তারা দূরবর্তীও হয়। যেমন চাচাত, মামাত, খালাত, ফুফাত ভাই।

আবার স্থানের দূরত্বের কারণেও স্তরের ভিন্নতা হয়। যেমন নিজ মহল্লা ও নিজ শহরে বসবাসকারী আত্মীয় নিকটের। পক্ষান্তরে ভিন্ন মহল্লায় ও ভিন্ন শহরে বসবাসকারী আত্মীয় দূরের অন্তর্ভুক্ত। তবে রক্ত বা বংশ সম্পর্কিত আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী অন্যদের অপেক্ষা। এখানে সময়ের কোন নির্ধারিত সীমা নেই। আজীবন এ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

প্রকৃত জ্ঞাতি সম্পর্ক :

কোন ব্যক্তি যখন তার কোন আত্মীয়ের সাক্ষাৎ করার কারণে ঐ আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, এটাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা বলে না। বরং এটা হচ্ছে প্রতিদান স্বরূপ। অনুরূপভাবে যদি কোন কাজে সহযোগিতা ও প্রয়োজন পূর্ণ করা হয় আত্মীয়ের অনুরূপ কাজের বিনিময়ে তাহ'লে এটাকেও আত্মীয়তা রক্ষা করা বলা হবে না। এটাও হচ্ছে প্রতিদান বা বিনিময়। বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষা হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা হ'লেও যে তা বজায় রাখে। আত্মীয় দুর্ব্যবহার করলেও যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, খোঁজ-খবর নেয়, তারা তার সাথে অসদাচরণ করলেও সে উত্তম আচরণ করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِىْ إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. 'প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরও তা বজায় রাখে।[১৩] অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِىْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

'ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অসদাচরণ করে। তারা আমার সাথে গোয়ার্তুমি করে। আমি সহ্য করে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরে দিচ্ছ। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে একজন সাহায্যকারী তাদের মুকাবিলায় তোমার সাথে থাকবেন'।[১৪]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতি ও উপায় :

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কতিপয় কাজ করা যরূরী। সেগুলো হচ্ছে-

* তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদের অবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া। তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা, তাদের যথাযথ সম্মান করা ও মর্যাদা দেওয়া। তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদেরকে দান করা।

১১. *বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮।*
১২. *বুখারী হা/২৪০৮; মুসলিম হা/২৫৯৩।*
১৩. *বুখারী হা/৫৯৯১; তিরমিযী হা/২০২৩।*
১৪. *মুসলিম হা/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২।*

* আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে আসলে তাদেরকে সানন্দে গ্রহণ করা ও যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা এবং মাঝেমধ্যে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করা। তাদের কোন অভিযোগ থাকলে তা শোনা ও দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি তাদের মর্যাদাকে সবার উপরে স্থান দেওয়া।

* তাদের সুসংবাদে শরীক হওয়া এবং দুঃসংবাদে সহমর্মী ও সমব্যথী হওয়া। তাদের নিরাপত্তা ও সংশোধনের জন্য দো'আ করা। বিবদমান বিষয় দ্রুত মীমাংসা করা এবং সম্পর্কোন্নয়ন ও মযবূত করণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

* আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ অসুস্থ হ'লে তাকে দেখতে যাওয়া এবং সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রূষা করা। কোন আত্মীয় দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করা।

* আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তাদের হেদায়াতের চেষ্টা করা, সঠিক পথের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া। সেই সাথে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, বাধা দেওয়া। আত্মীয়-স্বজন সৎ কর্মশীল হ'লে এবং সঠিক পথে থাকলে এ সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে আত্মীয়-স্বজন কাফের বা পাপাচারী হ'লে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের হেদায়াতের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

* যদি কোন আত্মীয়ের মধ্যে অহংকার, আত্মগৌরব, শত্রুতা ও বিরোধীভাব পরিলক্ষিত হয় অথবা কেউ যদি এই আশংকা করে যে, তার কোন আত্মীয় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে ও তার সাথে বাড়াবাড়ি করবে, তাহ'লে তার সাথে নম্রতা অবলম্বন করা অথবা তাদের থেকে এমনভাবে দূরত্ব বজায় রাখা যে, সেটা যেন তাদের কোন কষ্টের কারণ না হয়। আর তাদের জন্য অধিক দো'আ করা, যাতে আল্লাহ তাদের হেদায়াত করেন। আত্মীয়দের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হওয়া।

সর্বোপরি আত্মীয়-স্বজনের সাথে নম্র ব্যবহার এবং তাদের সাথে সদ্ভাব-সম্প্রীতি স্থাপন ও পরস্পর ভালবাসার সৃষ্টির মাধ্যমে এ সম্পর্ক অটুট রাখা যায়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অতি যরূরী। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে' *(নিসা ৪/৩৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا 'আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা এক অপরের নিকট যাচঞা কর এবং তোমরা সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন' *(নিসা ৪/১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ 'আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে' *(রা'দ ১৩/২১)*।

আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لا تَعْبُدُوْنَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ– 'স্মরণ কর, যখন আমরা বানী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, পিতামাত, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

তিনি আরো বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِـــى الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَـــامَكُمْ 'তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন সমূহকে ছিন্ন করবে?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَـــاءِ ذِي الْقُرْبَـــى 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন' *(নাহল ১৬/৯০)*। তিনি আরো বলেন, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ 'আত্মীয়কে তার অধিকার প্রদান কর' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৬; রূম ৩১/৩৮)*।

হাদীছেও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে অনেক তাকীদ এসেছে। যেমন- আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ) دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّىْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا–

অর্থাৎ যখন আয়াত নাযিল হ'ল, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْـرَبِيْنَ 'তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' *(শু'আরা ২৬/২১৪)* তখন নবী করীম (ছাঃ) ডাক দিলেন, হে বনী কা'ব ইবনু লুই! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা কর! হে আবদে মানাফ গোত্রীয় লোকজন! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা কর! হে হাশেম বংশীয়রা! নিজেদেরকে আগুন হ'তে রক্ষা কর! হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোকজন! নিজেদেরকে আগুন হ'তে রক্ষা কর! হে মুহাম্মাদ তনয়া ফাতেমা! নিজেকে আগুন হ'তে রক্ষা কর! নতুবা আমি তোমাকে আল্লাহ্র কোপানল হ'তে রক্ষা করতে পারব না, আমার করার কিছুই থাকবে না; কেবল তোমরা যে আমার রক্তের বন্ধনে বাঁধা, এই যা আমি আমার রক্তের হক আদায় করি'।[১৫]

আবূ আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তার কী হয়েছে! তার কী হয়েছে! এবং বললেন, তার দরকার রয়েছে তো। তুমি আল্লাহ্র 'ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অপর কোন কিছুকে শরীক করবে না। ছালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে'।[১৬]

আবূ আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর এক ভ্রমণকালে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, أَخْبِرْنِيْ مَا يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ- 'যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হ'তে দূরবর্তী করবে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, 'ইবাদত করবে আল্লাহ্র এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে'।[১৭]

রোমের বাদশাহ হিরাকল আবু সুফিয়ানকে যে প্রশ্ন করেছিল, সে সম্পর্কিত হাদীছে আছে,

১৫. মুসলিম হা/২০৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৮।
১৬. বুখারী হা/১৩৯৬।
১৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫০৮।

قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوْا اللهَ وَحْدَهُ، وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ.

'হিরাকল বলল, তিনি তোমাদের কি আদেশ করেন? আবু সুফিয়ান বলেন, তখন আমি বললাম, তিনি বলেন, 'তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না। তোমাদের পিতৃপুরুষ যে সবের ইবাদত করত, তা ছেড়ে দাও। তিনি আমাদের আদেশ করেন ছালাত আদায় করতে, ছাদাক্বাহ দিতে, পূতপবিত্র থাকতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে'।[১৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং ঐ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা সবার জন্য আবশ্যক। যে ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্ক বজায় রাখলে ইহকালীন ও পরকালীন ফায়দা রয়েছে। আবার এ সম্পর্ক ছিন্ন করলে পরকালে শাস্তি রয়েছে। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণে আমাদেরকে যথা সম্ভব সচেষ্ট হ'তে হবে।

[চলবে]

১৮. বুখারী হা/৭, ২৯৪১।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক'। ৫৬ পৃষ্ঠায় সুদৃশ্য কভারে মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি নিয়মিত সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ সকল যেলা কার্যালয়সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৬৮৪, ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯।

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(শেষ কিস্তি)

১৯. আল্লাহ্র উপর ভরসা করা :

মুমিন ব্যক্তি সৎ আমলের মাধ্যমে পরকালে সুখময় জান্নাতের আশা করে। অনুরূপভাবে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ কামনা করে। এজন্য তারা আমলের পাশাপাশি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ 'তোমরা আল্লাহ্র উপরই নির্ভর কর যদি তোমরা মুমিন হও' *(মায়েদা ৫/২৩)*। অর্থাৎ ইবাদত ও সৎ আমলের পাশাপাশি আল্লাহ্র উপর ভরসা ও তাঁর রহমতের আশা করতে হবে। বাড়ীতে নিষ্কর্মা বসে থেকে যেমন কেউ রূযী-রোযগারের আশা করতে পারে না, বরং তাকে কাজে যেতে হয়; কৃষি কাজের জন্য যেমন জমিতে যেতে হয়, তাতে বীজ বপন করার পর ফলের আশা করা যায়, তদ্রূপ কাজ-কর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করলে তবেই আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহই তার পথ (মুক্তির পথ) বের করে দেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। প্রকৃত মুমিন যারা, তারাই আল্লাহ্র উপর ভরসা করে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ، الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ–

'নিশ্চয়ই মুমিনরা এরূপ যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্যেই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চ মর্যাদা, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা' *(আনফাল ৮/২-৪)*।

* *লিসান্স ও এম.এ. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

তিনি আরো বলেন, الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَاناً وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হয়েছে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক' *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তাঁর শেষ কথা ছিল, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক'।[১৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক যারা ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ-অশুভ মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে'।[১৯]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. 'তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর যথাযথ ভরসা করতে তাহ'লে তোমাদের রিযিক দেওয়া হ'ত সেভাবে যেভাবে পাখিদের রিযিক দেওয়া হয়। তারা বাসা হ'তে খালি পেটে বের হয় এবং পেট ভর্তি করে বাসায় ফিরে আসে'।[২০]

২০. ন্যায়বিচার করা :

পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে মানুষ ইহকালীন জীবনে কল্যাণ ও পরকালীন জীবনে মুক্তি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْراً فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْراً 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানকারী হও, সুবিচারে প্রতিষ্ঠিত থাক যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, যদি সে সম্পদশালী বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহই তাদের জন্যে যথেষ্ট। অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা (বর্ণনায়) বক্রতা অবলম্বন কর বা পশ্চাৎপদ হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন' *(নিসা ৪/১৩৫)*। প্রত্যেককে

১৮. *বুখারী হা/৪৫৬৪।*
১৯. *বুখারী হা/৬৪৭২।*
২০. *তিরমিযী, হা/২৩৪৫, ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪, সনদ হাসান।*

স্বীয় সন্তান-সন্ততি তথা পরিবারে ন্যায়পরায়ণ হ'তে হবে। তেমনিভাবে সমাজের বিচার-সালিশে মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ না করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকবে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটা তাক্বওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। সমাজে সঠিক বিচার না করলে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। মহান আল্লাহ দাঊদ (আঃ) সম্বন্ধে বলেন, يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ 'হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

সুবিচারকারী ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র বিশেষ ছায়াতলে স্থান পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক (যে হক্ব বিচার করে) ২. ঐ যুবক, যে তার যৌবনকাল আল্লাহ্র ইবাদতে কাটিয়েছে। ৩. এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে আর তার চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয় ৪. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে ৫. এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকে আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৭. এমন ব্যক্তি যে ছাদাক্বা করে এমনভাবে যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কি দান করেছে'।[২১]

২১. জিহ্বা সংযত রাখা :

কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা সাফল্য লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কারণ মানুষের বলা সব কথাই আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ، كِرَاماً كَاتِبِيْنَ– 'তোমাদের উপর রয়েছে সংরক্ষকগণ, সম্মানিত লেখকগণ' *(ইনফিতার ৮২/১০-১১)*।

আমলনামায় মানুষের কর্মকাণ্ড লেখা সম্পর্কে হাদীছে বিশদ বর্ণনা এসেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعمائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভাল ও মন্দ লিখে দিয়েছেন আর তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করে অথচ কাজটা করে না, আল্লাহ তাকে পূর্ণ কাজের নেকী দেন। আর যদি সে সৎ কাজের ইচ্ছা করে আর বাস্তবে তা করে ফেলে, তবে আল্লাহ তার জন্য দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অধিক নেকী লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু বাস্তবে তা করে না তখন আল্লাহ তাকে পূর্ণ (সৎ কাজের) নেকী দিবেন। পক্ষান্তরে যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং (তদনুযায়ী) কাজটা করে ফেলে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তার জন্য একটিই মাত্র গুনাহ লিখেন'।[২২]

মুখ ও জিহ্বা সংযত করা অতি যরূরী। কেননা যে ব্যক্তি জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের অপকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ. 'যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'পায়ের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থানের) যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[২৩]

মুখ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম দিক হ'ল সত্য কথা বলা এবং মিথ্যাচার পরিহার করা। সেই সাথে অশ্লীল ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা। এ মর্মে হাদীছে বহু নির্দেশ রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ

২১. *বুখারী হা/৬৮০৬।*

২২. *বুখারী হা/৬৪৯১।*
২৩. *বুখারী হা/৬৪৭৪।*

خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে’।[২৪]

ভাল কথার মাধ্যমেই মানব জাতির ইহলোক ও পরলোক কল্যাণকর হয় এবং মন্দ কথার কারণে ইহলোক ও পরলোকে পরিণতি হয় ভয়াবহ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ.

‘নিশ্চয়ই বান্দা কখনও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন কথা বলে অথচ সে কথা সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে, যার পরিণতি সম্পর্কে তার জানা নেই। আর সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে’।[২৫]

একে অপরের গীবত ও পরস্পরের প্রতি খারাপ ধারণা করা থেকে আমাদের সকলকে বেঁচে থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ’তে বেঁচে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পসন্দ কর? বস্তুতঃ তোমরা এটাকে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু’ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

কোন মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে হাদীছে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَنَاجَشُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

‘তোমরা অবশ্যই ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারো দোষ খুঁজে বেড়াবে না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হবে না, ক্রয়-বিক্রয়ে একে অপরকে ধোঁকা দিয়ো না, পরস্পর হিংসা কর না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব রেখ না, একজন থেকে আরেকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহ্র বান্দাহ হিসাবে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও’।[২৬]

২২. সৎ আমল করা :

আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে সৎ আমল করতে হবে। তাহ’লে ইহকাল ও পরকাল কল্যাণময় হবে। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ‘মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, নিশ্চয়ই তাকে আমরা আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব’ *(নাহল ১৬/৯৭)*।

যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে ও সৎ আমল করে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ– ‘যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে, তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তাদের জন্য এমন জান্নাত যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে’ *(বাইয়িনাহ ৯৮/৭-৮)*।

জান্নাত পেতে হ’লে বেশী বেশী সৎ আমল করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً، خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً– ‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার কামনা করবে না’ *(কাহাফ ১৮/১০৭-১০৮)*। আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ‘যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের’ *(হজ্জ ২৩)*। আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে হ’লে সৎ আমল করতে হবে,

২৪. *বুখারী হা/৬৪৭৫।*
২৫. *বুখারী হা/৬৪৭৮।*
২৬. *বুখারী হা/৬০৬৬।*

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا 'যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে দয়াময় তাদের জন্যে সৃষ্টি করবেন ভালবাসা' *(মারিয়াম ১৯/৯৬)*। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে যে ভালবাসেন এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا، فَأَحِبَّهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ، فَيُنَادِى جِبْرِيْلُ فِىْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا، فَأَحِبُّوْهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِىْ أَهْلِ الأَرْضِ.

'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিবরাঈল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈল (আঃ)ও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর অন্তরেও তাকে গ্রহণীয় ও বরণীয় করে রাখা হয়'।[২৭]

উল্লেখ্য যে, ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী সকল আমল সম্পন্ন করা এবং সকল প্রকার বিদ'আতী কর্ম থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে 'আমলে ছালেহ' বা সৎ আমল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ শরী'আতের সকল হুকুম-আহকাম পালন করা, সকল অন্যায়-অশ্লীল কাজ-কর্ম থেকে নিজেকে হেফাযত করা এবং অপরকে বিরত রাখার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর মাধ্যমে ইহলোক-পরলোক কল্যাণময় হবে ইনশাআল্লাহ।

২৩. তওবা করা :

মানুষ জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক পাপ করে থাকে। এসব পাপ থেকে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সে যে কোন গুনাহ করুক না কেন আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন ও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ 'তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন' *(তওবা ৯/১০৪)*। তিনি আরো বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন' *(শূরা ৪২/২৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْراً رَّحِيْماً 'যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক্বদের সম্পর্কে বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً، إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবে না। কিন্তু যারা তওবা করে ও সংশোধন হয় তারা ব্যতীত' *(নিসা ৪/১৪৫-১৪৬)*।

কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، أَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ– 'নিঃসন্দেহ তারাও কুফরী করেছে যারা বলে, আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বূদের) এক। অথচ এক মা'বূদ ভিন্ন অন্য কোনই (সত্য) মা'বূদ নেই। আর যদি তারা স্বীয় উক্তি সমূহ হ'তে নিবৃত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে। এর পরও কি তারা আল্লাহ্র নিকটে তওবা করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়' *(মায়েদা ৫/৭৩-৭৪)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ 'যারা ঈমানদান নর-নারীর উপর যুলুম-নির্যাতন করেছে এবং পরে তওবা করেনি, তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণা রয়েছে' *(বুরূজ ৮৫/১০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর একান্ত বিশুদ্ধ তওবা; যাতে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দেন এবং তোমাদের প্রবেশ করান জান্নাতে, যার তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত' *(তাহরীম ৬৬/৮; ইবনু কাছীর, ৭/১০৫)*।

২৭. *বুখারী হা/৬০৪০*।

তওবা ও ইস্তেগফারের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ্র শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহ্র কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইসতিগফার ও তওবা করে থাকি'।[২৮]

রাসূল (ছাঃ) এভাবে তওবা-ইসতিগফার করতেন, رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ 'হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান'।[২৯]

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সাইয়িদুল ইস্তিগফার হ'ল- اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ– 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি আমার প্রতি তোমার যে নে'মত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই'।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ ইস্তিগফার পড়বে এবং সন্ধ্যা হবার পূর্বে সে মারা যাবে সে জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ দো'আ পড়বে এবং সে ভোর হবার পূর্বে মারা যাবে সেও জান্নাতবাসী হবে'।[৩০]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলবে, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ 'আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন হক্ব উপাস্য নেই, যিনি চিরস্থায়ী ও সবকিছুর ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে'।[৩১]

পরিশেষে বলা যায় যে, মানব জীবনের সার্বিক সফলতা নিহিত আছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও যথাযথ অুসরণের মধ্যে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এ পথেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, যা পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের উপায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর সন্তোষ ও রহমত লাভ করে পরকালে পরিত্রাণ লাভের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

২৮. *বুখারী হা/৬৩০৭।*
২৯. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৫২।*
৩০. *বুখারী হা/৬৩০৬।*
৩১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫৩, ছহীহাহ হা/২৭২৭।*

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স)

নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, থানা শাহমখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫ ০১৭২৬-৩১৪৪৪১।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক একটি সামগ্রিক ও সুসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর যাত্রা শুরু হয়। দেশে প্রচলিত মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে নতুন ধারার সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান আমাদের লক্ষ্য। শুধুমাত্র ভাল ফলাফলই নয়; বরং প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ তৈরী করাই আমাদের কাম্য।

১ম শ্রেণী হ'তে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ২০ ডিসেম্বর ২০১৩ হ'তে ১ জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ০২ জানুয়ারী ২০১৪ সকাল ৯-টা।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- আবাসিক ছাত্রদেরকে শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানুবিয়া (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুবর্ণ সুযোগ।
- প্রতি বৎসর দাখিল এবং আলিম শ্রেণীর পাশের হার জিপিএ-৫ সহ ১০০%।
- পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রাপ্তি।
- শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশের জন্য মেধাবী ছাত্রদের উদ্যোগে দেয়ালিকা প্রকাশ।
- রাজনীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

বিদ'আত ও তার পরিণতি

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

সুন্নাতের পরিচয়

সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ : السنة (সুন্নাত) শব্দটি আরবী, একবচন। বহুবচনে السنن (সুনান)। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল, الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة অর্থাৎ পথ, পন্থা, পদ্ধতি, রীতি, নিয়ম ইত্যাদি; চাই তা ভাল হোক অথবা মন্দ হোক। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এই অর্থে সুন্নাত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, يُرِيْدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ– 'আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/২৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, سُنَّةَ اللهِ فِيْ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلاً 'পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না' *(আহযাব ৩৩/৬২)*।

এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) একই অর্থে সুন্নাত শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

مَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ–

'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতি চালু করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান প্রতিদানও সে পাবে। তবে তাদের প্রতিদান থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করবে সে তার কাজের পাপ ও তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান পাপের অধিকারী হবে। তবে তাদের পাপ থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না'।[৩২]

সুন্নাতের পরিভাষিক অর্থ : ইমাম শাতেবী (রহঃ) সুন্নাতের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ وَعَلَى مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَوْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ 'সুন্নাত হ'ল, নবী (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে এবং যা ছাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষ থেকে এসেছে'।[৩৩]

আল্লামা ফায়ছাল ইবনু আব্দুল আযীয আলে মুবারক (রহঃ) বলেন, السُّنَّةُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ 'সুন্নাত হ'ল, যা নবী (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি থেকে বর্ণিত হয়েছে'।[৩৪]

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করতে বলেছেন, তা করা সুন্নাত, যা তিনি নিজে করেছেন তা করা সুন্নাত এবং যা তিনি করতে বলেননি এবং নিজেও করেননি; কিন্তু অন্য কাউকে করতে দেখলে তাকে নিষেধ করেননি, তাঁর এরূপ মৌনসম্মতিও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যেহেতু বিদ'আত সুন্নাতের বিপরীত সেহেতু রাসূল (ছাঃ) যে ইবাদত করতে বলেননি, নিজে করেননি এবং মৌনসম্মতি প্রদান করেননি, এরূপ কাজ যত ভাল কাজ বলে মনে হোক না কেন তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্নাতের প্রকারভেদ

রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতির অনুসরণ করা যেমন সুন্নাত, তেমনি এর বহির্ভূত কাজকে বর্জন করাও সুন্নাত। অতএব অনুসরণ ও বর্জনের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে সুন্নাত দুই প্রকার। যথা-

(ক) السنة الفعلية (সুন্নাতে ফে'লিয়্যাহ) তথা কর্মে সুন্নাত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবাদত হিসাবে যা করেছেন, করতে বলেছেন এবং সম্মতি প্রদান করেছেন তা পালন করা সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্র স্পষ্ট নির্দেশ হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতটুকু ইবাদত নিয়ে এসেছেন ততটুকুই গ্রহণীয় হবে। তাঁর আনীত বিধানের বাইরে কোন কাজই ইবাদত হিসাবে গ্রহণীয় হবে না। মানুষ তাকে যত ভাল কাজই বলে মনে করুক না কেন। আর তিনি ইবাদত হিসাবে যা নিয়ে এসেছেন, স্বয়ং

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৩২. *মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।*

৩৩. *আল-মাকাছেদ ইনদাল ইমাম শাতেবী ১/৪৮৩ পৃঃ।*

৩৪. *ফায়ছাল ইবনু আব্দুল আযীয আলে মুবারক, মাকামুর রাশাদ ১/২৫ পৃঃ।*

তিনি ঐসবের উপর আমল করেছেন এবং করতে বলেছেন। তাই তো ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি আমল প্রতি পদে মেনে চলেছেন। যেমন- আবু বকর (রাঃ) বলেন, لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّيْ أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা আমল করতেন আমি তাই আমল করব। আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তার কোন নির্দেশ ছেড়ে দিয়ে আমি যেন পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই'।[৩৫]

(খ) السنة التركية (সুন্নাতে তারকিয়্যাহ) তথা বর্জনে সুন্নাত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ইবাদত করেননি, করতে বলেননি এবং সম্মতি প্রদান করেননি এমন ইবাদত বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত। যেমন- 'একদা তিন সদস্য বিশিষ্ট একদল লোক রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদতকে কম মনে করলেন এবং বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আমাদের কোন তুলনা চলে না। কেননা তাঁর পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনজনের একজন বললেন, নিশ্চয়ই আমি প্রতি রাতে সারা রাত জাগরণ করে ছালাত আদায় করব। অপর ব্যক্তি বলল, আমি প্রতি দিন ছিয়াম পালন করব, আমি ছিয়াম ত্যাগ করব না। অপর ব্যক্তি বলল, আমি কোন নারীর নিকটবর্তী হব না এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরাই কি তারা যারা এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছ? সাবধান! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং আমি সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। কিন্তু আমি কোন কোন দিন ছিয়াম পালন করি এবং কোন কোন দিন ছিয়াম ত্যাগ করি। রাত্রের কিছু অংশ ছালাত আদায় করি এবং কিছু অংশ ঘুমাই। আর আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সন্নাত হ'তে বিরাগ হবে (সুন্নাত পরিপন্থী আমল করবে) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩৬]

অত্র হাদীছে উল্লিখিত তিন জন ব্যক্তি এমন কিছু আমল করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, যা রাসূল (ছাঃ) করেননি, করতে বলেননি এবং সমর্থন করেননি। আর এ কারণে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে সে সকল আমল পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। অতএব কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী আমল বর্জন কারাও সুন্নাত।

বিদ'আতের পরিচয়

বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ :

البِدْعَةُ শব্দটি মাছদার যা بَدَعَ ফে'ল হ'তে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হ'ল, আরম্ভ করা, সৃষ্টি করা, আবিষ্কার করা ইত্যাদি। যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর নিজের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আসমান ও যমীনের নতুন উদ্ভাবনকারী (যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না)' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। অন্যত্র তিনি রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ 'আপনি বলুন, আমি এমন কোন রাসূল নই, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই' *(আহকাফ ৪৬/৯)*। ইমাম নববী (রহঃ) বিদ'আত শব্দের অর্থ লিখেছেন, البِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ অর্থাৎ এমন সব কাজ করা বিদ'আত, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

অতএব বিদ'আত হ'ল সুন্নাতের বিপরীত। কেননা যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে সুন্নাত বলা হয়, সেহেতু সুন্নাতের পূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে বিদ'আত ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বিদ'আতের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ :

বিদ'আতের শাব্দিক বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, বিদ'আত বলা হয় ঐ সকল নতুন সৃষ্টিকে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। যেমন- বিমান, বাস, ট্রাক, ট্রেন, মাইক, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি। এগুলো আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত হ'লেও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত নয়। কেননা এগুলো ইসলামী শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় নয়। বরং মানুষের জীবন পরিচালনার সুবিধার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপকরণ তৈরী হয়েছে মাত্র। এসব ক্ষেত্রে নেকীর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। মূলতঃ বিদ'আত হ'ল, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এমন কোন কাজকে ইবাদত হিসাবে নেকী পাওয়ার আশায় পালন করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) উটের পিঠে আরোহণ করে হজ্জ করতে মক্কায় গিয়েছেন। হজ্জ একটি ইবাদত যার প্রত্যেকটি কাজ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সম্পাদন করা ওয়াজিব। কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করে নিজের মন মত হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। কিন্তু উটের পিঠে আরোহণ করে হজ্জে যাওয়া ইবাদত নয়। এটি একটি বাহন মাত্র। যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় বাহন হিসাবে উট ব্যবহার করা হ'ত, সেহেতু তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে হজ্জে গিয়েছেন। বর্তমানে উটের পরিবর্তে উন্নত বাহন হিসাবে বিমান তৈরী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো উন্নতমানের বাহন তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব মানুষ তাদের সুবিধার্থে যে কোন বাহনে আরোহণ করতে পারে। কেননা এগুলো ইবাদতের অংশ নয়। যদি কেউ ধারণা করে যে, উটের পিঠে আরোহণ করে হজ্জে গেলে বেশী নেকী পাওয়া যাবে, তাহ'লে উটের পিঠে আরোহণ করাও বিদ'আত হবে।

৩৫. বুখারী হা/৩০৯৩; মুসলিম হা/১৭৫৯।
৩৬. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫।

অনুরূপভাবে আযান দেওয়া একটি ইবাদত। কিন্তু এক্ষেত্রে মাইক ব্যবহার করা ইবাদতের কোন অংশ নয়। মাইক আযানের আওয়াজ উঁচু করার একটি মাধ্যম মাত্র। যদি কেউ বেশী নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে মাইকে আযান দেয়, তাহ'লে মাইকে আযান দেওয়া বিদ'আত হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ নেকী পাওয়ার আশায় বিমান, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আরোহণ করে অথবা ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি পরিধান করে, তাহ'লে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। কিন্তু এগুলোতে মানুষের নেকী পাওয়ার কোন আশা থাকে না, বিধায় এগুলো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিম্নে বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ বর্ণিত হ'ল :

(১) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ فِيْ الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم 'শরী'আতের মধ্যে বিদ'আত হ'ল, নব আবিষ্কার, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় ছিল না'।[৩৭]

(২) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَكُلُّ مَنْ دَانَ بِشَيْءٍ لَمْ يَشْرَعْهُ اللهُ فَذَاكَ بِدْعَةٌ، وَ إِنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً فِيْهِ 'যে সকল কাজ দ্বীনের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে অথচ আল্লাহ তা'আলা তা বৈধ করেননি, সেটাই বিদ'আত, যদিও তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়'।[৩৮]

তিনি অন্যত্র বলেন, اَلْبِدْعَةُ مَا خَالَفَتِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الْاِعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ 'বিদ'আত হ'ল, ইবাদত এবং বিশ্বাসের মধ্যে যা কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ অথবা বিগত উম্মতের ইজমার বিপরীত'।[৩৯]

(৩) আল্লামা জুরজানী (রহঃ) বলেন,

اَلْبِدْعَةُ هِيَ الْفِعْلَةُ الْمُخَالَفَةُ لِلسُّنَّةِ، سُمِّيَتْ بِالْبِدْعَةِ لِأَنَّ قَائِلَهَا اِبْتَدَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَقَالِ إِمَامٍ، وَهِيَ الْأَمْرُ الْمُحْدَثُ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اِقْتَضَاهُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيْ

'বিদ'আত হ'ল সুন্নাতের বিপরীত কাজ। একে বিদ'আত নামকরণ করা হয়েছে। কেননা বক্তা ইমামের (রাসূল) কথার বিপরীত কথা সৃষ্টি করেছে। আর এটাই নব আবিষ্কৃত কাজ যার উপর ছাহাবী ও তাবেঈগণ ছিলেন না এবং যা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়'।[৪০]

(৪) ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلَةٍ تُصَادِمُ الشَّرِيْعَةَ بِالْمُخَالَفَةِ، أَوْ تُوْجِبُ التَعَاطِيْ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ 'বিদ'আত এমন কাজকে বলা হয় যা বিরোধিতার দ্বারা শরী'আতকে আঘাত করা হয়। অথবা শরী'আতের মধ্যে কম-বেশী করার অভ্যাসকে ওয়াজিব করে নেওয়া হয়'।[৪১]

(৫) ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِيْ الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِيْ الشَّرِيْعَةَ، يَقْصُدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِيْ التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ 'বিদ'আত বলা হয় দ্বীন-ইসলামের এমন কর্মনীতি বা কর্মপন্থা চালু করাকে, যা শরী'আতের বিপরীত এবং যা করে আল্লাহ্র ইবাদতের ব্যাপারে আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি করাই লক্ষ্য হয়'।[৪২]

তিনি অন্যত্র বলেন, اَلْبِدْعَةُ الْمَذْمُوْمَةُ هِيَ الَّتِيْ خَالَفَتْ مَا وَضَعَ الشَّارِعُ مِنَ الْأَفْعَالِ أَوْ التُّرُوْكِ 'ঘৃণিত বিদ'আত হ'ল, আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাজ করার ও বর্জন করার বিধান দান করেছেন, তার ব্যতিক্রম করা'।[৪৩]

বিদ'আতের কুফল

(১) বিদ'আত করলে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করা হয় : বিদ'আত করলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ– 'আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটানোর জন্য বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হবে না' *(নাহল ১৬/১১৬)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যারা বিদ'আত করে, যার কোন ভিত্তি ইসলামী শরী'আতে নেই, তারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা নিজেদের মন মত আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে।[৪৪]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলা হারাম কাজ সমূহের অন্যতম এবং সবচেয়ে বড় পাপ। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা হয় এবং এমন কিছুকে তাঁর উপর সাব্যস্ত করা হয় যা তাঁর জন্য শোভা পায় না, শরী'আতে যা সিদ্ধ তা অমান্য করা হয়

৩৭. ইমাম নববী (রহঃ), তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ৩/২২ পৃঃ।
৩৮. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল-ইসতিক্বামাহ ১/৪২ পৃঃ।
৩৯. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমু ফাতাওয়া ৮/৩৪৬ পৃঃ।
৪০. জুরজানী, আত-তা'রীফাত ১/৬২ পৃঃ।
৪১. ইমাম সুয়ূতী, আল-আমরু বিল ইত্তেবা ওয়ান নাহী আনিল ইবতিদা, ৮৮ পৃঃ।
৪২. ইমাম শাতেবী, আল-ই'তিছাম ১/৩৭।
৪৩. ইমাম শাতেবী, আল-মুয়াফাকাত ২/৩৪২ পৃঃ।
৪৪. তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৫৯১ পৃঃ।

এবং যা নিষিদ্ধ তা পালন করা হয়, বাতিলকে হক্ব বলা হয় এবং হক্বকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়।[৪৫]

আল্লামা বারবাহারী (রহঃ) বলেন, وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ قَالَ فِيْ دِيْنِ اللهِ بِرَأْيِهِ وَقِيَاسِهِ وَتَأَوَّلَهُ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللهِ مَا لاَيَعْلَمْ، وَمَنْ قَالَ عَلَى اللهِ مَا لاَيَعْلَمْ فَهُوَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ، وَالْحَقُّ مَا جَاءَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ‘জেনে রেখ! যে ব্যক্তি নিজেদের রায় ও ক্বিয়াসের ভিত্তিতে আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কে কথা বলল এবং কুরআন ও সুন্নাত বহির্ভূত ব্যাখ্যা করল, সে আল্লাহ সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলল। আর যে ব্যক্তি বিনা ইলমে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন (অহি-র বিধান) কেবলমাত্র সেটাই হক্ব’।[৪৬]

(২) বিদ‘আত করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর খিয়ানতের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا– ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে‘মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদা ৫/৩)*।

অতএব ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়া সত্ত্বেও যারা ভাল কাজের দোহাই দিয়ে ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন ইবাদতের জন্ম দিয়েছে ও তাকে লালন করছে তাদের ভাবখানা এমন যেন ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ। আর এরূপ বিশ্বাস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, مَنِ ابْتَدَعَ فِي الإِسْلاَمِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ) فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلَيْسَ اَلْيَوْمَ دِيْنًا– ‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদ‘আত সৃষ্টি করল এবং তাকে উত্তম মনে করল, সে যেন ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম’ *(মায়েদাহ ৫/৩)*। সুতরাং সে যুগে (রাসূল ছাঃ ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে) যা দ্বীন হিসাবে গণ্য ছিল না, বর্তমানেও তা দ্বীন হিসাবে পরিগণিত হবে না’।[৪৭]

অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি বলেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– ‘আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যার হুকুম আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; অবশ্যই আমি তার হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছি। আর আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যা আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন; অবশ্যই আমি তোমাদেরকে তা নিষেধ করেছি’।[৪৮]

আবু যার (রাঃ) বলেন, مَا تَرَكَ النبي صلى الله عليه وسلّم طَائِراً يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْماً– ‘আকাশে যে পাখি তার দু’ডানা ঝাপটায় তার জ্ঞান সম্পর্কেও নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট আলোচনা করেছেন’।[৪৯]

অতএব যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উপর নাযিলকৃত রিসালাত পরিপূর্ণভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, সেহেতু তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে হবে। তাঁর সুন্নাতকে উপেক্ষা করে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কাজকে ইবাদত হিসাবে পালন করলে তাঁর উপর খিয়ানতের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।

(৩) বিদ‘আত করলে ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয় : বিদ‘আতের মাধ্যমে ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়। যেমন-

(ক) ছাহাবায়ে কেরামকে অলস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে গাফেল মনে করা হয়। অর্থাৎ বিদ‘আতীরা যখন ইসলামী শরী‘আত বহির্ভূত কাজকে নেকীর উদ্দেশ্যে পালন করে থাকে, তখন বিশ্বাস করা হয় যে, ছাহাবায়ে কেরাম ঐ সমস্ত কাজগুলি ইবাদত হিসাবে পালন না করে তাঁদের অলসতা ও গাফেলতীর পরিচয় দিয়েছেন।

(খ) ছাহাবায়ে কেরামকে অপূর্ণাঙ্গ ইবাদতকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম যেহেতু যাবতীয় বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রেখেছিলেন, সেহেতু বিদ‘আতীদের নিকট ছাহাবায়ে কেরাম অপূর্ণাঙ্গ ইবাদতকারী হিসাবে বিবেচিত হয়।

(গ) অনুসরণীয় ইমাম ও বুযুর্গানে দ্বীনকে ছাহাবায়ে কেরামের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ ছাহাবায়ে কেরামের কথা কিংবা আমল যাই থাক না কেন, বিদ‘আতীদের নিকট তাদের অনুসরণীয় ইমাম অথবা বুযুর্গানে দ্বীনের কথাই প্রণিধানযোগ্য হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ

৪৫. *ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ১/৩৭২ পৃঃ।*
৪৬. *বারবাহারী, শারহুস সুন্নাহ ৪৫ পৃঃ।*
৪৭. *আশরাফ ইবরাহীম কাতকাত, আল-বুরহানুল মুবীন ফিত তাছাদ্দী লিল বিদ্ই ওয়াল আবাতীল ১/৪২ পৃঃ।*
৪৮. *সিলসিলা ছহীহা হা/ ১৮০৩; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/১৩৮২৫, ইমাম শাফেঈ, কিতাবুর রিসালাহ, ১৫ পৃঃ।*
৪৯. *মুসনাদে আহমাদ হা/২১৬৮৯, ২১৭৭০, ২১৭৭১, ২১৩৯৯, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; ছহীহাহ হা/১৮০৩।*

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ– ‘তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তোমরা তা মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে’।[৫০]

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) বলেন, مَا لَمْ يَعْرِفْهُ الْبَدْرِيُّوْنَ فَلَيْسَ مِنَ الدِّيْنِ ‘বদরী ছাহাবীগণ (দ্বীনের ব্যাপারে) যা জানত না তা দ্বীন নয়’।[৫১]

আওযাঈ (রহঃ) বলেন, اَلْعِلْمُ مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا لَمْ يَجِئْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِعِلْمٍ ‘(দ্বীনের ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের থেকে যা এসেছে তাই প্রকৃত ইলম, আর তাদের কোন একজনের থেকেও যা আসেনি তা ইলম নয়’।[৫২]

শা‘বী (রহঃ) বলেন, مَا حَدَّثُوْكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوْا فِيْهِ بِرَأْيِهِمْ فَبُلْ عَلَيْهِ ‘রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের থেকে তোমাকে যা তারা বলে তুমি তা গ্রহণ কর, আর যা তারা তাদের রায়ের ভিত্তিতে বলে তুমি তার উপর পেশাব কর’।[৫৩]

ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَقْلِ الثِّقَاتِ، وَجَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَصَحَّ عَنْهُمْ فَهُوَ عِلْمٌ يُدَانُ بِهِ، وَمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِيْمَا جَاءَ عَنْهُمْ فَبِدْعَةٌ وَضَلاَلَةٌ– ‘গ্রহণযোগ্য সূত্রে রাসূল (ছাঃ) হ’তে যা এসেছে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী কর্তৃক যা ছহীহ প্রমাণিত হয়ে এসেছে তাই ইলম যা দ্বীন হিসাবে সাব্যস্ত । আর যা তাদের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে যার কোন ভিত্তি তাদের (রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম) আনীত বিধানের মধ্যে নেই, তাই হচ্ছে বিদ‘আত ও ভ্রষ্টতা’।[৫৪]

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُوْلُوْنَ فِيْ كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُوْنَا إِلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوْا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلاَّ وَقَدْ بَادَرُوْا إِلَيْهَا– ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত বলে, যে সকল কথা ও কর্ম ছাহাবায়ে কেরাম থেকে সাব্যস্ত নয়, তা বিদ‘আত। কেননা যদি তা (উক্ত কথা ও কর্ম) উত্তম হ’ত, তাহ’লে তাঁরা তা করতেন। কেননা তাঁরা কোন ভাল কাজ ত্যাগ করবেন না, হঠাৎ চলে আসা ব্যতীত’।[৫৫]

(৪) বিদ‘আত করলে ইসলামের উপর অপূর্ণাঙ্গতার অপবাদ আরোপ করা হয় : আল্লাহ তা‘আলা অহি-র মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জে আরাফার ময়দানে ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যখন তিনি বিদায় হজ্জ পালন করেছিলেন তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে‘মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদা ৫/৩)*।

অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুলল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই অহি-র বিধানের মাধ্যমে দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে, যাতে মানুষের সার্বিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেন, اَلْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا مَحْصُوْلُ قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ أَوْ مَقَالِهِ : إِنَّ الشَّرِيْعَةَ لَمْ تَتِمَّ، وَأَنَّهُ بَقِيَ مِنْهَا أَشْيَاءُ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ اِسْتِدْرَاكُهَا، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْتَقِدًا كَمَالُهَا وَتَمَامُهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمْ يَبْتَدِعْ وَلاَ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهَا– ‘বিদ‘আতীদের কথা ও বক্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয়ই (ইসলামী) শরী‘আত অপূর্ণাঙ্গ এবং এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস অপূর্ণ রয়ে গেছে যা পালন করা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব। কেননা তারা (বিদ‘আতীরা) যদি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ বলে বিশ্বাস করত, তাহ’লে তারা বিদ‘আত করত না’।[৫৬]

অতএব ভাল কাজের দোহাই দিয়ে পূর্ণাঙ্গ এই দ্বীনের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন বিধান জারী করলে দ্বীন-ইসলামের উপরে অপূর্ণাঙ্গতার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়।

(৫) বিদ‘আত ইসলামী শরী‘আতকে ধ্বংস করে : বিদ‘আত ইসলামী শরী‘আতের মধ্যে কোন কিছু সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে তা ধ্বংসের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

---

৫০. তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২২ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।
৫১. ইবনু আব্দুল বার্র, জামেউ বায়ানি ইলমি ওয়া ফাযালিহি, ১৮১০ পৃঃ।
৫২. তদেব।
৫৩. মুল্লা আলী ক্বারী, শাম্মুল আওয়ারেয ফী যাম্মির রাওয়াফেয ১/১৪৫।
৫৪. জামেউ বায়ানি ইলমি ওয়া ফাযালিহি, ১৮১০ পৃঃ।
৫৫. তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/১৫৭ পৃঃ; সূরা আহকাফ ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৫৬. আবু ইসহাক আশ-শাত্বেবী, আল-ই‘তিছাম ১/৪৯ পৃঃ।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى الشَّيْطَانِ لِمُنَاقَضَتِهَا الدِّيْنِ وَدَفْعِهَا لِمَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُوْلَهُ وَصَاحِبُهَا لاَ يَتُوْبُ مِنْهَا وَلاَ يَرْجِعُ عَنْهَا بَلْ يَدْعُوْ الْخَلْقَ إِلَيْهَا وَلِتَضَمُّنِهَا الْقَوْلُ عَلَى اللهِ بِلاَ عِلْمٍ– ‘শয়তানের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হ’ল বিদ‘আত। কেননা তা দ্বীনকে ধ্বংস করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর আল্লাহ্র প্রেরিত বিধানকে নিষেধ করে। বিদ‘আতকারী কখনও তা থেকে তওবা করে না এবং তা থেকে ফিরে আসে না। বরং আল্লাহ সম্পর্কে ইলম বিহীন কথার মাধ্যমে মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান করে ও তার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে’।[৫৭]

(৬) বিদ‘আত অন্তরকে কলুষিত করে : মানুষ যখন কুরআন ও সুন্নাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিদ‘আতের আনুগত্যে নিজেকে উৎসর্গ করে এবং সুন্নাতের অনুসরণকে যথেষ্ট বলে বিশ্বাস করে না, ঠিক তখনি মানুষের অন্তর ইসলাম ধ্বংসকারী কর্মকাণ্ড দ্বারা কলুষিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, أَنَّ الشَّرَائِعَ أَغْذِيَةُ الْقُلُوْبِ، فَمَتَى اغْتَذَّتِ الْقُلُوْبُ بِالْبِدْعِ لَمْ يُبْقِ فِيْهَا فَضْلٌ لِلسُّنَنِ، فَتَكُوْنُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اغْتَذَّى بِالطَّعَامِ الْخَبِيْثِ– ‘নিশ্চয়ই (ইসলামী) শরী‘আতের বিধান সমূহ অন্তরের খাদ্য। কিন্তু যখন বিদ‘আত অন্তরের খাদ্য হয় তখন সেখানে সুন্নাতের জন্য অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। বরং তা নিকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণের স্থলাভিষিক্ত হয়।[৫৮]

(৭) বিদ‘আতীর আমল আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ইবাদত কবুলের অন্যতম একটি শর্ত হ’ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করা। যখন ইবাদত সুন্নাত পরিপন্থী হয় তখন তা বিদ‘আতী আমলে পরিণত হয়, যা আল্লাহ তা‘আলার নিকটে কবুল হয় না। যদিও মানুষ সেই আমলকে অত্যন্ত ভাল মনে করেই পালন করে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا– ‘বল, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে সংবাদ দিব? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই করছে’ *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের এই শরী‘আতের মধ্যে নতুন এমন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার (শরী‘আতের) অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত’।[৫৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যাতে আমার নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত’।[৬০]

(৮) বিদ‘আত ত্যাগ না করা পর্যন্ত বিদ‘আতীর তওবা কবুল হয় না : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাওবা কবুলের শর্ত হ’ল, ১- সংশ্লিষ্ট পাপ কাজ বর্জন করা। ২- কৃত পাপ কাজের জন্য অনুতপ্ত বা লজ্জিত হওয়া। ৩- পরবর্তীতে কখনও এই পাপে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করা। অতএব যেহেতু বিদ‘আতীরা বিদ‘আতকে ভাল আমল হিসাবে পালন করে থাকে, সেহেতু তারা উক্ত গর্হিত পাপ থেকে বিরত থাকে না।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ لاَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا ‘ইবলীসের নিকট পাপের চেয়ে বিদ‘আত অধিক প্রিয়। কেননা পাপ থেকে মানুষ তওবা করে কিন্তু বিদ‘আত থেকে তওবা করে না। (কেননা সে বিদ‘আতকে ভাল কাজ বলে বিশ্বাস করে)’।[৬১]

আর বিদ‘আতকে বর্জন না করা পর্যন্ত তার তওবা কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক বিদ‘আতীর তওবা কবুল করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদ‘আত থেকে বিরত না হয়’।[৬২]

(৯) বিদ‘আতী হাউযে কাউছারের পানি পান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা‘আত থেকে বঞ্চিত হবে : ক্বিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় কঠিনতম দিনে যখন হাউযে কাউছারের পানি ব্যতীত কোন পানি থাকবে না, সেদিন প্রত্যেক বিদ‘আতীকে সেই হাউযে কাউছারের নিকট থেকে বিতাড়িত করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ– ‘আমি তোমাদের পূর্বে হাউযের (হাউযে কাউছার) নিকটে পৌঁছে যাবে। যে আমার নিকট দিয়ে

৫৭. ইবনুল কাইয়িম, মাদারিকুছ ছালেহীন ১/২২৩ পৃঃ।
৫৮. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুসতাকীম লি মুখালাফাতি আছহাবীল জাহীম ১/২১৭-২১৮ পৃঃ।
৫৯. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
৬০. বুখারী ৯৬/২০ নং অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৬৭ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭১৮।
৬১. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৯০০৯; ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালেহীন ১/৩২২ পৃঃ।
৬২. তবারানী, ছহীহ তারগীব হা/৫৪; সিলসিলা ছহীহা হা/১৬২০।

অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, এরাতো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি জান না তোমার (মৃত্যুর) পরে এরা কি সব নতুন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হোক দূর হোক (আল্লাহ্র রহমত থেকে), যারা আমার পরে দ্বীনের ভিতর পরিবর্তন এনেছে'।[৬৩]

(১০) বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী অন্যের পাপের অংশীদার হবে : যারা মানুষকে বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা অন্যের পাপের অংশীদার হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِيَحْمِلُوْا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَــزِرُوْنَ– 'ক্বিয়ামত দিবসে তারা তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় বহন করবে এবং তাদেরও পাপভার বহন করবে যাদেরকে তারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/২৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا– 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তাদের অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এটা তাদের ছওয়াবের কোন অংশকেই কমাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যা তাদের অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এটা তাদের গোনাহর কোন অংশকেই কমাবে না'।[৬৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম রীতির প্রচলন করবে তার জন্য তার কাজের ছওয়াব রয়েছে এবং তার পরে যারা এ কাজ করবে তাদের ছওয়াবও রয়েছে। অথচ এতে তাদের ছওয়াবের কিছু কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার জন্যও তার কাজের গুনাহ এবং তার পরে যারা এ কাজ করবে তাদের গুনাহ রয়েছে। অথচ এটা দ্বারা তাদের গুনাহর কিছুই কম করা হবে না'।[৬৫]

(১১) বিদ'আতী অভিশপ্ত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيْهَا مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ– 'যে ব্যক্তি এর মধ্যে (ইসলামে) বিদ'আত সৃষ্টি করে কিংবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশ্তা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করেন না'।[৬৬]

(১২) বিদ'আতের মাধ্যমে ইহুদী-খৃষ্টানদের স্বভাব ফুটে উঠে : ইহুদী-খৃষ্টানরা যেমন তাদের খেয়াল খুশিমত দুনিয়াতে বিচরণের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জীলকে বিকৃত করেছে। যার মধ্যে আল্লাহ্র প্রকৃত কালাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিদ'আতের অনুসারীরাও তেমনি নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাক্বলীদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ভাল কাজের দোহাই দিয়ে বিদ'আতের প্রচলন করে থাকে। আর এ সকল বিদ'আতের আবরণে প্রকৃত সুন্নাত ঢাকা পড়েছে। তাই বিদ'আতকে শক্ত হস্তে দমন না করলে প্রকৃত ইসলাম বিদায় নিবে। আল্লাহ ইসলামকে হেফাযত করুন।- আমীন!

(১৩) বিদ'আতের মাধ্যমে পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসরণের জাহেলী স্বভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কার কাফিরদেরকে দেবদেবীর উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে আহ্বান করতেন, তখন তারা তাদের বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে বলত, আমরা তারই অনুসরণ করব, যার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ– وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ– 'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তারই অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব। যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও? যারা কুফরী করে তাদের উদাহরণ হ'ল, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না- বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা বুঝবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০-১৭১)*।

অনুরূপভাবে বিদ'আতের অনুসারীদেরকে তাদের লালনকৃত বিদ'আতকে বর্জন করে সুন্নাতের অনুসরণের দিকে আহ্বান করলে তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদারা কি কিছুই বুঝত না? পূর্বেকার আলেমেরা কি কুরআন-হাদীছ বুঝতেন না? আজ আবার নতুন নতুন হাদীছ কোথা থেকে বের হচ্ছে? এই বলে

৬৩. বুখারী হা/৬৫৮৩-৮৪; মুসলিম হা/২২৯০; মিশকাত হা/৫৫৭১।
৬৪. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।
৬৫. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৯ পৃঃ।
৬৬. বুখারী হা/৩১৭২; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৭২৮।

তারা তাদের বাপ-দাদাদের অনুসরণীয় আমলের উপর অটল থাকে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করে।

(১৪) বিদ'আতের মাধ্যমে সুন্নাতের অপমৃত্যু ঘটে : মুসলিম সমাজে যখন কোন বিদ'আত চালু হয় তখন সেখান থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত বিলুপ্ত হয়। আর প্রচলিত বিদ'আতই মানুষের নিকট সুন্নাত হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। যেমন- ফরয ছালাতের পরে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত একটি বিদ'আত। যার মাধ্যমে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ফরয ছালাতের পরে পঠনীয় সুন্নাতী দো'আ সমূহের বিলুপ্তি ঘটেছে। ফরয ছালাতের পরে রাসূল (ছাঃ) যে দো'আগুলো পাঠ করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন তা পাঠ করতে হ'লে ন্যূনতম ১০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাতের মত বিদ'আতের মাধ্যমে ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যেই মুনাজাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّهُ سَيَلِيْ أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدِيْ رِجَالٌ يُطْفِئُوْنَ السُّنَّةَ وَيُحْدِثُوْنَ بِدْعَةً وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا. قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ بِيْ إِذَا أَدْرَكْتُهُمْ قَالَ لَيْسَ طَاعَةٌ لِمَنْ عَصَى اللهَ قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ–

'নিশ্চয়ই তোমরা আমার (মৃত্যুর) পরে তোমাদের শরী'আতকে এমন অবস্থায় পাবে- যখন মানুষ সুন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদ'আত সৃষ্টি করবে এবং ছালাতের সময় ছালাত আদায় না করে দেরী করে আদায় করবে। তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যদি তাদেরকে পাই তাহ'লে আমি কি করব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র অবাধ্যদের কোন আনুগত্য নেই। এ কথা তিনি তিনবার বললেন।[৬৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لاَ يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ– 'যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করে তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত বিদূরিত করেন। অতঃপর তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট ফিরিয়ে দেন না'।[৬৮]

[চলবে]

---

৬৭. *মুসনাদে আহমাদ হা/৩৭৯০; সিলসিলা ছহীহা হা/২৮৬৪।*
৬৮. *সুনানুদ দারেমী হা/৯৮; মিশকাত হা/১৮৮; আলবানী, সনদ ছহীহ, আত-তাওয়াস্সুল আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু ১/৪৬ পৃঃ।*

মহিলা সালাফিয়াহ মাদরাসা

উত্তর নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী। মোবাইল- ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭২৬-৩১৪৪৪১, ০১৭২৬-৩১৫৯৭০।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী হ'তে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক/অনাবাসিক

ভর্তি ফরম বিতরণ : ২০ ডিসেম্বর ২০১৩ হ'তে ১ জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষা : ০২ জানুয়ারী ২০১৪ সকাল ৯-টা।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও উন্নত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের ভিত্তিতে নিজস্ব সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- আবাসিক ছাত্রীদের ২৪ ঘন্টা মাতৃস্নেহে তত্ত্বাবধান।
- ছাত্রীদের কোন প্রকার প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন হয় না।
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী শিক্ষা দান।
- শহরের কোলাহলমুক্ত পাকা রাস্তা সংলগ্ন নিরিবিলি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(১২তম কিস্তি)

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) :

Article-8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by the law.[৬৯] 'শাসনতন্ত্র বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই যথাযথ আদালতের শরণাপন্ন হবার অধিকার রয়েছে' (অনুঃ ৮)।

এখানে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৮নং অনুচ্ছেদে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়। এক. মানুষের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights), দুই. এ অধিকার একটি রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে নির্বাচিত মানুষ কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং তিন. তা সংরক্ষণ ও প্রয়োগের দায়িত্ব কেবল আদালতের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়। যদিও একটি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী কখনও কখনও বলতেই পারেন যে, 'ও বিষয়টি আমরা বলতে পারব না, ওটা আদালতের এখতিয়ার' (!) অর্থাৎ সনদের এই ধারা অনুযায়ী কোন মানুষের মৌলিক অধিকার নষ্ট বা ক্ষুণ্ন করা হ'লে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রীয় আইন-আদালতেই আশ্রয় নিতে পারে অন্যত্র নয়; যদিও সে তার অধিকার বাস্তবে কতটুকু পেল, না পেল তা আদালতের দেখার বিষয় নয়। কিন্তু ইসলাম এখানে তা বলে না। ইসলামের আলোকে এই ধারার বিশ্লেষণ করার পূর্বে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

মানবাধিকার (Human Rights) ও মৌলিক অধিকার (Fundamendal Rights) :

মানবাধিকার বিষয়টি পুরো মানবজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট। মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলংঘনীয় অধিকার হ'ল মানবাধিকার।[৭০] এসব অধিকারের মধ্যে পড়ে মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক, রাজনৈতিক সহ নানান ধরনের অধিকার। যেমন কথা বলার অধিকার, মুক্ত ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, কাজ করার, মতামত ব্যক্ত করার, শিক্ষা ও জাতীয়তা পাবার অধিকার প্রভৃতি। পৃথিবীতে মানুষের জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার মানবাধিকারের সূচনা হয়। এই অধিকার বিশ্বের সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তবে মানবাধিকার ঘোষণাটি বিশ্বের সকল রাষ্ট্র মানতে বাধ্য নয়। কারণ বর্তমান বিশ্বে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সরকার নিজ ক্ষমতা বলে দেশের অভ্যন্তরে অথবা অন্য রাষ্ট্রে নানাভাবে মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। পক্ষান্তরে **মৌলিক অধিকার** কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন কিছু/সমস্ত মানবাধিকার কোন দেশের সংবিধান দ্বারা মৌলিক অধিকাররূপে অন্তর্ভুক্ত, রক্ষিত ও নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত হয় তখন সেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলা হয়।[৭১]

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো হ'ল- আইনের দৃষ্টিতে সমতা (২৭ ধারা), ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য (২৮ ধারা), সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা (২৯ ধারা), আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (৩১ ধারা), জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা (৩২ ধারা), গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে অধিকার (৩৩ ধারা), জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ (৩৪ ধারা), বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ (৩৫ ধারা), চলাফেরার স্বাধীনতা (৩৬ ধারা), সমাবেশের স্বাধীনতা (৩৭ ধারা), সংগঠনের স্বাধীনতা (৩৮ ধারা), চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা (৩৯ ধারা), পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা (৪০ ধারা), ধর্মীয় স্বাধীনতা (৪১ ধারা), সম্পত্তির অধিকার (৪২ ধারা), গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ (৪৩ ধারা), মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ (৪৪ ধারা)।[৭২]

মৌলিক অধিকার একটি দেশের আইন আদালত কর্তৃক বলবৎ ও সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে'। ২৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত (তথা মৌলিক অধিকারের) সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। বাংলাদেশের নাগরিকের কোন লংঘিত মৌলিক অধিকারের প্রতিকার পেতে সংবিধানের ১০২ ধারার আলোকে নিতে হয়। মৌলিক অধিকার যেভাবে বাংলাদেশে বলবৎ করা হয় অন্যান্য রাষ্ট্রেও মোটামুটি সেভাবে বলবৎ করা হয়। কিন্তু মানবাধিকার সুরক্ষিতভাবে বলবৎ করা হয় না এবং ক্ষমতাও কম-বেশী করা যায়।

উপরে যেসব মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার অনেকগুলো সার্বজনীন মানবাধিকার হিসাবেও স্বীকৃত। তবে মৌলিক পার্থক্য হ'ল মানবাধিকার আন্তর্জাতিক সনদে

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৬৯. *Fifty years of the Universal Declaration of Human Rights Dhaka, P. 200.*

৭০. *ড. রেবা মণ্ডল ও ড. শাহজাহান মণ্ডল, মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও (ঢাকা শামছ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ ২০০৯), পৃঃ ২৪।*

৭১. *তদেব, পৃঃ ২৬।*

৭২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অক্টোবর-২০১১, ঢাকা, পৃঃ ৮-১২।*

এবং মৌলিক অধিকারগুলো দেশীয় সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানবাধিকার লংঘিত হ'লে আন্তর্জাতিক আদালতে এবং মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হ'লে উক্ত দেশীয় আদালতে আশ্রয় নিতে হয়। সর্বশেষ সংযোজন অনুযায়ী মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২৭টি অধিকারের মধ্য থেকে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৭টি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংবিধানের ৩য় অধ্যায়ের ২৬-৪৪ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এ মৌলিক অধিকারের সংখ্যা সব রাষ্ট্রের সংবিধানে এক নয়। যেমন- বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে দেয়া 'চলাচল (আন্দোলনের) স্বাধীনতা' কিংবা ৩৭ অনুচ্ছেদে দেয়া 'সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা' কিউবা কিংবা চীনের মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকার রূপে চিহ্নিত নাও হ'তে পারে।[৭৩]

জানা দরকার যে, সার্বজনীন মানবাধিকার হিসাবে কিছু বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং যেগুলো হয়নি পরবর্তীতে তা আলোচনা করা হবে। তবে এখন দেখা যাক ইসলাম মৌলিক অধিকারের বিষয়ে কি বলতে চায়।

ইসলামের আলোকে মানুষের মৌলিক অধিকার :

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৮নং অনুচ্ছেদে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য আদালতের আশ্রয় নেয়ার অধিকার রয়েছে মর্মে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে বহুকাল আগেই মৌলিক অধিকারের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংরক্ষণকারী বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। একজন শিশু যখন ভূপৃষ্ঠে আগমন করে তখন সে শিশুটি জন্ম নেয়ার সাথে সাথেই চিৎকার করে কেঁদে পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দেয় যে, সে তার মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং তাকে রক্ষা ও দেখাশুনার কাজ পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে সমাজের সকলের। এক পর্যায়ে সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে শিশুটি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে। তবে একজন মানুষ 'পূর্ণাঙ্গ মানুষ' হ'লেই যে তার অধিকার শেষ হয়ে যায় তা নয়; বরং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার তার সবকিছু পাবার ও ভোগ করার অধিকার রাখে সে। শুধু তাই নয়, তার অধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। আর যদি দেশটি ইসলামী রাষ্ট্র না হয় তবে তার অধিকার কিভাবে রক্ষা হবে তার বিবরণও ইসলামে পূর্ণভাবে দেয়া হয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব শুধু আদালতকেই নিতে হবে এমনটি নয়। বরং ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সমাজের ওপর বর্তায় অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের আলোচ্য ধারায় তার উল্লেখ নেই।

মহান আল্লাহ তাঁর অসংখ্য মাখলুকাতের মধ্যে মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মর্যাদার দিক থেকে এ জাতিকে ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ স্থানে আসীন করেছেন। শুধু তাই-ই নয় সৃষ্টির প্রথম মানব আদম (আঃ)-কে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ 'যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা সকলে তার সামনে সিজদাবনত হবে' *(হিজর ১৫/২৯)*।

আরো উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ)-কে যেমন সর্বাধিক সম্মান-মর্যাদা দান করা হয়েছে তেমনি জগতের নিয়ামতরাজি ও সম্পদ সমূহ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন এনে তাদের সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 'আমরা আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, জলে-স্থলে তাদেরকে চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র বস্তুর রিযিক দান করেছি এবং আমাদের অসংখ্য সৃষ্টির উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ৭০)*।

এ আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ মানুষকে কত মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। একইভাবে তাঁরই বংশোদ্ভূত অন্যান্য মানুষও কিভাবে পরস্পরে মান-সম্মান, জান-মালের ব্যবহার ও প্রয়োগ করবে তার নির্দেশনাও দিয়েছেন। এটা কেবল দেখানোর উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রত্যেক মানুষ তা পাবার অধিকারী।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান আমাদের মধ্যে ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমনি তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর পবিত্র'।[৭৪]

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় অধ্যায়ের ৩২ ও ৪২ ধারাতে বর্ণিত মৌলিক অধিকার গুলোতে উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্ম প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এছাড়া ৩৬ ও ৩৯ ধারাতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নের আয়াত ও হাদীছ থেকে পাওয়া যাবে।

ইসলামে একে অপরের গোপন তথ্য খোঁজা এবং তার ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধান করাও নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُمْ بَعْضاً 'তোমরা গোয়েন্দাগিরি কর না এবং একজন অপরজনের গীবত কর না' *(হুজুরাত ১২)*। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنفُسَكُمْ وَلاَ

৭৩. *মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও, পৃঃ ২৫-২৬।*

৭৪. *ইবনে মাজাহ হা/৩০৫৫।*

تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ ‘তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ কর না এবং একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ভূষিত কর না’ *(হুজুরাত ১১)*।

অর্থাৎ কেউ কাউকে ছোট-বড় ভাবার সুযোগ নেই। এখানে ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর সকলে সমান। ‘বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদে ২৭ ও ২৮ ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য না করার ঘোষণা এসেছে। অথচ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘একজন অনারবের উপর একজন আরবের, একজন আরবের উপর অনারবের, কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের, সাদা মানুষের উপর কালো মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই’।[৭৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, ‘মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম’।[৭৬]

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ‘সকল মানুষের জন্য নিজ নিজ কাজ অনুপাতে মর্যাদা রয়েছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না’ *(আহকাফ ৪৬/১৯)*।

আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ– ‘যে অনু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখবে, আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তা দেখবে’ *(যিলযাল ৭-৮)*।

মৌলিক অধিকারের ২৯ ও ৪০ ধারায় উল্লেখ রয়েছে- একটি দেশের প্রত্যেক মানুষ সরকারী চাকুরীতে সমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মে যোগ দিতে পারবে এবং প্রত্যেকে পেশা ও ব্যক্তির স্বাধীনতা পাবে। যার জবাব উক্ত আয়াতে পাওয়া যায়। কারণ ইসলাম সব সময়ে যোগ্যতা, সততা, দক্ষতা ও আল্লাহভীরুতাকে অগ্রাধিকার দেয়। কেউ কোন চাকুরী বা ক্ষমতা চেয়ে নিতে পারবে না। আর এগুলো সংরক্ষণ ও প্রয়োগের দায়িত্ব সরকারী কর্তৃপক্ষের। তবে বাংলাদেশ সংবিধানের যোগ্যতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতার নামে সরকার সূদ, মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য ক্ষতিকর নিষিদ্ধ ক্ষেত্র ও তার সাথে জড়িত পেশা-শ্রেণীকে বৈধ করে দিয়েছে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও মানব কল্যাণের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বরং মৌলিক অধিকারের নামে এগুলো সংরক্ষণ করাটায় এক প্রকার মানবাধিকার লংঘন। আর যোগ্যতার কথা? সে তো অনেক দূরের কথা। এখন দলীয় সরকার কর্তৃক অযোগ্য, অদক্ষ, অনভিজ্ঞ, অসৎ লোকদেরকে সরকারী নিম্ন থেকে উচ্চ পদমর্যাদায় নিয়োগ বদলী, পদোন্নোতি দেয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সরকার পরিচালনায় অদূর ভবিষ্যতে সৎ, যোগ্য, দক্ষ লোক পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। বিশ্বে অন্যান্য দেশেও দেখা যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন যে সরকার আসে তখন সে সরকার নিজ দলীয় লোক নিয়োগ দেয়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশে এ ঘটনা ঘটছে। জানা যায়, আমেরিকাতে কোন দলীয় সরকার পরিবর্তন হ’লে পূর্ববর্তী সরকারের নিয়োগ দেয়া শতকরা ৮০-৯০% কর্মচারী পরিবর্তন করা হয় অথবা বাতিল করা হয়। এখন দেখুন বাতিলকৃত কর্মচারীদের অবস্থাও কেমন হ’তে পারে। এটা কি মৌলিক অধিকার পরিপন্থী নয়?

এখানে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, আইনের সমতা বিধানে ইসলাম কত সুন্দরতম সমাধান দিয়েছে। একইভাবে ধর্মীয় বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে। যা ২৮ ধারাতে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম-গোষ্ঠীর ধর্ম পালন ও কাজ-কর্মে অংশ নেয়ার ব্যাপারে ইসলাম সুন্দর উদারতা ও মানবতা দেখিয়েছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ‘ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই’ *(বাক্বারাহ ২৫৬)*।

কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে, ‘তারা যদি আপনার কাছে আসে তবে হয় তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে দিন অন্যথায় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকেন, তবে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেন, তবে তা ন্যায়সংগতভাবে করে দিন’ *(মায়েদাহ ৪২)*।

অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ভেদে মানুষের পরস্পরের অধিকার আদায়ের উত্তম ব্যবস্থা ইসলামেই বর্ণিত রয়েছে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক তাঁর সকল নাগরিকের মূল যিম্মাদার বা আমানতদার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ সময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কুরআনী বিধানানুযায়ী মানুষের সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দু’একটি দৃষ্টান্ত দিলে তা বুঝা যাবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকারের ব্যাপারে কত সজাগ ও সচেতন ছিলেন। মুসলিম জাহানের খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلي عنها يوم القيامة– ‘ফোরাতের তীরে যদি কোন একটি ছাগলও না খেয়ে মারা যায়, তাহ’লে আমি ধারণা করি যে, কিয়ামতের আল্লাহ্র কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে?[৭৭]

২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) জনৈকা অসহায়-অন্নহীনা মহিলাকে রাতের আঁধারে আটার বস্তা নিজ ঘাড়ে করে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।[৭৮] হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর

৭৫. *তিরমিযী হা/৩৯৫৫-৫৬, ‘সিরিয়ার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।*
৭৬. *আবু দাঊদ, হা/৪৩৭৩ ‘হুদূদ’ অধ্যায়।*
৭৭. *হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৫৩।*
৭৮. *ইবনু সা’দ, তাবাকাতুল কুবরা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১০/১৯৯০), ৩/২২৬ পৃঃ।*

খেলাফতকালে অসহায় অন্ধ এক বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়ে খাবার তৈরীসহ সকল কাজ সম্পন্ন করে আসতেন।[৭৯]

বাদশাহ আলমগীরের আমলে তাঁর একজন মুসলিম সেনাপতি পাঞ্জাব অভিযানকালে একটি গ্রাম অতিক্রম করছিলেন। সে সময় একজন ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী এক মেয়েকে দেখে তিনি তার পিতার কাছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। পিতা অনন্যোপায় হয়ে বাদশাহর শরণাপন্ন হ'লেন। ওয়াদা অনুযায়ী উক্ত সেনাপতি এক মাস পরে বরবেশে উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন ছদ্মবেশী সম্রাট আলমগীর উলঙ্গ তরবারি হাতে স্বয়ং তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে সেনাপতি সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গ্রামবাসী হিন্দুরা ঐ দিন থেকে গ্রামের নাম পাল্টিয়ে রাখল 'আলমগীর'। যে কামরায় বসে বাদশাহ আলমগীর ঐ রাতে ইবাদতে রত ছিলেন, ঐ কামরাটি আজও হিন্দুদের নিকট পবিত্র স্থান বলে সম্মানিত হয়ে আছে। কেউ সেখানে জুতা পায়ে প্রবেশ করে না।[৮০]

একদা সিরিয়া বিজেতা সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) যুদ্ধ কৌশল হিসাবে সিরিয়া থেকে আপাততঃ সৈন্যদল পিছিয়ে অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে সিরিয়ার খৃষ্টান নেতৃবৃন্দকে ডেকে তিনি তাদের নিকট থেকে গৃহীত জিযিয়া কর ফেরৎ দিলেন। এতে শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে এসে ক্রন্দন করতে লাগল ও কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল, আপনারাই আমাদের এলাকা শাসন করুন। আমাদের স্বজাতি খৃষ্টান যালেম শাসকদের হাতে আমাদেরকে পুনরায় ন্যস্ত করবেন না। সেনাপতি বললেন, আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেহেতু নিতে পারছি না, সেহেতু আপনাদের প্রদত্ত জিযিয়া কর আমরা রাখতে পারি না।[৮১]

জান-মালের নিরাপত্তা বিষয়ক মৌলিক অধিকার রক্ষার এই বিরল দৃষ্টান্ত দেখে তারা মুগ্ধ হ'ল। যার কারণে তখন থেকে আজও সিরিয়াকে শতভাগ মুসলিম দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেখানেই আজ মানুষের জান-মাল রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। লংঘিত হচ্ছে মৌলিক অধিকার। পদদলিত হচ্ছে মানবাধিকার। এখানে গত আড়াই বছরে ১ লাখেরও বেশী লোক নিহত এবং লক্ষ লক্ষ লোক আহত এবং ২০ লাখের বেশী উদ্বাস্তু হয়েছে।

মুসলিম খলীফা মামূন, হারূনুর রশীদ প্রমুখ জনগণের বাড়ীতে অলি-গলিতে রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র অনুসন্ধান করে তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা করতেন। ইসলামের অনুসারী ঐ সকল খলীফা ও মুসলিম শাসকগণ একমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে এই দায়িত্ব পালন করতেন। তারা ভাবতেন সাধারণ মানুষ মৌলিক অধিকার বঞ্চিত হওয়ার কারণে আল্লাহ্র আদালতে তাঁদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁরা যদি সঠিক জবাব দিতে না পারেন তাহলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে পারেন।

এ তো গেল মুসলিম শাসকগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজ দায়িত্ববোধের কথা। আর সাধারণ জনগণ বিনা বাধা এবং নির্দ্বিধায় ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের দরবারে তাদের মৌলিক চাহিদা বা অধিকারের কথা সরাসরি জানাতে পারতেন। এজন্য শাসকগণ রীতিমত প্রত্যহ সময় নির্ধারণ করে রাখতেন। বর্তমানে শুধু বাংলাদেশে কেন বিশ্বের কোথাও সে সুযোগ আছে কি-না সন্দেহ। সাধারণ মানুষকে এমপি/মন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রবেশ করতে হ'লে ক্ষেত্র বিশেষে আট/দশ ধাপ পারি দিয়ে অথবা বাধা অতিক্রম করে ঢুকতে হয়। এরপরেও সে তার মৌলিক অধিকার পায় না? পক্ষান্তরে যদি কোন হটলাইনের সুপারিশ বা ফোন না থাকে তাহ'লে তার অধিকার কিছুটা হ'লেও পায়। আর বর্তমানে আদালত ব্যবস্থা এমনি হয়ে গেছে যে, হতদরিদ্র মানুষের অধিকার আদায় তো দূরের কথা, টাকা-পয়সার অভাবের কারণে সে আদালতের চৌকাঠই মাড়াতে পারে না।

বিশ্বের অন্যান্য দেশেও মানুষ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন- যাত্রা দেখতে গিয়ে বিনা দোষে প্রায় ১২ বছর ভারতের কারাগারে কাটাতে হয় কুড়িগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনের ছেলে আশিক মিল্টনকে। গত ৭ জুলাই ২০১২ দেশে ফিরে মিল্টন সাংবাদিকদের জানায়, তার সাথে যাওয়া অন্য বন্ধুদের ছেড়ে দিলেও তাকে ছাড়েনি। সে বলে যে, ভারতের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় এক নেতার নাম মিছির দাস ওরফে মিল্টন। তাকে ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় পুলিশ অন্যায়ভাবে তার নামে চার্জশীট দেয়। সেই বিচারেই সে এতদিন আটকে ছিল।[৮২]

যুক্তরাষ্ট্রের লস এ্যাঞ্জেলসের এক ব্যক্তি খুনের মামলায় ৩৪ বছর কারাভোগের পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। ১৯ বছর বয়সে জেলে ঢুকেছিলেন কেস ডেলানো রেজিষ্ট্রার নামক এই ব্যক্তি। বের হয়েছেন ৫৩ বছরে প্রায় বৃদ্ধ হয়ে। যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা তাকে জেলে কাটাতে হয়েছে মিথ্যা খুনের মামলায়।[৮৩]

বাংলাদেশে এরকম হাযার হাযার লোকের বিনা দোষে জেল খাটার অভিযোগের কথা জানা যায়। এছাড়া যারা আদালতের আশ্রয়ে গিয়ে রায় পেয়ে থাকেন সেই রায়ের কপিও পেতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ রায়ের ফল পেতে বহু দিন অপেক্ষা করতে হয়। একদিন মামলা সংক্রান্ত কাজে ঢাকা হাইকোর্টে বন্ধুর (ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল) চেম্বারে বসে আছি। ভুক্তভোগী এরকম এক কেস এর দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছে। পাশে অনেক সিনিয়র এ্যাডভোকেটও রয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি আলোচনায় এলে একজন এ্যাডভোকেট বলেন, 'আমার জানা

৭৯. *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ৩০/৩২২।*
৮০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইনসানে কামেল (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃঃ ৩১।*
৮১. *বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ১৩৪।*
৮২. *মাসিক আত-তাহরীক, ১৫তম বর্ষ, ১৩ তম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫।*
৮৩. *দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ১৬।*

মতে আপীল ডিভিশনের একটি রায়ের কপি নিম্ন আদালতে পৌঁছিতে কয়েক মাস থেকে শুরু করে কয়েক বছর পর্যন্ত লেগে যায়। আর আপনার রায় তো কয়েক সপ্তাহ হয়েছে। তাহলে দেখুন! মানুষের ন্যায্য মৌলিক অধিকার বা ন্যায়বিচার পাওয়ার সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ আশ্রয়স্থল হ'ল দেশের সুপ্রীম কোর্টের আপীল ডিভিশন, সেখানেই যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে কিসের ভিত্তিতে মানুষের মৌলিক অধিকার আদায় হ'তে পারে, তা ভাববার বিষয়।

আর এক বন্ধুর (অতিরিক্ত জেলা জজ) সাথে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গটি উঠে আসে। এর উত্তরে তিনি বলেন, 'বন্ধু এখন তো সেরকম ন্যায়বিচার নেই। কারণ সেখানে ন্যায়বিচার বলতে সরকার দলীয় বিচারই হয়ে গেছে'। অর্থাৎ তাঁর কথার সারমর্ম হ'ল এখন বাংলাদেশের আদালতে সকল শ্রেণীর মানুষের আশ্রয় নেয়ার অধিকার যেমন ক্ষীণ, তেমনি তারা ন্যায়বিচারও পাচ্ছে না। বিশ্বের অন্যান্য দেশ বিশেষ করে পরাশক্তিধর দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে সহজে অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে কত লক্ষ-কোটি বনু আদম বিশেষ করে মুসলমান এবং উদ্বাস্তুদেরকে তারা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। প্রতিনিয়ত অবলীলায় তারা মানবাধিকার লংঘন করছে। আর আদালতের আশ্রয় পাওয়া তো সুদূর পরাহত।

ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক মুসলিম যোদ্ধাদেরকে ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের গোপন ঘাঁটিগুলোতে অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের দাবীকে উপেক্ষা করে করা হচ্ছে এবং ঐসব যোদ্ধাদেরকে ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আইন-আদালতের আশ্রয় নেয়ার সুযোগটুকু পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে না। ফলে জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার আইনের এই ধারাটি সুস্পষ্টভাবে হরহামেশা লংঘিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার। যার কোনরূপ অসদ্ব্যহারের সুযোগ নেই। অর্থাৎ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামই পারে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ত্রুটিপূর্ণ উক্ত ৮ ধারার উৎকৃষ্টতম সমাধান দিতে।

দ্রুততম সময়ে দৈনন্দিন জীবন জিজ্ঞাসার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাধান পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন

মাসিক আত-তাহরীক

ফাতাওয়া হটলাইন

০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭

যে কোন ফৎওয়া জানতে অথবা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রশ্ন প্রেরণ করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা নাম-ঠিকানাসহ এসএমএস করুন।

সময় : সকাল ৯-৩০টা থেকে ১২-৩০ টা

মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া

(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়)

আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

প্লে থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু :
১০ ডিসেম্বর ২০১৩।
ভর্তি পরীক্ষা :
০৫ জানুয়ারী ২০১৪ সকাল ১০টা।

আমাদের সাফল্য :
২০১০ সালে বৃত্তি সহ শতভাগ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ
২০১১ সালে এ প্লাস সহ শতভাগ পাশ
২০১২ সালে শতভাগ এ প্লাস

বিস্তারিত জানতে :
০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭১৬-৪৭৬৪৩২
০১৭৪৯-০৬০৩৭৩, ০১৭৩২-৪২০২৬২

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়।
- যুগোপযোগী উন্নতমানের সিলেবাস।
- অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক তথ্য ও দেশী-বিদেশী বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।
- ক্লাসের পর কোচিং এর বিকল্প হিসাবে 'সুপারভাইজরী স্টাডি প্রোগ্রাম' এর সুবিধা।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথনে অভ্যস্ত করণ।
- স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।

আকাঙ্ক্ষা : গুরুত্ব ও ফযীলত

*রফীক আহমাদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীসহ নানা উপদেশমালা পবিত্র কুরআনের বিশাল কলেবরে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবতার একমাত্র সংবিধান। এক আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসীদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার বস্তু। আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করে শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত মানুষকে ভ্রান্ত পথ হ'তে রক্ষা করে আল্লাহ্র পথে ও সত্য ধর্মের পথে বহাল রেখেছেন। অনেক সময় অনেক সম্প্রদায় তাদের নবী-রাসূলের উপদেশ লংঘন করে আল্লাহ্র অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে সীমালংঘন করেছে এবং অবশেষে আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হয়ে সমূলে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ গযব হ'তে রক্ষা পেয়েছেন। যারা তওবা করে সৎপথে প্রত্যাবর্তন করেছে তারাও রক্ষা পেয়েছে। এভাবে এ নশ্বর পৃথিবীর যাত্রাপথ একদিন শেষ হয়ে যাবে। এসে যাবে পরীক্ষা গ্রহণের সর্বজনবিদিত দিন 'ক্বিয়ামত'। ঐ দিনই বিচার হবে প্রতিটি মানুষের, কেউ বাদ যাবে না। আল্লাহ বলেন, إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً– 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে' *(মরিয়াম ৯৩-৯৫)*।

সেদিন হিসাব-নিকাশ ও বিচার হবে সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে এবং স্বয়ং আল্লাহই হবেন বিচারক। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ– 'আমরা ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমরা তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট' *(আম্বিয়া ৪৭)*।

সেদিনই বাছাই হবে কারা আল্লাহ্র দল এবং কারা ইবলীসের দল। তাদের হিসাবের খতিয়ান যাচাই হবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, বাদ পড়বে না একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাল বা মন্দ কাজও। সবাই নিজ নিজ জায়গায় তাদের নিজ নিজ হিসাব বহি (আমলনামা) চোখের সামনে দেখতে পাবে। আল্লাহ তাঁর অনুগত ও বিশ্বাসী দলকে তাদের পুণ্যের পরিমাণ অনুযায়ী দলবদ্ধ করে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করাবেন। অপরদিকে তাঁর প্রতি অবিশ্বাসী ইবলীসের দলকেও তাদের কৃতকর্মের পরিমাণ অনুযায়ী আলাদা করে তাদের নির্ধারিত বিপদজ্জনক অবস্থানে স্থান দিবেন। এভাবে সুদীর্ঘ ক্বিয়ামত দিবসের প্রতিশ্রুত বিচার কাজ শেষ হবে।

শুরু হবে অবিনশ্বর জগতের একদিকে আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেক, যার কোন শেষ নেই, কোন ধ্বংস নেই, নেই কোন অম্লান পরিবেশ, সেখানে শুধু সীমাহীন সুখ-শান্তি, শৃংখলা ও তৃপ্তির সমাহার। অপরদিকে শুরু হবে অনাড়ম্বর, অপ্রীতিকর, অপ্রত্যাশিত যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশের অভিযান। এরও কোন শেষ নেই, ধ্বংস নেই, নেই কোন সুখ-শান্তি ও আরামদায়ক আবহাওয়ার লেশমাত্র। সেখানে শুধু দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও অশান্তির সমুদ্র।

মূলতঃ ক্বিয়ামতের বিচারই একটি পরীক্ষা, যা আলোচনার প্রথমাংশেই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অতীব প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থেকে আদেশ পালন করার জন্য বার বার উপদেশ দিয়েছেন। যারা সে উপদেশ পালন করবে, রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলবে, তারা হবে সফলকাম। জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত লাভ করে তারা হবে ধন্য। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র উপদেশ মতে চলবে না এবং রাসূলের অনুসরণ করবে না; বরং যথেচ্ছা চলবে, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে; তারাই ব্যর্থ।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে ঘিরে যে মহা আকাঙ্ক্ষার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তা পবিত্র কুরআনে উপদেশাকারে, প্রয়োজনানুসারে সকল শ্রেণীর মানুষকে স্মরণ করিয়ে অহী অবতীর্ণ করেন। অবতীর্ণ অহী হ'তে জানা যায় শয়তানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অসংখ্য কলাকৌশল। আসলে ইবলীস সৃষ্টিগতভাবেই উচ্চাভিলাষী ও অহংকারী। অতঃপর আল্লাহ্র দরবার হ'তে বিতাড়িত হয়ে আরও সীমালংঘনে প্রবৃত্ত হয়। ক্বিয়ামতের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ইবলীসের প্রয়াস ক্রিয়াশীল থাকবে। এমতাবস্থায় হঠাৎ ক্বিয়ামত এসে যাবে, ইবলীস ঘুর্ণাক্ষরেও তা টের পাবে না। সেদিন তার সব জ্ঞানবুদ্ধি, উচ্চাভিলাষ, অহংকার, কলা-কৌশল সমূলে শেষ হয়ে যাবে। তার হাযার হাযার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পৃথিবীর মহারাজত্ব মুহূর্তের মধ্যে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। এতদিন সে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের সামনে ক্বিয়ামতকে আড়াল করে রেখেছিল বা ক্বিয়ামতকে মিথ্যা বলে বুঝাতে সমর্থ হয়েছিল, সেই ক্বিয়ামতই পৃথিবীর সবার সামনে ভয়াবহ রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়ে পড়বে। মুহূর্তের মধ্যে সারা জীবনের ভ্রম ভেঙ্গে যাবে অগণিত ইবলীসপন্থী নর-নারীর। সেদিনের মহাসংকট, মহানাদ, মহাত্রাস ও অলৌকিক শক্তির বাস্তবায়ন ইবলীস বাহিনীকে চরমভাবে আতংকগ্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত করে ফেলবে। শুধু আত্মবিলাপ ও হতাশই হবে তখন তাদের সান্ত্বনা ও ধৈর্যের একমাত্র সম্বল।

* শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।

ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ইবলীস বাহিনী চরমভাবে দুর্বল ও পথহারা হয়ে পড়বে। ইবলীস তার সুদীর্ঘ দিনের মিথ্যা প্ররোচনা মূলক, প্রহসনমূলক অভিযানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার জন্যেই নবতর ভূমিকার অবতারণা করবে। মহান আল্লাহ্র সম্মুখে সে অপরাধী সম্প্রদায়কে তাদের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করবে। অপরাধীরাও ইবলীস ও তার দলের প্রধানদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। কারণ অপরাধীরা স্বজ্ঞানেই তাদের একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ প্রত্যাখ্যান করে ইবলীস ও তার চেলাচামুণ্ডাদের পথ অনুসরণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ইবলীস হ'ল তার স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র আদেশ লংঘনের বা বিরুদ্ধাচরণকারীর বা বিদ্রোহ ঘোষণাকারীর জন্মদাতা। কিন্তু আন্তরিকভাবে ও পরোক্ষভাবে সতর্কতার সাথে সে আল্লাহ্র মহা ক্ষমতাকে ভয় করে। শুধু তার অহংকার, যিদ ও সীমালংঘন হ'তে সৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যেই সে জগদ্বাসীকে সুচতুরতা ও বুদ্ধির দ্বারা অহরহ বিভ্রান্ত করে এবং ধর্মদ্রোহী কর্মকাণ্ডে নিমজ্জিত করতঃ তার দলের স্থায়ী সদস্য বানায়। অথচ নিজেকে ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে গুটিয়ে নিয়ে দোষমুক্ত থাকার অপকৌশল করে। আল্লাহ বলেন, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ– 'তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে, কুফরী করো। অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি' *(হাশর ৫৯/১৬)*।

শয়তান যে কোন মিথ্যার বিনিময়ে হোক সর্বদা নিজেকে দোষমুক্ত রাখার নিষ্ফল প্রয়াস চালিয়ে যাবে। উদাহরণতঃ ক্বিয়ামত দিবসের একটি ছোট্ট দৃশ্যের বর্ণনায় মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিবেন, أَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ، مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ، الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ، قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِيْ ضَلَالٍ بَعِيْدٍ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। তার সঙ্গী শয়তান বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত' *(ক্বাফ ৫০/২৬-২৭)*।

বিশ্বজগত সৃষ্টির সূচনা থেকে ধারাবাহিকভাবে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইবলীস বাহিনী বিশাল আকার ধারণ করবে এবং তার দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। কিন্তু সেদিন ইবলীস বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকেই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। সুচতুর ও মিথ্যাবাদী ইবলীস তা সবার আগেই উপলব্ধি করতে পারবে। অতঃপর সংঘাতময় পরিস্থিতির মোকাবেলায় সে তার নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। সেদিন সে যথার্থ সত্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা তার বক্তব্য, মন্তব্য ও অভিমত তুলে ধরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াস চালাবে। ইবলীসের সেই ভাষণ বিশ্বজনগোষ্ঠীর জ্ঞাতার্থেই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। সে (ইবলীস) মিথ্যাবাদী হ'লেও তার অন্তিমকালের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাষণ হবে সঠিক ও সত্য। শয়তানের উক্ত বাণীর সত্যায়নে মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, 'যখন সব কাজের ফায়ছালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা কর না, বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই যারা যালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(ইবরাহীম ১৪/২২)*।

আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের আত্মপ্রকাশ ও সুস্পষ্ট মতবাদ খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। শয়তানের ঐ ভাষণটিই মনে হয় শেষ ভাষণ। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে তাদের চিরশত্রুর পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এবং তাদেরকে সেই শত্রু হ'তে সতর্ক থাকার জন্য স্বীয় কালামে পাকে শয়তান ইবলীসের বহুমুখী বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। স্মরণ করা উচিত যে, শয়তান আমাদের আদি মাতা-পিতাকে জান্নাত হ'তে বহিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই নব উদ্যমে শয়তান আমাদেরকেও ভবিষ্যতে চির শান্তির জান্নাত লাভ হ'তে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিরতিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরের আলোচনায় আকাঙ্ক্ষার উৎসগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হ'তেই আমরা আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি দেখতে পাই। অতঃপর পৃথিবী লয়ের মধ্য দিয়ে তার অবলুপ্তি ঘটবে। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের মহাপ্রলয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এই মহা সংবাদের প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ– 'ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র তোমার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া' *(আর-রহমান ৫৫/২৬-২৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا– 'আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর

প্রশংসায় পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার' *(ফুরকান ২৫/৫৮)*।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ক্বিয়ামতের একাংশে একটা সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছাড়া পৃথিবীতে কোন প্রাণীর নমুনাও থাকবে না। অতঃপর আল্লাহপাক পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল প্রাণীকে জীবিত করবেন। বিচার করবেন এবং আবাসন ব্যবস্থা করবেন। এরপর এখান থেকে আল্লাহ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত সকল আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইবলীসের আকাঙ্ক্ষার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে ইবলীস ও তার অনুসারীরা আকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে শুধু অনুতপ্ত ও আত্মবিলাপ করতে থাকবে এবং একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে। তাদের ঐসব তর্কবিতর্কের বা কথাকাটাকাটির দৃশ্যগুলোও সমগ্র মানব জাতিকে অবহিত করার লক্ষে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিধৃত করেছেন। যেমন-

আল্লাহ বলেন, 'বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়, আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করতে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা প্রতিশোধ নিতে পারে? অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে, আল্লাহ্র কসম! আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব পালনকর্তার সমতুল্য মনে করতাম। আমাদেরকে দুষ্ট কর্মীরাই গোমরাহ করেছিল। অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু' *(শো'আরা ২৬/৯১-১০৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতঃপর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত্ত করবে কি? অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফায়ছালা করে দিয়েছেন। যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূল আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দো'আ কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দো'আ নিস্ফলই হয়ে থাকে' *(মুমিন ৪০/৪৭-৫০)*।

ক্বিয়ামত দিবসের সত্যতায় মহান আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا، إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنتُ تُرَابًا-

'এই দিবস (ক্বিয়ামত) সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবে, হায় আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম' *(নাবা ৩৯, ৪০)*।

আল্লাহ্র ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা কখনও ব্যর্থ হওয়ার নয়। তাই তিনি তাঁর কিছু অন্বেষণকারীকে সাহায্য করেন। ফলে তারা সারা জীবনের বিড়ম্বনা হ'তে আত্মরক্ষা করবে এবং তারা তাদের সারাজীবনের ঘনিষ্ট বন্ধুদের সংশ্রব হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়ে জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা ঐসব ব্যক্তির বিস্ময়কর বক্তব্যটিও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, 'তাদের (জান্নাতীদের) একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও আমরা প্রতিফলপ্রাপ্ত হব? আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে উঁকি দিয়ে তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। সে বলবে, আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হ'লে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হ'তাম। এখন আমার আর মৃত্যু হবে না। আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। নিশ্চয়ই এটা মহাসাফল্য। এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত *(ছাফফাত ৩৭/৫১-৬১)*।

অতঃপর আল্লাহ্র আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারীরা ইবলীসের ছোবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। কেননা ঈমানদার বান্দারা আল্লাহ্র নৈকট্যশীল, তারা সর্বদাই আল্লাহ্র ভয়ে ভীতু থাকে। ফলে তারা শয়তানের অবস্থানকে বহু সুদূরেই মনে করে। কোন কারণে বা কোন সুযোগে শয়তান ঈমানদারদের অন্তরে স্থান পেলেও, তড়িৎ গতিতে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ঈমানদার বান্দারা সুদূর ঊর্ধ্বাকাশের ঊর্ধ্বলোকে অবস্থানরত আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের আশায় অকৃত্রিম ইবাদতে আবদ্ধ থাকে এবং শয়তানের প্ররোচনামূলক আক্রমণ হ'তে মুক্ত থাকার জন্য তাকে (শয়তানকে) বহু হীনমত নিম্নদেশে নিক্ষেপ করে, যাতে সে চির হতাশায় ও নিরাশায় দগ্ধ হয়। এরূপ সাফল্যের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনকারীরাই ক্বিয়ামতের মহাপ্রলয়ের মাঝেও জান্নাত লাভে ধন্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ-

'যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার ঐ সকল বান্দাদেরকে, যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ– 'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত আছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না' *(যুমার ৩৯/২০)*।

একই বিষয়ে প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, 'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার' *(যুমার ৩৯/৭৩-৭৪)*।

বিশ্ববাসীকে অবিনশ্বর পরকালীন জীবনের সুখের ঠিকানা জানাতে গিয়ে কালামে পাকে জান্নাতের বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে এবং এর উত্তরাধিকারীদের পরিচয়ও দেয়া হয়েছে। এখানে আর একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎকর্মীদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহর সমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কতই না উত্তম আশ্রয়' *(কাহফ ১৮/৩০-৩১)*।

আলোচনার এ পর্যায়ে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আকাঙ্ক্ষার মহা ভাণ্ডার হ'তে ইবলীস ও মানবজাতিকে যৎকিঞ্চিত দান করেছেন, যার মধ্যে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ ছিল অন্যতম। কিন্তু শয়তান বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মানুষ উক্ত বিদ্রোহের শিকারে পরিণত হয়। অতঃপর শয়তানের কবল থেকে মানব সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য ব্যাপক উপদেশ ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়েছে। যারা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের মানসে ও জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষায় সেসব উপদেশ মেনে চলবে তারা মুক্তি পাবে। আর যারা কেবল দুনিয়া লাভের আকাঙ্ক্ষায় ঐসব উপদেশ প্রত্যাখ্যান করবে, তারা ব্যর্থ হবে।

আকাঙ্ক্ষার ফলাফল :

আশা-আকাঙ্ক্ষার উপকারিতা, ফযীলত ও ফলাফল অনেক। যদি তা যথাযথ স্থানে ও সঠিক পদ্ধতিতে হয়, তাহ'লেই কেবল এটা প্রভূত ফলদায়ক হয়। এখানে আকাঙ্ক্ষার ফযীলত ও ফলাফলের কয়েকটি দিক উপস্থাপন করা হ'ল-

১. প্রভুর নিকটে বান্দার গোলামী, প্রয়োজন ও চাহিদার প্রকাশ : আল্লাহ্র নিকটে প্রত্যাশা করলে বান্দার দাসত্বের প্রকাশ ঘটে। তেমনি আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও বড়ত্বকে আরো উঁচু করা হয়। আর বান্দা আল্লাহ্র করুণা, রহমত ও কৃপা থেকে চোখের পলকের সমপরিমাণ সময়ের জন্য অমুখাপেক্ষী হ'তে পারে না।

২. আল্লাহ্র নিকটে প্রত্যাশী ব্যক্তি তাঁর প্রিয়তর : বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে প্রিয়তর তারাই যারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর থেকে পাওয়ার আশা করে, তাঁর নিকটেই অনুগ্রহ, করুণা প্রার্থনা করে। কেননা প্রার্থিত বিষয় তিনি দান করতে পারেন এবং তিনিই বান্দার প্রয়োজন পূরণ করেন।

৩. আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে চায়, প্রার্থনা করে, তাঁর কাছে আশা করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। পক্ষান্তরে যে চায় না, তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হন। সুতরাং আল্লাহ্র রোষানল থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে তাঁর নিকটে সব কিছুর জন্য প্রার্থনা করা।

৪. প্রত্যাশা সূক্ষ্ম বিষয়, যা দ্বারা বান্দা আল্লাহ্র পথে চলতে সচেতন হয় : আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বান্দার চাল-চলন উত্তম হয়, আল্লাহ্র দিকে ও হকের পথে থাকতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। আল্লাহ্র পথে সদা অবিচল থাকতে উজ্জীবিত ও জাগ্রত হয়। সুতরাং আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকলে সে এপথে চলে না। পক্ষান্তরে আশাহীন ভীতি বান্দাকে আন্দোলিত ও প্রণোদিত করে না। ভালবাসা তাকে গতিশীল করে, ভীতি তাকে অস্থির করে তোলে আর আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে শানিত ও জাগ্রত করে, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।

৫. আশা-আকাঙ্ক্ষা মুহাব্বতের শীর্ষ চূঁড়ায় উন্নীত করে : বান্দার আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন প্রবল হয় এবং কাঙ্ক্ষিত জিনিস সে লাভ করে, তখন আল্লাহ্র প্রতি তার মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। আর প্রত্যাশিত বস্তু পেয়ে গেলে আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতায় তার শির নত হয়ে আসে এবং আল্লাহ্র প্রতি সে সন্তুষ্ট হয়।

৬. মর্যাদার শীর্ষে উন্নীত হ'তে উজ্জীবিত হয় : এটা হচ্ছে শুকরিয়ার স্থান, যা ইবাদতের সারৎসার। কেননা যখন প্রত্যাশিত বিষয় অর্জিত হয়, তখন তা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করার দাবী করে।

৭. আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসা একে অপরের পরিপূরক : ভালবাসা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে না বরং এতদুভয়ের একটা অপরটাকে দীর্ঘ ও শক্তিশালী করে।

৮. আশা ও ভীতি পরস্পরের জন্য অত্যাবশ্যক : আশার জন্য ভীতি এবং ভীতির জন্য একটা অপরটার সাথে জড়িত। একটা অপরটার জন্য যরূরীও বটে। আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মনে পাওয়ার আশা যেমন থাকে, তেমনি না পাওয়ার ভয়ও থাকে। সুতরাং প্রত্যেক প্রত্যাশী ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে। আবার প্রত্যেক আল্লাহভীরু ব্যক্তি আল্লাহ্র পুরস্কারের আশাও করে।

৯. আশা-আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্র সম্পর্কে ইলমকে বৃদ্ধি করে : তাঁর যাত বা সত্তা, গুণাবলী ও তার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে ও তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে আকাঙ্ক্ষা ভূমিকা রাখে। কেননা প্রত্যাশী ব্যক্তি আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহের মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরী করে। এসবের মাধ্যমে সে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁকে ডাকে।

১০. আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি : আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে বান্দা প্রভুর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী করে। ফলে আল্লাহ বান্দার প্রত্যাশিত বস্তু তাকে দান করেন। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রকাশ, যা বান্দার নিকটে অতীব সুখের, আনন্দের। প্রত্যাশিত বস্তু না পাওয়ার বেদনার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।

১১. আল্লাহ্র যিকর বৃদ্ধি করে : আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রতীক্ষা প্রত্যাশার মধ্যে বিদ্যমান, যা বান্দার অন্তরে আল্লাহ্র যিকরকে আবশ্যক করে। সেই সাথে সর্বদা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর দিকে মনোনিবেশ করে, অন্তরকে তাঁর সন্তোষের দিকে প্রত্যাবর্তিত করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আশার ফলাফল ভয়ের ফলাফলের চেয়ে ভিন্ন নয়। কেননা দু'টিই অর্জিত হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা দ্বারা, তাঁর ইবাদত, আনুগত্য ও সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে। আল্লাহ প্রত্যাশী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য করে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللهِ 'যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে, তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে' *(বাক্বারাহ ২/২১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ 'যে ব্যক্তি রাত্রি কালে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৩৯/৯)*।

পক্ষান্তরে হতাশ ও নিরাশ ব্যক্তির জন্য প্রত্যাশা রাখাই হচ্ছে প্রতিকারের উপায়। আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ আল্লাহ্র অনুগ্রহ হ'তে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। সুতরাং প্রত্যাশার সাথে ভীতি থাকতে হবে এবং সৎ আমলের মাধ্যমে তা পূরণে সচেষ্ট হ'তে হবে। আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় সৎকর্ম ও আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে। সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে সেভাবে কাজ করার তাওফীক দিন- আমীন!

মাসিক আত-তাহরীক
www.at-tahreek.com
নিয়মিত প্রকাশনার ১৭ বছর

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০১৪

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০১৪

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

<< আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হক-এর পথে যত বাধা

(১০) ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলের কারণে শারীরিক নির্যাতন ও হত্যার হুমকি

রাজশাহী বিভাগের নাটোর যেলাধীন সদর থানার বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম। এই গ্রামেরই সন্তান আমরা পাঁচজন। আমি নূর হোসাইন, পিতা- মুহাম্মাদ বাচ্চু প্রধান। বাকী চারজন হচ্ছেন, মুহাম্মাদ জাহিদ হোসাইন, পিতা- মৃত মোত্তালেব খাঁ, আব্দুল বারেক, পিতা-মৃত আব্দুছ ছামাদ ব্যাপারী, মুহাম্মাদ আল-আমীন, পিতা- মুহাম্মাদ আলী ও রবীন, পিতা- শাহীনুর রহমান। আমাদের গ্রামটি সম্পূর্ণ হানাফী মাযহাবভুক্ত। আমরাও সে মোতাবেকই আমল করে আসছিলাম। হুযুর যা বলতেন অন্ধের মত তাই বিশ্বাস করতাম। শিরক-বিদ'আতে আচ্ছন্ন আমাদের সমাজ। মহান আল্লাহ্র অগণিত শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে হক পথের পথিক হিসাবে কবুল করেছেন। আমরা ছহীহ আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞান লাভ করে বুঝতে পারলাম যে, রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের আমল হচ্ছে না। আমাদের ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সব কিছুই যেন ভেজালযুক্ত। অথচ রাসূল (ছাঃ) সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, 'যে কেউ এমন আমল করবে, যার মধ্যে আমার কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত বা বাতিল' *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। ছালাতের ক্ষেত্রে তাঁর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হচ্ছে- 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, ঠিক যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। সেকারণ আমরা হক-এর অনুসন্ধানে ব্রতী হই এবং এদেশের হকপন্থী জামা'আত 'আহলেহাদীছ'-এর সন্ধান লাভ করি।

অতঃপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ছালাতুর রাসূল সহ অন্যান্য আহলেহাদীছ আলেমদের লিখিত বই-পুস্তক পড়ে আমাদের অন্তরচক্ষু খুলে যায়। আমাদের মধ্যে জাহিদ চাচা সবার আগে ২০০৬ সালে আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করেন। তখন তিনি একাই ছিলেন। তেমন বাধার সম্মুখীন হননি। পরবর্তীতে ২০১১ সালে যখন আমরা বাকী তিন জন আহলেহদীছ হয়ে প্রকাশ্যে আমল শুরু করি তখনই দেখা দেয় যাবতীয় সমস্যা। আমাদের উপর নেমে আসে হিমাদ্রি সম বাধা। নেমে আসে মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন।

আমরা গ্রামের মসজিদেই নিয়মিত ছালাত আদায় করি। যখন সশব্দে আমীন বলি, বুকের উপর হাত বাঁধি ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করি তখন অন্যান্য মুছল্লীগণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন ও নানা প্রশ্ন করেন। আল-হামদুলিল্লাহ আমরা দলীল ভিত্তিক জবাব দিলে অনেকে সমর্থন না করলেও চুপ থাকেন ও বুঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাধ সাধে গ্রামের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যারা সাধারণ সরলপ্রাণ মুছল্লীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। নানা অপবাদে আমাদেরকে জর্জরিত করে ফেলে। আমরা শুধু ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করি ও সাধ্যপক্ষে সুযোগ মত বিনয়ের সাথে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি।

এরি মধ্যে আমাদের গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব ওমর ফারূক গত রামাযান মাসের আগের শুক্রবার মাগরিবের ফরয ছালাত শেষে ঘোষণা দেন যে, সুন্নাত পড়ে আপনারা সকলে বসবেন কিছু যরূরী কথা আছে। দেখা গেল যরূরী বিষয় আর কিছু নয়, বিষয় হচ্ছি আমরা। চেয়ারম্যান ছাহেব আমাদেরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন যে, 'তোরা যা শুরু করেছিস, তাতে গ্রামের মুছল্লীদের সমস্যা হচ্ছে। তোরা যে আমল করছিস, তা মিথ্যা। এগুলো ছেড়ে দিয়ে সমাজের সবার সাথে মিলে মিশে চল'। রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে বলেন, 'এটি করা হ'ত ইসলামের প্রথম যুগে, যখন নতুন মুসলমানরা নামাযের সময় হাতের ফাঁকে ও বগলের নীচে মূর্তি রাখত'। আমাদের মধ্য থেকে আল-আমীন হাদীছের রেফারেন্স সহ কিছু কথা বললে কোন জবাব দিতে না পেরে রাগত স্বরে চেয়ারম্যান বললেন, 'তোরা যা পারিস কর'। স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জনাব রুহুল আমীন সর্বৈব মিথ্যাচার করে বলতে লাগলেন, 'এরা জেএমবি, এরা শিবির, এরা কাফের, এরা মসজিদে বোমা মারে। এরা মুছল্লীদের নামাযে সমস্যার সৃষ্টি করে...' ইত্যাদি অনেক কিছু। আমরা শুধু ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করেছি। অতঃপর পরের জুম'আয় ইমাম ছাহেব খুৎবায় আমাদেরকে শয়তান, কাফের, নিম্নশ্রেণীর মুসলিম ইত্যাকার নানান কটুক্তি করে মারাত্মকভাবে বিষোদগার করে।

চেয়ারম্যানের ভাতিজা খোরশেদ মুছল্লীদের বলে যে, নূর হোসাইন যদি বুকে হাত বেঁধে নামায পড়ে তাহ'লে পিছন থেকে লাথি মেরে ফেলে দিবেন। তাতেও না থামলে প্রয়োজনে খুন করব এবং থানায় গিয়ে মামলা করে দিব যে, এরা জেএমবির লোক।

এভাবেই নানা সমালোচনা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে চলতে থাকে আমাদের দিন। উপস্থিত হয় ২০১৩ সালের পবিত্র ঈদুল আযহা। যথারীতি ঈদের ছালাত আদায় করি স্থানীয় ঈদগাহতেই। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী কুরবানীর গোশতের তিনভাগের একভাগ সমাজে প্রেরণ করলে আমাদের গোশত গ্রহণ না করে ফেরত দেওয়া হয়। ফলে সে গোশত আমরা নিজেরাই গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেই। অতঃপর ঈদের পরদিন ১৭ অক্টোবর তারিখে গ্রাম্য পুলিশ দিয়ে শালিস ডাকা হয়। প্রসঙ্গ আর কিছু নয়, আমরা যারা নতুন আহলেহাদীছ হয়েছি তারা। অতঃপর সন্ধ্যা ৭-টায় উপস্থিত হ'লাম। সাবেক চেয়ারম্যান আমাদের বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর আমরা সাধ্যমত জবাব দিতে লাগলাম। আমাদের অপরাধ হচ্ছে বুকে হাত বাঁধা, রাফ'উল ইয়াদায়েন করা, জোরে আমীন বলা ইত্যাদি ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল।

এতে নাকি তাদের ছালাতে সমস্যা হয়। আমাদের মধ্যেকার একজনের পিতা রেগে তার সন্তান সম্পর্কে মজলিসের উদ্দেশ্যে বলেন, 'সে আমার অবাধ্য সন্তান, কু-সন্তান। সে যদি আমার সন্তান হ'ত তাহ'লে আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা যেভাবে নামায পড়েছি, সেও ঠিক সেভাবেই নামায পড়ত। এরা শয়তান, কাফের, এদের জুতাপেটা করতে হবে' ইত্যাদি অনেক কিছু। স্থানীয় আরেক নেতা রূহুল আমীন বলেন, আমরা প্রায় ৪০০ ঘর লোক এক সমাজে বসবাস করি। অথচ এরা ফিৎনা সৃষ্টি করে সমাজকে বিভক্ত করছে। এদের শাস্তি অনিবার্য। একপর্যায়ে চেয়ারম্যান বললেন, 'তোরা যে বই পড়িস সে বইগুলি নিয়ে আয়'। তখন আমরা বঙ্গানুবাদ ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, তাফসীরে ইবনে কাছীর হাযির করলে বলেন, 'এগুলি ইহুদী-নাছারাদের বই। এগুলি খুলবেন না। খুললে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। এরা ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের লোক। এরা সংগঠন থেকে অনেক টাকা পায়'। মিথ্যাচার আর কাকে বলে! দুর্ভাগ্য যে, আমরা কুরআন-হাদীছ থেকে রেফারেন্স সহ বললে সেটা হয় মিথ্যা, আর চেয়ারম্যান কিচ্ছা-কাহিনী বললে সেটা হয় সত্য! নির্বুদ্ধিতা আর কাকে বলে! দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকই নেশাদ্রব্যে আসক্ত। জুয়া-লটারী তাদের নিত্যসঙ্গী। ছালাত-ছিয়ামের ধারে কাছেও এরা নেই। অনেকে শুধু সাপ্তাহিক ও দুই ঈদের ছালাতে অভ্যস্ত। অথচ এদের নিয়ে সমাজ নেতাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। সমাজ রসাতলে গেলেও এ সকল নেতাদের তাতে কিছু আসে যায় না। আর আমরা যারা নিয়মিত মসজিদে জামা'আতের সাথে পাঁচওয়াক্ত ছালাতে অভ্যস্ত, ছহীহ আক্বীদা ও আমলের পাবন্দী, আমাদেরকে নিয়েই তাদের যত মাথা ব্যাথা।

অতঃপর চেয়ারম্যান একপর্যায়ে আমাকে বলেন যে, 'তোর আব্বা আমাদের মত নামায পড়ে, তুই তোর বাবার কথা শুনিসনা কেন'? তখন আমি বললাম, পিতা-মাতার কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক কথা শুনা যাবে। কিন্তু কুরআন-হাদীছ বিরোধী বা শিরক-বিদ'আত ভিত্তিক কোন নির্দেশ মানা যাবে না। উদাহরণ হিসাবে আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা তুলে ধরলাম। তখন হঠাৎ চেয়ারম্যান ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা ছিলেন মুশরেক। তোর পিতা কি মুশরেক? এই বলে তিনি আমার উপর চড়াও হ'লেন এবং উপস্থিত জনতার সামনে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করলেন। পরিবেশ তখন থমথমে। আমার সাথী তিনজনও হতবাক ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি বললেন, তোরা এই গ্রামের সন্তান, এই গ্রামেই থাকতে হবে। এই গ্রামে প্রচলিত হানাফী মাযহাবের তরীকা অনুযায়ীই নামায পড়তে হবে। ইমাম আবু হানীফার কথা মত চলতে হবে। এর বাইরে কোন কিছু মানা যাবে না। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ইমাম আবু হানীফার কথা মানব কি-না? উপায়ান্তর না দেখে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দ্ব্যার্থহীন বাণী إذا صح الحديث فهو مذهبي 'যেটা ছহীহ হাদীছ, সেটাই আমার মাযহাব' *(রাদ্দুল মুহতার ১/৬৭ পৃঃ)* স্মরণ করে স্বীকারোক্তি দেই যে, হ্যাঁ আমরা ইমাম আবু হানীফার কথাই মানব। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফার নির্দেশ অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করব। অতঃপর শালিস থেকে আমাদের মুক্তি মেলে। এই রায়ের মাধ্যমেই তথাকথিত এই শালিস বৈঠক শেষ হয়।

** নূর হোসাইন*
বালিয়াডাঙ্গা, নাটোর।

(১১) যেভাবে হকের দিশা পেলাম!

আমার বাড়ি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার শিবগঞ্জ থানার রসূলপুর গ্রামে। আমরা এখানকার নতুন বাসিন্দা। এ এলাকার একটি মাদরাসা হ'তে দাখিল পাশ করি ২০১০ সালে। তারপর আলিমে ভর্তি হই চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার হেফযুল উলূম কামিল মাদরাসায়। আমি থাকতাম মাদরাসা হোস্টেলে। কয়েক মাস পর আমার পাশের রুমে কয়েকজন ভাই আসলো। খবর নিয়ে জানলাম তারা এ মাদরাসায় কামিলে ভর্তি হয়েছে। সেই ভাইদের সাথে আমার একটা ভাল সম্পর্ক হয়ে যায়। আমি দেখতাম তাদের ছালাত আর আমার ছালাতে অনেক পার্থক্য। আমি তাদেরকে বললাম যে, আপনারা কেন এভাবে ছালাত আদায় করেন? তারা বলে যে, হাদীছ অনুযায়ী এটাই ছালাতের সঠিক পদ্ধতি। আমি অবাক হয়ে গেলাম। তারা আমাকে দাওয়াত দেয় যেন আমিও তাদের মত করে ছালাত আদায় করি। আমি দাওয়াত গ্রহণ করলাম। আমাদের ক্লাশে যে মিশকাত শরীফ পড়ানো হয় তাতে দেখলাম যে এটাই ছালাতের সঠিক পদ্ধতি। তারপর থেকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করা শুরু করি। ঐ ভাইদের কাছ থেকেই জানলাম, আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে। তাদের মোবাইল থেকে আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, মোযাফফর বিন মুহসিন, মুতীউর রহমান মাদানীর বেশ কিছু বক্তব্য সংগ্রহ করি। এই বক্তব্যগুলো শুনার পর আসল হক সম্পর্কে জানতে পারলাম। একদিন বাড়ি এসে আমার গ্রামের একটি ছেলেকে সঠিক ছালাত আদায় করা সম্পর্কে বললাম। আমাদের গ্রামের সকলেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাই সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তারপর তাকে আমি মিশকাত থেকে কয়েকটি হাদীছ দেখালাম। তারপর সে বুঝতে পারে এবং হাদীছ মোতাবেক জোরে আমীন, পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো, বুকে হাত বাধা, রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করা শুরু করে। এক সময় আমরা ফরয ছালাতের পর মুনাজাত করাও ছেড়ে দেই। কিন্তু হানাফী মসজিদের কারণে তারা আমাদের এভাবে ছালাত আদায় করা মেনে নিতে পারে না। তারা জোরে আমীন বলাতে বিরক্ত মনে করে এবং পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোকে মান সম্মানের হানী মনে করে। কিন্তু আমরা

তাদের কথায় কান না দিয়ে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করে যাই। আমরা আমাদের আরেক বন্ধুকে হকের দাওয়াত দিলে সেও তা গ্রহণ করে। ফলে এলাকাবাসী আমাদের উপর ভীষণ রেগে যায়। তারা বলে, আমরা নাকি পাগল হয়ে গেছি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। আমাদের মসজিদের ইমাম আমাদের সম্পর্কে নানা বাজে কথা বলে। একদিন তাকে আমরা হাদীছ দেখালাম। কিন্তু তিনি তা মানলেন না বরং নানা যুক্তি দেখালেন, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে মিলে না। হুযুরের সাথে আমাদের দু'কথা হ'লে এলাকাবাসী আমাদের উপর ভীষণ ক্ষেপে যায়। তারা বলে যে, তোরা কত জানিস যে হুযুরের সাথে তর্ক করছিস। এলাকাবাসী কেউ আমাদের পক্ষে নেই। এলাকাবাসীর কেউ কেউ বলে, আমরা নাকি জঙ্গি, আমাদেরকে নাকি পুলিশে দিবে। আবার কেউ বলে, তোরা এ মসজিদে ছালাত আদায় করতে আসবি না। এলাকার একদল যুবক, যাদের কুরআন ও হাদীছের কোন জ্ঞান নেই তারা আমাদের বিভিন্ন যুক্তি দেখায়। কিন্তু আমরা তাদের কথা না মানার কারণে তারা আমাদেরকে মারার হুমকি দেয় এবং বিভিন্ন বাজে কথা বলে। সবচেয়ে বেশি আমাদের বিরোধিতা করছে ইমাম ছাহেব। সাধারণ জনগণ হয়তোবা না জানার কারণে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। কিন্তু ইমাম ছাহেবতো জেনে বুঝেই করছেন। এখন পরিস্থিতি চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, ছহীহভাবে ছালাত আদায় করাও আমাদের পক্ষে অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। ছালাতের প্রতি ওয়াক্তেই লোকেরা আমাদের অপমান করে। এলাকার মহিলা-পুরুষ কেউই আমাদের মেনে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় আমাদের পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহই আমাদের সহায়। এহেন প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা দৃঢ় মনোবলের সাথে এগিয়ে চলেছি। আল্লাহ আমাদের কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

** তাওহীদুল ইসলাম, নয়ন, পলক*
সাং- শেখটোলা, উপযেলা- শিবগঞ্জ, যেলা- চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

(১২) যেভাবে আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করলাম

আমার নিজ যেলা জামালপুরের পার্শ্ববর্তী শেরপুরে কর্মরত অবস্থায় জনৈক ডাক্তার ফরহাদ হোসাইনের সাথে পরিচয় হয়। তার কাছে গেলে তিনি আমাকে কুরআনের উল্লেখযোগ্য কিছু আয়াত ও হাদীছ পড়তে বলেন। যা পাঠে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহ'লে কি আমরা ভুল পথে আছি? অতঃপর আমি আমার গ্রামের ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম ছাহেব! ছহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডে দেখলাম বুকে হাত বাঁধতে হবে, সশব্দে আমীন বলতে হবে, রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে। কিন্তু আমরা তা করি না কেন? ইমাম ছাহেব তখন আমাকে এই সকল বই পড়তে নিষেধ করলেন। এতে আমার জানার আগ্রহ আরো তীব্র হ'ল। ছহীহ হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল পেয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আমি বুকে হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদায়েন করা, সশব্দে আমীন বলা শুরু করে দিলাম। এক পর্যায়ে গ্রামে গুঞ্জন উঠল আমি নাকি কাদিয়ানী হয়ে গেছি! এসব কথা আব্বা-আম্মার কানেও গেল। আব্বাকে বুঝাতে পেরেছিলাম যে, আমি প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলি না। কিছুদিন পরেই আব্বা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। আব্বাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসী করুন- আমীন! কিন্তু আম্মাকে বুঝাতে পারি না। এক পর্যায়ে বুঝতে পারেন। কিন্তু বলেন, আমার কাছে গ্রামের মানুষের আজেবাজে মন্তব্য যেন না আসে।

সর্বশেষ ঘটনা ঘটে গত ঈদুল ফিতরের ছালাতে। বৃষ্টির কারণে ঈদের ছালাত পড়ছিলাম মসজিদে। আমি প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিলাম, পরের রাক'আতে যখন কিরাতের আগেই পাঁচ তাকবীর দিলাম তখন আমার দুই পাশের দু'জন ছালাতের মধ্যেই যেন কিছু বলবে মনে হ'ল। অতঃপর ছালাত শেষ হ'ল, খুৎবা শেষ হ'ল এবং দীর্ঘ এক মুনাজাত হ'ল। কিন্তু আমি মুনাজাত করি নাই। ছালাত পড়াচ্ছিলেন আমার চাচাত ভাই। সে কউমী মাদরাসায় লেখাপড়া করে। ছালাত শেষ করে বাড়িতে আসলাম। জানতে পারলাম, আমাকে নিয়ে তুলকালাম শুরু হয়েছে, আমার চাচাত ভাইকে লোকেরা বলছে, তোমারই ভাই এভাবে ছালাত আদায় করে, তুমি কিছু বল না কেন? ঐ দিন শুক্রবার আমার সেই ভাই জুম'আর ছালাত আদায় করালো। মসজিদে দু'টি খুৎবা দেওয়ার আগে আরেকটি খুৎবা বাংলায় দেওয়া হয়। সেই খুৎবায় গ্রামবাসীর মন জয় করার হীন মানসে বলল, আহলেহাদীছের নামে যত ইচ্ছা মিথ্যা কথা এবং আমি ভুল পথে আছি বলে খুৎবায় তিরস্কার করল। অতঃপর মসজিদ থেকে বের হয়ে আমার চাচাত ভাইয়ের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সে বলে, হাত বাঁধার নিয়ম বুকের উপরেও আছে, নাভির নিচেও আছে। নাভির নিচে রাখাই ছহীহ। তখন আমি বললাম, তোর মা অর্থাৎ আমার চাচী বুকে হাত বাঁধে কেন? সে বলে, মেয়েরা বুকে হাত বাঁধবে। তখন আমি বললাম, আমার দু'টি প্রশ্ন- (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোথায় বলেছেন, পুরুষরা নাভির নিচে হাত বাঁধবে, আর নারীরা বুকে বাঁধবে। (২) ঈদের তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কে ইবনু মাজাহ ও আবূদাঊদে ৩০টি হাদীছ দেখালাম, তুই আমাকে একটি হাদীছ দেখাবি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন? গ্রামবাসীর কাছেও প্রশ্ন দু'টি দেওয়া আছে প্রায় এক মাস হয়ে গেল। কোন উত্তর আজো পাইনি। আমি বলেছি, সঠিক উত্তর দেখাতে পারলে মেনে নেব। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!!

** মুহাম্মাদ এনামুল হক*
বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

কোয়েটার ঈদস্মৃতি

*-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

এ বছর কুরবানী ঈদের কথা। ঈদের ২ সপ্তাহ পূর্বে ইসলামাবাদ নেমেছি। দেশের বাইরে এই প্রথম আসা। সবকিছুই মনে হয় নতুন। চোখের তারায় খেলা করে সদ্য শৈশবউত্তীর্ণ কৈশোরের কৌতূহল। সবকিছুকে নিজ দেশের অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করার চেষ্টা। এমনকি রাস্তার পার্শ্বে অবহেলায় পড়ে থাকা ঝোপজঙ্গলগুলোও নযর এড়ায় না। প্রতিটা মুহূর্তই যেন উপহার দিতে থাকে নিত্য নতুন বিস্ময়। তবে আসল বিস্ময়ের পালা শুরু হয়েছিল ঢাকা বিমানবন্দর থেকেই। ৩০শে সেপ্টেম্বর'১৩ সোমবার দুপুরে আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের সবার উপস্থিতিতে বিদায় নিচ্ছি...অথচ আনন্দঘন কিংবা দুঃখঘন, কোন অনুভূতিই টের পাচ্ছি না। কেবলই ভয় হচ্ছে ইমিগ্রেশনে কোন ঝামেলা করে কি-না। পাকিস্তানের নাম শুনলে তো সারা বিশ্বেরই পিলে চমকায়। তার উপর বাংলাদেশ। পরিস্থিতি কেমন তা তো বলাই বাহুল্য। চেক-ইন করার পর বোর্ডিং কার্ড হাতে পেলাম। সেখান থেকে বিমানবন্দরের স্টাফ আবুবকর ভাই আমাকে ইমিগ্রেশনে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ইমিগ্রেশনে বেশ কয়েকটি কাউন্টার। সেখানে বসে থাকা অফিসারদের চেহারা পড়ার চেষ্টা করছি। যাদেরকে দেখে আশ্বস্ত হওয়ার মত তাদের সামনে প্রচুর ভীড়। অপেক্ষা করছি। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। এমন সময় একজন অফিসার ফাঁকা হ'লেন। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে মনে হ'ল আমাকে আটকানোর জন্যই বুঝি তার নিয়োগ পাওয়া। চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চোখের কোনে ধরা পড়ল তিনি আমার দিকেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ইশারা পরিষ্কার। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়। অবশেষে দ্বিধা ঝেড়ে কম্পিত পদে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি কাগজ-পত্র মনোযোগ দিয়ে দেখছেন আর আমি খুঁজছি 'পাকিস্তান' শব্দটা দেখে তাঁর চেহারায় কোনরূপ কুঞ্চনরেখা দৃশ্যমান হয় কি-না। বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে সবকিছু দেখে তিনি কেবল জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন? আমি স্বাভাবিকভাবেই জওয়াব দিলাম। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে ছবি তোলার পর পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়ে দিলেন। এত সহজে ব্যাপারটা হয়ে গেল যে, আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। বুক থেকে যেন বিরাট এক পাথর নেমে গেল। *আলহামদুলিল্লাহ*। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মন থেকে অফিসারকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। এতক্ষণে আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। সামনে এগুলাম। 'পিআইএ'র কাউন্টারের সামনে দেখি লম্বা লাইন। ফ্লাইটটি মূলতঃ দুবাই যাবে। মাঝখানে করাচিতে ট্রানজিট। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বোর্ডিং পাস চেক করিয়ে তারপর ডিপার্চার লাউঞ্জে বসলাম। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিমানবন্দরের বিশাল রানওয়ে। আর অনাবাদী পতিত ভূমির মত পড়ে থাকা বিবর্ণ ধূসর টার্মিনাল গ্রাউণ্ডে যাতায়াত করা বিমানগুলোকে মনে হচ্ছে যেন চরে বেড়ানো কিছু ঘাস ফড়িং। পিআইএ'র পিকে-০২৬৭ বোয়িং ৭৭৭ জেট এয়ারবাসটি তখন পার্কিং-এ চলে এসেছে। শীঘ্রই এনাউন্স হ'ল। ছোট্ট টানেল অতিক্রম করে ৩৯৩ জন যাত্রী বহন ক্ষমতাসম্পন্ন বিমানটিতে উঠে বসলাম। বিজনেস ক্লাসের পরের কম্পাউন্ডেই সীট পড়েছে। তবে জানালার ধারে না হওয়ায় একটু হতাশ হ'লাম। যাত্রী উঠার পরও বিমান ছাড়তে বেশ লেট হচ্ছে। সেই ফাঁকে প্রিয়জনদের সাথে আরেকবার কথা বললাম মোবাইলে। বেলা দেড়টার সময় প্লেন টেক অফের জন্য মুভ করা শুরু করল। ট্যাক্সিং-এর পর রানওয়েতে এসে প্লেন ক্ষণিকের জন্য থামে। তারপর ইঞ্জিন সবগুলো পূর্ণ চালু করে দিয়ে প্রবল গতিতে ধেয়ে যায় টেকঅফের জন্য। এ সময় গতি থাকে সাধারণতঃ ঘন্টায় ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশী। এই সময়টিই সবচেয়ে উপভোগ্য। প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন হয়ে একসময় বিশালদেহী যানটি ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে ভূমির মায়া ছেড়ে উড়াল দিল দিগন্তের পানে। তারপর হেলেদুলে কোলাহল মুখর রাজধানী ঢাকার আকাশ চিরে ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল দূরে...বহুদূরে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হ'তে লাগল নিচের যমীন।

সামনের টিভিপর্দায় প্রতি মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে বিমানের গতি ও অবস্থান। ঘন্টাখানেকের মধ্যে বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতা। কলকাতা হয়ে আহমেদাবাদ আর কত জানা-অজানা শহর-বন্দরের উপর দিয়ে চলতে লাগল বিমানটি। মাঝখানে টয়লেটে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমাদের কুমিল্লার এক ভাইয়ের সাথে। তিনি দুবাই যাচ্ছেন। গত রামাযানে কুমিল্লায় সাংগঠনিক সফরে গিয়ে তার সাথে দেখা হয়েছিল। অনেকক্ষণ গল্প-গুজব হ'ল তাঁর সাথে। বিমানে অনেক সীটই ফাঁকা ছিল। তাই শেষ ঘন্টায় জানালার পাশে এক ফাঁকা সীটে বসলাম। নীচে মেঘের অপরূপ শ্বেত শুভ্র সাগর। সেই সাগরের ফাঁক গলে মাঝে মধ্যে দৃশ্যমান হচ্ছে যমীনের পটভূমিকায় ছবির মত আঁকানো ফসলের ক্ষেত আর নদী-নালা। উপরের আসমান কেবলই ধূসর, কখনো বা লালচে গোলাপী। যমীন ও আসমানের মাঝে এক সুস্পষ্ট ভেদরেখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেঘের প্রাচীর। তিন ঘন্টা পর বিকাল সাড়ে চারটায় করাচীর কাছাকাছি আসার পর বিমান নামতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হ'তে শুরু করে নীচের পৃথিবী। আরব সাগরের তীরে করাচী শহর। তবে বিমান থেকে সাগরের দৃশ্যটি দেখা গেল না। কেবল চোখে পড়ল সিন্ধু নদ ও সিন্ধু অববাহিকার লালচে ধু ধু ময়দান। তারপর মুহূর্তকালের জন্য করাচী শহরটা খুব কাছ থেকে এক নযর দেখার সুযোগ দিয়ে বিমান ল্যাণ্ডিং পজিশনে চলে আসল। একটু পরেই ল্যাণ্ড করল। তারপর রানওয়েতে অনেকটা ঘুরে এসে দাঁড়িয়ে গেল জিন্নাহ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট টার্মিনালে। এয়ারপোর্টে নেমে ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে বেল্ট থেকে লাগেজ নামালাম। তারপর দ্রুত ডমেস্টিক টার্মিনালে চলে আসলাম। চেক-ইন করানোর জন্য দোতলায় উঠতেই এক মুরব্বী গোছের কর্মচারী গায়ে পড়ে খুব সহযোগিতা করার চেষ্টা করলেন। ইসলামাবাদ যাব শুনে আমার ট্রলি ঠেলে কাউন্টার পর্যন্ত নিয়ে আসলেন। তারপর লাগেজ চেক-ইন করিয়ে কাউন্টার থেকে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে বের হচ্ছি এমন সময় মুরব্বী আবার হাযির। ১০০ টাকা চেয়ে বসলেন। আবার পরিচয়ও দিলেন যে, আমিও বাঙ্গালী। ঝাড়ি দিয়ে কিছু বলব ভাবছিলাম। কিন্তু তার চেহারা দেখে মায়াই হ'ল। সাথে সাথে আফসোস লাগল দেশের বাইরে এসেও বাঙ্গালীর স্বভাব-চরিত্র এতটুকু বদলায়নি দেখে।

ওয়েটিং লাউঞ্জে ঢুকে শুনি বিমান ঘন্টাখানেক লেট। এই ফাঁকে আছর ও মাগরিব ছালাত আদায় করে নিলাম। তারপর ইসলামাবাদে একটা মেসেজ পাঠালাম এক পাকিস্তানীর মোবাইল থেকে। সন্ধ্যা ৭-টার সময় এনাউন্স হ'ল। পিআইএ'র এই ডোমেস্টিক ফ্লাইটটি বেশ ছোট। সীট এবারো পড়ল মাঝের সারিতে। প্রায় শ'খানেক যাত্রী নিয়ে বিমান উড়াল দিল ৭-টার কিছু পরে। নীচে সন্ধ্যার পর ঝলমলে করাচী শহরটা দেখাচ্ছিল দারুন।

* *ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।*

প্রায় ২ ঘন্টার যাত্রা। রাতের আকাশে দেখারও তেমন কিছু নেই। তাই দু'ঘন্টা সময় পেপার পড়ে আর নাশতা করেই কাটিয়ে দিলাম। ঠিক ৯-টার সময় রাওয়ালপিণ্ডির বেনযীর ভুট্টো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল বিমান। নামার পর এরাইভ্যাল লাউঞ্জে ঢুকে বেল্ট থেকে লাগেজ উদ্ধার করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হ'ল। চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া ধূলোয় ধুসরিত ব্যাগটি যে আমারই তা প্রথমে ধরতে পারিনি। পরে বেল্ট ফিরে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসতে হ'ল। বাইরে বের হয়ে দেখি আমার নাম বাংলায় লিখে দাঁড়িয়ে আছে ইসলামিক ইউনিভার্সিটির একমাত্র বাঙ্গালী হাবীব ভাই এবং তার পাকিস্তানী বন্ধু আব্দুল কাইয়ূম ভাই। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। লম্বা সালাম ও কোলাকুলি হ'ল। এ সময় আতিফ ভাইও এসে উপস্থিত হ'লেন। জানতাম তিনি রিসিভ করতে আসবেন। তবে তিনি যে স্বয়ং পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামী শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সংস্থা 'আল-হুদা ইন্টারন্যাশনাল'-এর পরিচালক ড. ফারহাত হাশেমীর জামাই তা আমার জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ পরিচয়ে তিনি কেবল বললেন, আমি আল-হুদা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দায়িত্বে আছি। হাবীব ভাই তাকে বলল, 'আমরা তো তাকে নিতে এসেছি। আর বাঙালী মানুষ, আমাদের সাথে থাকলেই তার সুবিধা হবে'। আতীফ ভাই বললেন, 'কিন্তু আমি তো আল-হুদায় সবকিছুর এনতেযাম করে রেখেছি'। আমি তো পড়লাম বেকায়দায়। শেষে উর্দূতে তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্ত হ'ল হাবীব ভাইয়ের সাথে যাওয়ার। আতিফ ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওয়ানা হ'লাম ইসলামাবাদের দিকে। রাত ১০টার দিকে পৌঁছে গেলাম এইচ-৭ এলাকায় ঠিক ফয়ছাল মসজিদের পার্শ্বেই অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ওল্ড স্টুডেন্ট হোস্টেল 'কুয়েত হোস্টেলে'।

শুরু হ'ল ইসলামাবাদে আমার নতুন যিন্দেগী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাজ এবং প্রশাসনিক অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে প্রায় ২ সপ্তাহ চলে গেল। এরই মধ্যে ঈদের ছুটিও চলে আসল। প্রায় ১০ দিন ছুটি। শুরু হ'ল ইসলামাবাদে আমার নতুন যিন্দেগী। ইসলামাবাদে সে সময় অবস্থান করছিল আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় শাহীন। আমারই সমবয়সী ও ছোটবেলার খেলার সাথী। বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার বোলান মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা শেষে সেখানেই এক মেডিকেলে সে ডাক্তার হিসাবে কাজ করছে। ইসলামাবাদে এসেছিল ভিসা সংক্রান্ত কাজে। ভিসার কাজ শেষে কোয়েটা ফিরে যাওয়ার পূর্বে আমাকে কোয়েটা সফরের দাওয়াত দিল। সামনে ঈদের ছুটি বলে আমিও সাগ্রহে সাড়া দিলাম।

নির্ধারিত দিন তথা ১২ অক্টোবর ভোরে রাওয়ালপিণ্ডির ফায়যাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে লাহোরের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হ'লাম 'স্কাইওয়েজ' কোচে। পাকিস্তানের বিখ্যাত 'মটরওয়ে' ধরে ইসলামাবাদ থেকে লাহোর প্রায় ৫ ঘন্টার পথ। ৪ লেনের সুপ্রশস্ত এই মটরওয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল, এর যে কোন স্থানে যুদ্ধ বিমান ল্যাণ্ড করতে পারবে। ভারতের সাথে টেক্কা দেয়ার আয়োজনটা যে বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন করে রেখেছে পাকিস্তান, তার কিছুটা অনুমান করা গেল।

দুপুর ১-টা নাগাদ লাহোর পৌঁছে গেলাম। শান্ত, পরিচ্ছন্ন ইসলামাবাদ শহরের পুরোটাই বিপরীত লাহোর সিটি। সংক্ষিপ্ত দেখায় ময়লা-আবর্জনা, ট্রাফিক জ্যাম, ঘনবসতি সবকিছু মিলিয়ে উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি লাহোরকে ঢাকা শহরের চেয়ে বেশী দুর্দশাগ্রস্ত মনে হ'ল। এমনকি শহরের একপাশ দিয়ে সিন্ধু নদের যে শাখাটি বয়ে গেছে তার দশাও ঠিক আমাদের বুড়িগঙ্গার মতই। ঐতিহ্যবাহী লাহোর রেলস্টেশন থেকে 'কোয়েটা এক্সপ্রেস' ধরে আমাদের যাত্রার পরিকল্পনা। ঈদের সময় বলে ট্রেনে কোন সীট ছিল না। তাই শাহিনদের মেডিকেল কলেজের জুনিয়র একটি ব্যাচ শিক্ষা সফর শেষে ঐ ট্রেনেই ফেরৎ যাচ্ছিল, তাদের সহযাত্রী হ'লাম আমরা। বিকাল ৫-টায় ট্রেন ছাড়ল। ২৪ ঘন্টার লম্বা জার্নি। তবে একই সাথে সবাই এক বগিতে থাকায় পারস্পরিক গল্প-গুজবে সময়টা খুব ভালই কাটল। ওরা অধিকাংশই ছিল বালুচ। তাই বেলুচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা শোনার সুযোগ হ'ল। পাঞ্জাবীদের প্রতি দেখলাম তাদের অধিকাংশেরই চরম ক্ষোভ। এ ক্ষোভটা যে সম্পদের অসমবণ্টনের অভিযোগের চেয়ে অধিকতরভাবে জাতিগত বিদ্বেষপ্রসূত, তা স্পষ্টই অনুভূত হ'ল। ইসলামাবাদেও দেখেছি পাঞ্জাবীদের মধ্যে নিজেদের জাতীয়তা নিয়ে একটা বিশেষ গর্ববোধ কাজ করে। বহু জাতি আর বহু গোষ্ঠীর দেশ পাকিস্তান। জাতীয়তা নিয়ে এত বিভেদের মধ্য দিয়েও দেশের অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখা শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে যে কতটা কঠিন তা কিছুটা হ'লেও অনুভব করা যায়। যাইহোক আমি বাংলাদেশী জেনে ওরা আমাকে যেন অতি আপনজন ভেবে নিল। কারণ বাংলাদেশও একসময় পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে গেছে। রাতে ওরা নিজেদের স্লিপিং বেড ছেড়ে দিয়ে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিল। ফলে ঘুমের কোন সমস্যা হয়নি। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি ফয়ছালাবাদ, ভাওয়ালপুর হয়ে আমরা সিন্ধুর প্রসিদ্ধ সাক্কার যেলা অতিক্রম করছি। কিছুক্ষণ পরই সামনে পড়ল উপমহাদেশের বিখ্যাত নদ সিন্ধু আর তার উপর সুদৃশ্য আইয়ুব রেলওয়ে ব্রীজ। সেই ছোট থেকেই সিন্ধু নদের বিপুল যশ-খ্যাতি শুনে তার প্রতি ভিতরে ভিতরে যে বিরাট শ্রদ্ধাবোধ তৈরী হয়েছিল তা আজ যেন হঠাৎ উবে গেল। ঘোলা পানি ও আর প্রস্থে আমাদের পদ্মা ও যমুনার অর্ধেক এই সিন্ধু নদের সাথে আমার কল্পনার সিন্ধু নদের যে যোজন যোজন ফারাক। অনেকটা আশাহত হলাম। তারপর সাক্কার শহর পার হয়ে গ্রামের পথে যাত্রা শুরু হতেই আবিষ্কার করলাম আমার বাংলাদেশ। সাত সকালে কাঁচা সূর্যের মিষ্টি আলোয় সেই বাংলার সবুজ ধানক্ষেত, বাংলার বক-ফিঙে-শালিক, বাংলার লাল শাপলারা ফিরে এসে কি যে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল, তা অবর্ণনীয়। সিন্ধু প্রদেশ ধান ও গমের জন্য বিখ্যাত। সিন্ধু নদের প্রভাবেই এখানে চারিদিকে এত সবুজের ছড়াছড়ি। দুপুর নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম বেলুচিস্তানের খারান মরুভূমিতে। মরুভূমির দৃশ্য আগে কখনও বাস্তবে দেখিনি। মাইলের পর মাইল ধু ধু বিরাণ বালুকাময় পাথরমিশ্রিত ভূমি। দিগন্ত রেখায় নিঃসীম শূন্যতা। কখনও কখনও দেখা যায় কাটা-গুল্ম কিংবা কাশফুলের ঝাড়। দূরের পাথুরে রুক্ষ পাহাড়ে দেখা যায় দুম্বা ও ভেড়ার সারি। কখনও ছবিতে দেখা আরব মরুর সেই বিখ্যাত সারিবদ্ধ হয়ে হেঁটে চলা উটের পাল জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। কখনও গাধা বা খচ্চরের বাহনে অলস বসে থাকতে দেখা যায় বেদুইন দুম্বাপালকদের। ঠা ঠা শুষ্ক মরু তেপান্তরে বেদুঈনদের দু'চারটা তাঁবুরও দেখা মেলে। কিভাবে জীবন ধারণ করে এরা! আমি অপলক তাকিয়ে থাকি। নিজের অজান্তেই কল্পনায় ভেসে আসে শি'আবে আবু তালেব, বদর, ওহোদ, খন্দকের যুদ্ধের দৃশ্য। এমন ভয়ংকর মরুভূমিতেই তো ছাহাবীগণ না খেয়ে না দেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বাজি রেখে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে গেছেন। কল্পনায় একে একে ভাসতে থাকে ইতিহাসের নানা দৃশ্য। সেই বিরাণ মরুভূমির পথ অতিক্রম করে আমরা যখন সিবি পৌঁছলাম তখন বেলা ২-টা।

সিবি থেকে কোয়েটা পর্যন্ত সংযোগ সড়কটিই বিখ্যাত বোলান পাস। পশ্চিম বেলুচিস্তানের টোবা কাকার রেঞ্জের এই পাহাড়ী পথটি সিবি থেকে সড়ক ও রেলপথ দ্বারা কোয়েটা পর্যন্ত সংযুক্ত। দক্ষিণ এশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের সংযোগ সড়ক হিসাবে শত শত বছর ধরে ব্যবসায়ী, সৈন্যদল এবং পর্যটকরা এই পাসটি ব্যবহার করে আসছে। সম্ভাব্য রুশ হামলা প্রতিরোধের জন্য ১৮৭৬ সালে সর্বপ্রথম বৃটিশরা এখানে রেলওয়ে স্থাপনের পরিকল্পনা করে এবং ১৮৯৭ সালে তা সম্পন্ন হয়। এ সময় পাহাড়ের নীচে সুড়ঙ্গ কেটে নির্মাণ করা হয় মোট ১৭টি টানেল। সবচেয়ে দীর্ঘ টানেলটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই কি.মি. (১৭০০মি.)। ১৪১ কি.মি. দীর্ঘ এই বোলান পাস রেলপথটি শুরু হয়েছে সিবি থেকে, যার উচ্চতা সী লেভেল থেকে ৪৩৫ ফুট উঁচুতে। আর কোয়েটার কিছু পূর্বে কোলপুর স্টেশনে এর উচ্চতা দাঁড়িয়েছে ৫৮৭৪ ফুট। এভাবে ক্রমশ উঁচূ হয়ে উঠে যাওয়া এই সুদীর্ঘ পথটি অতিক্রম করতে ট্রেনের পিছনে সেট করতে হয় অতিরিক্ত আরেকটি ইঞ্জিন। দীর্ঘ যাত্রার প্রায় পুরোটা পথে একপার্শ্বে শুকিয়ে আসা পাথুরে বোলান নদীর নীল-সবুজ হাতছানি, অপর পার্শ্বে জীবন্ত ভাস্কর্যের মত দাঁড়িয়ে থাকা খাড়া উঁচু পাহাড় ঘেঁষে ইতিহাসখ্যাত বোলান হাইওয়ে। নিজেকে সাক্ষী রেখে এই গিরিখাতটি অতিক্রম করার সময় কি যে এক শ্বাসরুদ্ধকর থ্রিলিং অনুভূতি হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনাতীত।

লাহোর থেকে ঠিক ২৪ ঘন্টা জার্নির পর ১৩ই অক্টোবর বিকাল ৫-টায় আমরা শতবর্ষের পুরোনো কোয়েটা রেলস্টেশনে এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বারুরী রোড সংলগ্ন বোলান মেডিকেল কলেজের পার্শ্বেই ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে এসে উপস্থিত হ'লাম। আফ্রিকান, ফিলিস্তীনী, জর্দানী, নেপালী, কাশ্মীরী ও বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন দেশের শ'খানেক ছাত্র এই হোস্টেলে আছে। কোয়েটায় অবস্থানকালীন দিনগুলিতে এই হোস্টেলেই ছিলাম।

এবার ঈদ প্রসঙ্গে আসা যাক। ঈদের আগের দিন আব্দুল বাছীর ভাইকে ফোন দিলাম। ইসলামাবাদে তিনি আমার খুব ঘনিষ্ট সালাফী বন্ধু। তবে তার পৈত্রিক নিবাস এই কোয়েটাতেই। এখানকার সবকিছু তার জানার কথা। তিনি জানালেন শহরের মধ্যে ২টি আহলেহাদীছ ঈদের জামা'আত হয়। একটি 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ' পরিচালিত এবং অপরটি জামা'আতুত দা'ওয়া' কর্তৃক পরিচালিত। ২টা মোবাইল নাম্বারও দিলেন। কিন্তু মোবাইলে যোগাযোগ করে লাভ হ'ল না। পশতু ঢঙের উর্দূ আমি কিছুই বুঝলাম না, তারাও ইংলিশ বোঝেন না। পরে আব্দুল বাছীর ভাই তাদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে মেসেজ করে দিলেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে আকরাম হাসপাতালের পার্শ্বস্থ ইনছাফ কার পার্কিং-এ ঈদ জামা'আতের আয়োজন করা হয়েছে। সকালে উঠে প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু শাহীনের বন্ধুরা শহরমুখো যেতে বার বার নিষেধ করল। শাহীন নিজেও ভয় পাচ্ছে। কোয়েটা শহর এমনিতেই জঙ্গি হামলাপ্রবণ এলাকা। আর বিশেষ উপলক্ষগুলোকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি, খুনখারাবি বেড়ে যায়। এফসি (Frontier corps) ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ২৪ ঘন্টা সারা শহর টহল দিচ্ছে, তবুও এর কোন বিরাম নেই। যাইহোক ওদের নিষেধ স্বত্ত্বেও আমি কোয়েটার আহলেহাদীছদের দেখে যাওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলাম না। শাহিনকে নিয়ে অনেকটা জোর করেই রওয়ানা হ'লাম। সকাল ৮-টায় জামা'আত। মাত্র ১৫ মিনিট সময় হাতে ছিল। রাস্তায় উঠেই সিএনজি পেয়ে গেলাম। ফাঁকা রাস্তায় একটানে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। শহরের নির্মীয়মান নতুন ফ্লাইওভারের ঠিক পার্শ্বেই কার পার্কিং-এর অভ্যন্তরে ঈদ জামা'আতের আয়োজন। মহিলাদের জন্য সেখানে আলাদা ব্যবস্থা। এই শহরে আর কোথাও কোন মসজিদ বা ঈদ জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। কেবল আহলেহাদীছ জামা'আতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঈদের মাঠে প্রবেশের সময় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রীতিমত ভড়কে দেয়ার মত। এমনকি খত্বীব ছাহেবকে ঘিরেও সিভিল পোষাকে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রধারীরা। ঈদ ছালাতে অংশগ্রহণ করল নারী-পুরুষ মিলিয়ে সহস্রাধিক মুছল্লী। উর্দূ ভাষায় জ্বালাময়ী খুৎবা দিলেন খত্বীব ছাহেব। বিষয়বস্তু কুরবানী থেকে শুরু করে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের করণীয় পর্যন্ত গড়ালো। ছালাত শেষ হ'লে আমরা খত্বীব ছাহেবের সাথে দেখা করলাম। বর্তমানে তিনি কোয়েটা জামা'আতুদ দাওয়াহ'র আমীর। নাম মুহাম্মাদ আশফাক। বাংলাদেশ থেকে এসেছি জেনে তাদের মারকাযে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন এবং ঠিকানা বলে দিলেন। আমি যাওয়ার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু শাহীন এবার চরমভাবে বেঁকে বসল, আর রিস্ক নিতে রাযী নয় সে। অস্ত্রধারীদের তৎপরতা দেখে আমিও সে চিন্তা বাদ দিলাম। হোস্টেলে ফেরার পথে দেখলাম সারা শহর সুনসান। ঈদের দিন হ'লেও শহরে ঈদের কোন আমেজ টের পাওয়া গেল না। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে কোন উৎসবের দিন এখানে সবচেয়ে বেশী ভয়ের দিন। কেননা এদিন কোন না কোন অঘটন ঘটবে এটাই নাকি স্বাভাবিক। হোস্টেলে ফিরে দেখলাম সবাই ছালাত শেষ করে চলে এসেছে। আফ্রিকানরা হোস্টেলের মধ্যেই দুম্বা যবেহ করে কাটা-বাছা শুরু করেছে ইতিমধ্যে। বাঙালী আযীযের রুমে আমরা তিন বাঙ্গালী, ২ কাশ্মীরী আর ২ নেপালী মিলে রান্নার আয়োজন শুরু করলাম।

আগের দিনই কোয়েটার প্রসিদ্ধ লিয়াকত বাযার ও জিন্নাহ বাযার থেকে ঈদের কেনাকাটা করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ ওদের রান্নাবান্নায় সঙ্গ দিয়ে আমি ক্ষান্তি দিলাম। ওদের হৈ-হুল্লোড়ে ঈদের আমেজটা টের পাওয়া যাচ্ছিল ভালই। কিন্তু দেশের কথা মনে পড়ে আর ভাল লাগল না। বাইরে এসে দেশে আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলে নিঃসঙ্গতা কাটানোর চেষ্টা করলাম। কেবল দেশের বাইরেই নয়, পরিবারের বাইরেও এই প্রথম ঈদ। খারাপ তো লাগবেই। রান্নার কিছুটা দেরি দেখে একাকী বাইরে বের হ'লাম। কোয়েটার ঈদটা কি সত্যিই এতটাই শান্ত, অনাড়ম্বর? আশ-পাশের পাড়াগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এই ঈদের দিনও গলির মোড়ে মোড়ে অস্থায়ী ব্যারাকে এফসির সতর্ক প্রহরা। এদের বাড়িঘরগুলো বাইরে থেকে প্লাস্টার করে না। তাই কোটিপতির বাড়িও বাইরে থেকে নিতান্ত সাধারণই মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায় রীতিমত জান্নাত তৈরী করে রেখেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এমনই এক বাড়ির মালিকের সাথে দেখা হ'ল। মুরব্বীকে জিজ্ঞেস করলাম, হাজীসাব! এখানকার মানুষ কোরবানী করে কোথায় (এখানে মুরুব্বীদের হাজীসাব বলে সম্বোধন করা হয়, হজ্জ না করা সত্ত্বেও)? কোথাও তেমন সাড়া দেখছি না। তিনি আমার বাংলাদেশী পরিচয় জেনে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখি এলাহী কারবার! ৮টি দুম্বা যবেহ করা হয়েছে এক বাড়িতেই। পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেকের জন্য একটা। মুরব্বী খুব আগ্রহভরে সব দেখালেন আর বসিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ছেলেমেয়েরা কোথায় কি করে শুনালেন। জিজ্ঞেস করলাম, এত সুন্দর ইংলিশ কিভাবে শিখলেন। তিনি বললেন, আমরা বালুচরা ব্যবসায়ী জাতি। ব্যবসার প্রয়োজনে আমাদের অনেক ভাষাই শিখতে হয়। বর্ডার এলাকা বলে এখানকার মানুষ অধিকাংশই ইংলিশ জানে। তারপর ট্র্যাডিশনাল বালুচদের মত দুপুরে খেয়ে যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলেন। অবশেষে

নানা অজুহাত দিয়ে এক কাপ গাহওয়া (কফি) পান করে বিদায় নিলাম। বালুচ, পাঠানদের আতিথেয়তা নিয়ে অনেক গল্প শুনেছি। পাকিস্তানে এসেও বিভিন্ন জায়গায় তার পরিচয় পেয়েছি। তবে কোয়েটা এসে শুনলাম ভিন্ন কথা। মেডিকেল পড়ুয়া আযীযের মতে, বাঙ্গালীরা দাওয়াত দিলে সাধারণতঃ অন্তর থেকেই দেয়। কিন্তু এখানে বিষয়টা অনেকটা ট্র্যাডিশনাল। অর্থাৎ মেহমানকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা এটা এদের স্বভাবজাত। তার অর্থ এই নয় যে, দাওয়াত কবুল করতে হবে। এমনকি 'কসম সে', 'দিল সে' বলে চাপাচাপি করলেও, সেক্ষেত্রে শুকরিয়া বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নেয়াই নাকি এখানকার ভদ্রতা। তাই ব্যাপারটা যতটা না আন্তরিক তার চেয়ে বেশী ফরমাল এবং লোক দেখানো ভদ্রতা।

যাইহোক বেরিয়ে এসে অলি-গলি ঘোরার সময় দেখলাম বাড়ি-ঘরের বন্ধ দরজা দিয়ে রাস্তায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ঢাকার রাস্তাগুলোয় যে দৃশ্য দেখা যায় ঈদের সময়। এতক্ষণে বোঝা গেল কুরবানী চলছে সব বাড়ির ভিতরেই। পাড়া থেকে বেরিয়ে আসার পর বিশাল খেলার মাঠে দেখলাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়েছে। আমাদের দেশের মত নানা পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে আনন্দ করছে। ফেরিওয়ালারা ঘুরছে সেই বেলুন, সেই বেতের বাঁশি নিয়ে। বাহ, ঈদ তাহ'লে হয় এখানে! এতক্ষণে মনে হ'ল ঈদ হচ্ছে আজ। সাজানো উট ও ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে একদল লোক। সেসব উট আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিশুরা। ওদের দেখাদেখি প্রথমবারের মত আমিও উটে চড়ার সুযোগটা কাজে লাগালাম। কোয়েটায় নানা জাতের মানুষের বসবাস। বালুচ থেকে শুরু করে পার্সী, তাজিক, আফগান মুহাজির, শী'আ হাজারা এরূপ নানা জাতির উপস্থিতি দেখা যায়। চেহারা দেখেই মুহূর্তের মধ্যেই বোঝা যায় সেই বিভিন্নতা। এই মাঠের উপস্থিত শিশুদের মধ্যে তাই দেখছি বিপুল বৈচিত্র্য। একেকজন যেন একেকটা জাতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। খুব ভাল লাগছিল এই শিশুদের মেলাটি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, এরূপ একটি স্থানেও প্রাপ্ত বয়স্কা কোন নারীর ঘোরাফিরা নেই। যে ক'দিন কোয়েটায় ছিলাম, বেপর্দা কোন মহিলা চোখে পড়েনি। মজার ব্যাপার হ'ল, এখানকার মহিলারা আমাদের দেশের মত বোরক্বা পরে না, বরং মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা চাদর পরে ঘোমটা দিয়ে চলাফেরা করে। কেউ কেউ আফগানী বোরক্বাও পরে। কিন্তু সউদী স্টাইল বোরক্বা পরে এমন মহিলার সংখ্যা খুবই কম। পর্দার সাথে অবাধে তারা চলাফেরা করছে সর্বত্র। ইসলামাবাদের মত এই মফস্বল শহরেও দেখলাম বিভিন্ন বয়সের নারী কার বা জীপ ড্রাইভ করে বাজারে যাচ্ছে বা বাচ্চাদের স্কুলে রেখে আসছে। সিটি সার্ভিসের প্রতিটি গাড়ীতে মহিলা ও পুরুষের আলাদা বসার জায়গা। কোন প্রাইভেট গাড়িতে যদি মহিলা থাকে তাহ'লে পুলিশ সেই গাড়ি চেক করে না। নারীদের প্রতি যথেষ্ট সম্মানবোধ আছে প্রত্যেকের মধ্যেই।

সেই পাড়া থেকে বের হয়ে আসার পর দুপুর হয়নি দেখে পার্শ্ববর্তী 'চিল্টান' পাহাড়ের গিরিখাত এবং ছোট ছোট গুহাগুলো দেখে আসলাম। এই পাহাড়ের উপর থেকে পুরো কোয়েটা শহর খুব চমৎকারভাবে দেখা যায়। 'কোয়েটা' শব্দের অর্থ দুর্গ। পুরো শহরটা চারিদিক দিয়ে গাছ-পালাবিহীন পাথর ও বালি মাটির পাহাড় দিয়ে দুর্গের মতই ঘেরা, এটাই বোধহয় নামকরণের কারণ। সমুদ্র যেমন সকালে, দুপুরে, রাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়, এখানকার ন্যাড়া পাহাড়গুলোও ঠিক তাই। সকালে তার চেহারা ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে সুদৃঢ় চীনের প্রাচীরের মত সুগম্ভীর, কালচে। দুপুরে তার গায়ে নীলাভ ধোঁয়াশা। বিকেলে সূর্যের লাল রঙে রঞ্জিত অসাধারণ টুকটুকে লাল। আর রাতে বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে অপার্থিব রূপালী বরণ। সবমিলিয়ে সবুজ পাহাড়ের নৈসর্গিক রূপের বিপরীতে এই নিরাভরণ পাহাড়ের সৌন্দর্যও যে কম নয়, সেটা অনুভব করলাম ভালভাবেই।

হোস্টেলে ফিরে বাঙ্গালী রান্না আর কাশ্মীরী রান্না খেলাম। আনাড়ী হাতেও এদের রান্না এত সুন্দর হয়েছে যে ঈদের দিনটা সত্যিই ঈদের মত হয়ে উঠল এবার। সেদিনই সন্ধ্যার পর স্থানীয় তাবলীগ জামা'আতের মারকাযে বিদেশীদের জন্য বিরাট খানা-দানার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে যাওয়ার জন্য আগের দিন আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে গিয়েছিলেন এই মেডিকেলের প্রাক্তন ছাত্র ফারহান ভাই। তিনি স্থানীয় বালুচ এবং তাবলীগের সক্রিয় কর্মী। আমাদের সবাইকে জীপ ও কারে বহন করে খুব সম্মানের সাথে নিয়ে গেলেন কোয়েটা রেলস্টেশনের পার্শ্বে তাদের মারকাযে। মাগরিব পর আলোচনা শুরু হ'ল। বক্তব্যের বিষয়বস্তু আল্লাহ্র পথে মেহনত করলে আল্লাহ কিভাবে সাহায্য করেন ইত্যাদি। বক্তা নিজে বহু দেশে চিল্লা দিয়েছেন। সেসব দেশে মানুষের কাছে কেমন যত্ন-খাতির পেয়েছেন, একের পর এক সেসব গল্প শুরু করলেন। এ সময় এক ফিলিস্তীনী ছাত্র (পরে কথা বলে জেনেছি আহলেহাদীছ) বেকায়দা কাণ্ড করে বসল। হাত উঁচু করে কথা বলার অনুমতি চেয়ে সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দূতে বলা শুরু করল, 'এসব গল্প শুনে আমরা কি করব? আমাদেরকে সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে কিছু বলুন! ছালাত, ছিয়াম সঠিকভাবে পালনের নিয়ম-কানূন সম্পর্কে কিছু বলুন। আজকে মুসলিম উম্মাহ সারা বিশ্বে কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে, সেসব নিয়ে কিছু বলুন। গত চার বছর যাবৎ আমি এখানে নিয়মিত আসি। কিন্তু এসব নিয়ে কোন কথা শুনি না'। ঝিমিয়ে পড়া পুরো মজলিস হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। বক্তা নিজেও বেশ বিব্রত। কিছুটা সামলে নিয়ে তারপর বললেন, 'এটা মজলিসের আদব নয়, কোন প্রশ্ন থাকলে শেষে করবেন'। তবে বক্তা এবারে কিছুটা লাইনে আসলেন। গল্প ছেড়ে দ্বীনের পথে ফিরে আসার গুরুত্ব নিয়ে সুন্দর কিছু কথা বললেন শেষ পর্যায়ে। তবে আফসোসের বিষয় গোটা বক্তব্যে তিনি একটি আয়াত বা একটি হাদীছও উপস্থাপন করলেন না।

মজলিস শেষে বক্তা সহ অনেক মুরব্বীদের সাথেই পরিচয় হ'ল। বাংলাদেশ থেকে এসেছি জেনে তারা তাদের বাংলাদেশ সফরের বৃত্তান্ত তুলে ধরলেন। কেউ কেউ বাংলাদেশে অবস্থান করেও আমি কখনও টঙ্গীর ইজতেমায় যাইনি শুনে চোখ কপালে তুললেন। কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত চিল্লায় যাইনি কেন এ নিয়ে খুব উদ্বেগ প্রকাশ করলেন...ইত্যাদি। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল একেবারে খানদানী কায়দায়। চিকেন আর দুম্বার বড় সাইজের দুই মাটন চাপ এক সাথে তুলে দিলেন কাশ্মীরের ইউনুস ভাই। সাথে ইয়া বড় আফগানী রুটি। ট্র্যাডিশনাল খাবারের প্রতি আমার আকর্ষণ বেশী। তাই খুব আগ্রহ সহকারে দু'চার লোকমা তোলার পর আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। দুম্বার অসহনীয় গন্ধে এক বিব্রতকর অবস্থা। যে গন্ধটি তাদের কাছে অতি লোভনীয় হিসাবে বিবেচিত, সেটি আমার ভিতরে নাড়ি-ভূড়ি উল্টানোর প্রক্রিয়া শুরু করল। পোলাও ছিল, তাও আর খাওয়ার রুচি হ'ল না। কেবল ফলমূল খেয়ে আর অন্যদের খাওয়া দেখে এ যাত্রা পার করলাম। তারপর বিদায়ের পালা। তারা আমাদেরকে আবার হোস্টেলে পৌঁছে দিলেন খুব তা'যীমের সাথে। বিশেষ করে ফারহান ভাইয়ের খেদমত ভোলার মত নয়। সব মিলিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেশের বাইরের প্রথম ঈদটা কেটে গেল।

হাদীছের গল্প

মূসা (আঃ)-এর লজ্জাশীলতা

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মূসা (আঃ) ছিলেন খুব লজ্জাশীল ও পর্দানশীন ব্যক্তি। তাঁর লজ্জাশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশ দেখা যেত না। ফলে বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাঁকে যা কষ্ট দেয়ার দিল। তারা বলল, তাঁর চামড়ায় কোন দোষ-ত্রুটি থাকার কারণেই তিনি এ পর্দা করছেন। তাঁর চামড়ায় কুষ্ঠরোগ বা তাঁর হার্নিয়া রয়েছে কিংবা সে মহামারীতে আক্রান্ত। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা চান যে, তারা মূসা (আঃ)-কে যা বলছে তা থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। অতঃপর তিনি একদিন একাকী (গোসলের উদ্দেশ্যে) নির্জনে গেলেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাপড় একটা পাথরের উপর রেখে গোসল করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি গোসল শেষ করে কাপড় নেয়ার জন্য পাথরের নিকট আসলেন। আর পাথর তাঁর কাপড় নিয়ে দূরে সরতে লাগল। অতঃপর তিনি তাঁর লাঠি নিয়ে পাথরের খোঁজে ছুটলেন এবং বলতে শুরু করলেন, হে পাথর! আমার কাপড়, হে পাথর! আমার কাপড় (লুঙ্গি)। অবশেষে বনী ইসরাঈলের একটা দলের নিকটে গিয়ে থামল। ফলে তারা তাঁকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখল যে, আল্লাহ তাকে কতই না সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাকে তাদের কথিত দোষ থেকে মুক্ত করলেন। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! মূসা (আঃ)-এর কোন রোগ-ব্যাধি নেই। পাথর দাঁড়াল, মূসা (আঃ) তাঁর কাপড় নিয়ে পরলেন এবং তাঁর লাঠি দিয়ে পাথরকে কঠিনভাবে প্রহার শুরু করলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর প্রহারে পাথরে তিন, চার বা পাঁচটি আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। আর এটাই প্রমাণ বহন করে আল্লাহ্‌র বাণী- 'হে মুমিনগণ! যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না। অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের কথিত অপবাদ থেকে মুক্ত করলেন, আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান' *(বুখারী হা/২৭৮, ৩৪০৪; তিরমিযী হা/৩২২১; মিশকাত হা/৫৭০৬)*।

মানুষের কতিপয় অনুপম বৈশিষ্ট্য

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মূসা (আঃ) ছয়টি বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তাঁর রবকে (আল্লাহ) জিজ্ঞেস করলেন। আর তিনি মনে করতেন যে, এগুলো কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তবে সপ্তমটি তিনি পসন্দ করতেন না। (১) তিনি (মূসা আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার কোন বান্দা অধিক মুত্তাক্বী? তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে (আমাকে) স্মরণ করে, ভুলে যায় না। (২) তিনি বললেন, তোমার কোন বান্দা সুপথ প্রাপ্ত? তিনি বললেন, যে হেদায়াতের অনুসরণ করে (৩) তোমার কোন বান্দা সর্বোত্তম বিচারক? তিনি বললেন, যে অন্যের জন্য এমন ফায়ছালা করে, যা নিজের জন্যও করে (৪) তোমার কোন বান্দা অধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, যে (অল্প) জ্ঞান অর্জন করে তৃপ্ত হয় না, বরং মানুষের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে, (জ্ঞান বৃদ্ধি করে) (৫) তোমার কোন বান্দা অধিক মর্যাদাবান? তিনি বললেন, যে ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয় (৬) তোমার কোন বান্দা অধিক বিত্তশালী? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি, তাকে যা দেয়া হয়, তাতেই সে সন্তুষ্ট হয় (৭) তোমার কোন বান্দা অতি দরিদ্র? তিনি বললেন, ত্রুটিপূর্ণ (কৃপণ) মনের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বাহ্যিক ঐশ্বর্যে যে ধনী মূলতঃ সে ধনী নয়। কেবল মনের ধনীই বড় ধনী। আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তিনি তার অন্তর অভাবমুক্ত করে দেন এবং তার হৃদয়ে আল্লাহভীতি দান করেন। আর যখন আল্লাহ কোন বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তিনি তার দু'চোখের মাঝে দারিদ্রতা স্থাপন করেন' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২১৭, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫০)*।

হানযালা (রাঃ)-এর আল্লাহভীতি

হানযালা ইবনু রুবাই আল-উসাইদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবার অভিমুখে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমার সাথে আবুবকর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি বললেন, কি হয়েছে হানযালা? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্‌! বল কি হানযালা? আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থাকি, তিনি আমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন, তখন যেন সেগুলো আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাই। কিন্তু আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী-সন্তান ও ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, সেসবের অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরাও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই। অতঃপর আমি ও আবুবকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে দেখে বললেন, তোমার কি হয়েছে হানযালা! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ কেমন কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যখন আমরা আপনার নিকটে থাকি এবং আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী-সন্তান ও ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন সেসবের অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, যদি তোমরা সর্বদা ঐরূপ থাকতে, যেরূপ আমার নিকট থাক এবং সর্বদা যিকির-আযকারে ডুবে থাকতে, নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানা ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুছাফাহা করতেন। কিন্তু কখনও ঐরূপ, কখনও এরূপ হবেই হে হানযালা! এটা তিনি তিনবার বললেন' *(মুসলিম হা/২৭৫০; তিরমিযী হা/২৫২৪; মিশকাত হা/২২৬৮)*।

**আব্দুর রহীম*
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চিকিৎসা জগৎ

শরীরের সুস্থতায় শীতকালীন শাক-সবজি

আমাদের দেশে সারা বছরই কমবেশী শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি জন্মে। তবে পুষ্টি আর স্বাদের দিক দিয়ে এসবের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। শীতকালে বেশী পাওয়া যায় ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, মূলা, গাজর, শালগম, সীম, টমেটো, পেঁয়াজ কালি, মটরশুঁটি, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি। মৌসুমে এসবের স্বাদ যেমন বেশী থাকে, তেমনি পুষ্টিগুণও থাকে অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশী।

লালশাক : চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, যেসব শাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হ'ল লালশাক। এই শাক শিশুদের অতিপ্রিয়। প্রতি ১০০ গ্রাম লাল শাকে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৩৮০ মিলিগ্রাম। যেখানে মূলা শাকে রয়েছে প্রায় ২৮ মিলিগ্রাম, পুঁইশাকে প্রায় ১৬৫ মিলিগ্রাম, ডাঁটা শাকে প্রায় ৮০ মিলিগ্রাম। ক্যালসিয়াম ছাড়া লালশাকে অন্যান্য যে পুষ্টি উপাদান আছে তাও অন্যান্য শাক-সবজির তুলনায় বেশী।

পালংশাক : পালংশাকও কম ক্যালরী এবং অধিক ভিটামিন ও মিনারেলযুক্ত একটি গাঢ়সবুজ শাক। এটি দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, চোখের নানা রকম রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। বাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখে, শরীরের রক্ত চলাচল ঠিক রাখে, হাইপার টেনশন কমায়, ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে ও প্রতিরোধ করে। তাছাড়া এতে প্রচুর ভিটামিন 'সি' থাকায় ভিটামিন সি-এর অভাব জনিত রোগ দূর করে।

মটরশুঁটি : মটরশুঁটির প্রতি ১০০ গ্রামে আছে প্রায় ৭০ ক্যালরী। অথচ অন্যান্য সবজিতে ৪০ ক্যালরীর বেশী থাকে না। কোন কোন সবজিতে ১০০ গ্রামে ক্যালরী থাকে মাত্র প্রায় ২০। মিষ্টি আলুতে প্রতি ১০০ গ্রামে ক্যালরী আছে প্রায় ১০।

ফুলকপি : ফুলকপিকে বলা হয় উচ্চমাত্রার পুষ্টিকর সবজি। এতে রয়েছে ভিটামিন 'এ' ও 'সি', ক্যালসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, পানি। এছাড়া এতে এমন কিছু উপাদান আছে যা ক্যান্সারের বিরুদ্ধেও লড়াই করে। এর গুণ এতই বেশী যে, কিডনির পাথর গলিয়ে দেয়ারও যাদুকরী ক্ষমতা আছে।

বাঁধাকপি : বাঁধাকপি ভিটামিন 'সি' এবং ভিটামিন 'কে' সমৃদ্ধ সবজি। বাঁধাকপির ভেতরের আবরণের তুলনায় বাইরের সবুজ আবরণে প্রচুর মিনারেলস রয়েছে। এই সবজি রান্না করে এবং কাঁচা সালাদ হিসাবেও খাওয়া যায়। এটি রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। বিশেষ করে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বা এলডিএলের মাত্রা কমায়। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে। এছাড়া বাঁধাকপির রস ত্বকের শুষ্কভাব দূর করে।

শীতকালীন সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, বিটা-ক্যারোটিন, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, আঁশ ইত্যাদি রয়েছে। সবজির আঁশ রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল হ্রাস করে। টমেটো ও টমেটোজাত খাদ্য, পালংশাক, মিষ্টি আলু ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খেলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। এসব শাকসবজি অস্থি ক্ষয় রোধেও পালন করে ব্যাপক ভূমিকা। উন্নত বিশ্বের মানুষ বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে এসব খাচ্ছে। কারণ ঐসব দেশের মানুষের উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ইত্যাদি রোগের ঝুঁকি বা জটিলতা বাড়ছে। নারীর গর্ভকালীন সময়ে এসব খাবার মা ও নবজাতক শিশুর জন্য খুবই উপযোগী। এসব খাবার শরীরের রক্তকণিকা বা প-াটিলেট গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। শীতকালীন শাক-সবজি পর্যাপ্ত খেলে মুটিয়ে যাওয়া বা মেদ-ভূড়ি সমস্যাও কমায়। এক্ষেত্রে কাজ করে এসবের ভিটামিন 'ই'। এ জাতীয় ভিটামিন মানে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এসব উপাদান বার্ধক্য রোধেও কাজ করে। অনেক দেশের মানুষ বার্ধক্য রোধে এসব প্রাকৃতিক খাবার খুব বেশী খাচ্ছে। আজকাল বার্ধক্য রোধে যেসব ভেষজ ওষুধ তৈরী হচ্ছে সেসবেও থাকে এসব উপাদান। তবে ভেষজ ওষুধ না খেয়ে সরাসরি এসব শাক-সবজি খাওয়াই বেশী ফলদায়ক। এসব শাকসবজি দামেও ওষুধের তুলনায় যথেষ্ট কম। এসবের ভিটামিন 'সি' মাড়ি ও দাঁত সুস্থ রাখে। এর ভিটামিন 'কে' রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে। বিটা ক্যারোটিন থেকে তৈরি হয় ভিটামিন 'এ' যা চক্ষু ও ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে বিশেষ উপযোগী। আমেরিকান জার্ণাল অব নিউট্রেশনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্যারোটি নোয়েড-সমৃদ্ধ খাবার করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এদিকে সুইডিশ গবেষকরা বলেছেন, এই উপাদান অর্ধেক কমিয়ে আনে পাকস্থলী ক্যান্সারের ঝুঁকি। পুঁই, পালং ইত্যাদি শাকে এসব থাকে প্রচুর পরিমাণে। গাজর, বিট আর শশার সালাদ শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য বিশেষ হিতকর। লাউশাক, নটশাক, মিষ্টিকুমড়া প্রভৃতি শাকেও রয়েছে প্রচুর ভিটামিন। বড়দের পাশাপাশি শিশুদের এ জাতীয় শাক-সবজি প্রচুর খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। এসব খাবার রাতকানা সমস্যাও দূর করে। শিশু জন্মের পর তার শরীরে ভিটামিন 'এ'-এর খুব একটা ঘাটতি হয় না; কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে খাদ্যের নানা উপাদানের ঘাটতি বাড়তে থাকে। তখন এসব খাবার তাদের অনেক কাজে আসে। শিশুদের চোখে যে সমস্যা বেশী দেখা দেয়, তার মধ্যে অন্যতম হ'ল বিট স্পট। এতে চোখ শুকিয়ে যায় এবং চোখের বাইরের আবরণে কিছু ছোট দাগ পড়ে। ফলে ঘোলা হয়ে যায় কর্ণিয়া। অনুভূতিও কমে আসে কর্ণিয়ার। এর ফলে দেখতে সমস্যা হয়। বয়স্কদেরও ছানি পড়ে বেশী। অথচ এসব শাক-সবজি পর্যাপ্ত খেলে এসব সমস্যা থাকে না বলা যায়।

॥সংকলিত॥

কবিতা

হামদ দিবানিশি

আব্দুল্লাহ আল-মারূফ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সদা স্মরি হৃদে আল্লাহ্র দান
যিনি চিরমহান সৃজিলেন দোজাহান।
নদী হ'ল খণ্ডিত লোনা মিঠা জলে
বনগুলো সুশোভিত নানা ফুলে-ফলে।
মহীকে সাজালেন দিয়ে গিরি-পর্বত
পিপাসা মিটাতে আখে দিলেন শরবত।
সমীরণ সারাক্ষণ তাঁর নাম জপে
তরু-লতা, গাছ-পালা মস্তক সঁপে।
গগণের কোণে ওঠে নব বাঁকা চাঁদ
সেতারার পরতে তাঁর আঁকা নিখাঁদ।
সবুজের পরশে অপরূপ বনানী
নিরাপদ আবাস মোদের নিরূপম ধরণী।
যাঁকে স্মরে আলো ছড়ায় রবি-শশী
তাঁর নামেই গাইব হাম্দ দিবানিশি।

দেশ আমার

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

স্বাধীন দেশ কেন পরাধীনতার শিকলে
বন্দী কয়েদীর মত,
একাত্তরের যুদ্ধ থেমে গেছে
থামেনি আজও সেই রক্তের স্রোত।
আন্দোলন জনগণের নায্য অধিকার
আদায় করার দাবী,
সেখানে কেন গ্রেনেড বোমা গুলী
মৃত মানুষের ছবি?
নরপশুর মত ক্ষিপ্ত কেন ওরা
দয়া-মায়াহীন মন,
লুটেপুটে খায় কেন বেওয়ারিশের মত
পর মানুষের ধন?
চাই না কোন দল বেদলে
দাঙ্গা মারা-মারি,
চাই না শুনতে সন্তানহারা
মায়ের করুণ আহাজারি।
দেশ আমার আমরা দেশের
চিরদিনের সাথী,
সবাই মিলে রুখতে হবে যারা
করে দেশের ক্ষতি।
এদেশ আমরা স্বাধীন করেছি
জীবন করে দান,
ইতিহাসের পাতা থেকে যাবে না মোছা
আমাদের সে অবদান।
এ দেশে হবে সকল অপরাধীর বিচার
কেউ পাবে না পার,
কুরআন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে
তাদের নেই কোন ছাড়।
নিজের দোষটা পরকে দিয়ে
আর সেজোনা সাধু
একদিন হিসাব দিতে হবে
এটাই স্মরণে রেখ শুধু।

ভালবাসা

মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান
গোপালপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

ভালবাসি সবার সাথে
সত্য কথা বলতে,
ভালবাসি আত্মীয়তার
বন্ধন অটুট রাখতে।
ভালবাসি পিতা-মাতার সঙ্গে
সৎ ব্যবহার করতে।
ভালবাসি সর্বদা
কুরআন-হাদীছ পড়তে।
ভালবাসি সদা রাসূলের আদর্শ
অনুসরণ করে চলতে।
ভালবাসি সব সময়
আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্য করতে।
ভালবাসি সেই মানুষকে
যে চলে রাসূলের দেখান পথে।
ভালবাসি প্রথম ওয়াক্তে
ছালাত আদায় করতে।
ভালবাসি প্রতি মুহূর্তে
আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে।

খুকুদের কথা

মুমিনুর রহমান
কাজলা, মতিহার, রাজশাহী।

দুই খুকুতে ঝগড়া ভীষণ
জ্বালাও পোড়াও রাতদিন
তিক্ত মানুষ রিক্ত স্বদেশ
বলছে, ওসব বাদ দিন।
'সুবর্ণ দিন' বিবর্ণ আজ
স্বাধীনতার নেই কারুকাজ
দেশ জনগণ কাঁদে,
শান্তি আমার স্বপ্ন আমার
আটকে গেছে লুটেরাদের ফাঁদে।
দুই খুকুকে বলি
নোংরা দলাদলি
ঝগড়া বিবাদ বাদ দিয়ে সব
দেশ গড়াতে হাত দিন।
সেবার নামে পোষণ করা
স্বপ্ন গড়া বাদ দিন।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. আদম (আঃ)-এর।
২. নবুঅত ও মি'রাজ।
৩. ওমর (রাঃ)।
৪. জাবালুন নূর-এর হেরা গুহায়।
৫. আবু বকর ও ওমর (রাঃ) শ্বশুর এবং ওছমান ও আলী (রাঃ) জামাতা ছিলেন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভূগোল)-এর সঠিক উত্তর

১. সঊদী আরব, মক্কার চতুর্দিকের লোক।
২. সঊদী আরব, মক্কার চতুর্দিকের মানুষের।
৩. রাশিয়া।
৪. কারণ মদীনা মক্কার উত্তরে।
৫. কারণ তাঁদের কার মদীনাতে। আর মদীনা মক্কার উত্তরে।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (যাকাত বিষয়ক)

১. কত হিজরীতে যাকাত ফরয হয়?
২. যাকাতের জন্য স্বর্ণের নেসাব কি?
৩. যাকাতের জন্য রৌপ্যের নেসাব কি?
৪. ফিৎরা কখন আদায় করা উত্তম?
৫. ফিৎরা আদায় করার শেষ সময় কখন?

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম কি?
২. স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিকিটে কোন ছবি ছিল?
৩. অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
৪. বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সূচনা কে রচনা করেন?
৫. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
রসুলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

স্বাধীনতা তুমি মহিমাময়

আলী হোসাইন ছাদ্দাম
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিউট, দিনাজপুর।

সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর
এসেছে স্বাধীনতা।
অনেক ত্যাগ তিতীক্ষার পর পেয়েছি লাল সবুজের
একখানি পতাকা।
স্বাধীনতার এ ইতিহাস প্রত্যেককে দোলা দেয়
করি তা নিয়ে গর্ব,
স্বাধীনতা তুমি অম্লান, অটুট রবে তোমার সম্মান
পারবে না কেউ করতে তোমায় খর্ব।
অর্জিত এ স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে
হ'তে দিব না চূর্ণ,
দেশ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে হোক
এ স্বাধীনতা পরিপূর্ণ।
দিনে দিনে নতুন প্রজন্মের কাছে হোক
স্বাধীনতা মহিমাময়
বৃথা যেন না হয় বীর বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের
ছিনিয়ে আনা বিজয়।

***

আহলেহাদীছ আন্দোলন

ইয়ারুল ইসলাম
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

আল্লাহ্র বিধান মেনে চলা ঝাণ্ডাবাহী দল,
হটে না পিছু বাতিলের কাছে, রয়েছে ঈমানী বল।
লেখায় তাদের হকের দাওয়াত, কণ্ঠে অগ্নিঝরা,
হাদীছ মতে চলে সদা, মানে না আইন মনগড়া।
দ্বীনের ক্ষেত্রে করে না আপোষ, ধারে না বাতিলের ধার,
ছহীহ পথে চলে সদা, যদিও আসে অত্যাচার।
হকের পথের দিশা হয়ে জ্বালিতেছে আলো,
নবীর পথে ডাকে তারা, দূর করতে চায় কালো।
জাহান্নাম হ'তে বাঁচাতে জানায় অহি-র আহ্বান,
চললে মানুষ অহি-র পথে আখেরে পাবে পরিত্রাণ।
নয়নের মণি কাফেলা সে যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন,
সবাই পাক আলোর দিশা, অটুট থাকুক হকের বাতি প্রজ্বলন।

***

স্বাগতম সোনামণি

মুছতফা কামাল
বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

স্বাগতম সু-স্বাগতম এই সোনামণিদের
আনন্দ আর খুশির ধারা বইছে ঘরে মোদের।
শিক্ষা সফরে সোনামণিরা এসছে মোদের কাছে,
তাই খুশিতে বিভোর হয়ে ছুটছি তাদের পিছে।
সুদূর রাজশাহী হ'তে পঞ্চগড় তিস্তা বুড়িমারী আজ,
কাল সকালেই ফিরে যাবে শেষ হবে তাদের কাজ।
সোনামণি সোনারখণি ধন্য মোরা কাছে পেয়ে,
রহমত আর বরকতে আজ এলাকা গেছে ছেয়ে।
মারকাযুল ইসলামীর শিক্ষার্থী ওরা দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ,
শিরক-বিদ'আত রুখতে ওরা হবে সবাই ফিট।
শিরক-বিদ'আতের সয়লাবে ভরে গেছে দেশ,
শিক্ষা নিয়ে বিদ'আত রুখতে ওরা করবে মনোনিবেশ।
পীর-মুরীদের খানকা ভরা উঠছে নকল বাবার ডাক,
তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী সোনামণি করবে ওসব ছাফ।
সোনার এই বাংলাদেশে শান্তির পায়রা সোনামণি,
জ্বালাও পোড়াও নয়তো দেশের শান্তি সবাই আনি।
সোনামণি আদর্শ সবাই শান্ত তাদের মন,
জ্ঞানের চর্চায় কাটছে তাদের সবার দিনক্ষণ।
ঘরে ঘরে হোক সোনামণি সোনার ফসল মাঠে,
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উঠুক ঢেউ লাগুক সকল বাটে।
সব শেষে দো'আ করি কবুল কর হে দয়াময়,
নিরাপদে কাটে যেন সোনামণিদের সব সময়।

***

স্বদেশ

বিডিআর বিদ্রোহের নথীরবিহীন রায় নেপথ্যের নায়করা ধরাছোঁয়ার বাইরে

১৫২ জনের ফাঁসি, ১৬১ জনের যাবজ্জীবন, বিভিন্ন মেয়াদে ২৫৬ জনের সাজা ও ২৭১ জন খালাস

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ তারিখে ঢাকার পিলখানাস্থ বিডিআর হেডকোয়ার্টারে ঘটে যাওয়া বিশ্ব কাঁপানো ও বহুল আলোচিত বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে মোট ১৫২ জনকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর এ মামলার বিচারে গঠিত বিশেষ আদালত এ রায় ঘোষণা করে। রায়ে আরো ১৬১ জনের যাবজ্জীবন, বিভিন্ন মেয়াদে ২৫৬ জনের সাজা ও ২৭১ জনকে খালাস প্রদান করা হয়। এই সময়ে নিরাপত্তা হেফাযতে অমানুষিক নির্যাতনে ১২ জনের অধিক লোক নিহত হন বলে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়।

উল্লেখ্য, আদালতের বিচার ছাড়াও এর আগে বিজিবির নিজস্ব আইনে স্থাপিত বিশেষ আদালতের বিচারে মোট ৬,০০০ জওয়ানকে চাকুরীচ্যুত, ৩৮৭ জনকে অব্যাহতি এবং ৪,৮৭৮ জনকে বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হয়।

রায় ঘোষণার সময় বিচারক ড. আখতারুয্যামান বলেন, বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা ছিল মর্মান্তিক। আমি লাশের সুরতহাল রিপোর্ট পড়ে শিউরে উঠেছি। লাশের প্রতি যে সম্মান দেখানো দরকার ছিল, তার ন্যূনতম কোন সম্মান দেখানো হয়নি। এমনকি হত্যার পর লাশ পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টাও করেছে ঘাতকরা। এরপর বিচারক রায় ঘোষণার সাথে সাথে এ রায় নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও সুফারিশ ঘোষণা করেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর মধ্য দিয়ে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের প্রাথমিক বিচার সম্পন্ন হ'লেও মেলেনি অনেক প্রশ্নের উত্তর। বিশেষ করে ইতিহাসের নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞের নেপথ্য নায়করা রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেন, বিডিআর বিদ্রোহের সময় সরকার সেনা কর্মকর্তাদের রক্ষায় তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য তৎকালীন সেনাপ্রধানও কোন জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাই পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের সাথে যারা পরোক্ষভাবে জড়িত বা নেপথ্যে থেকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে মেধাশূন্য করার চেষ্টা করেছে তাদের তদন্তের মাধ্যমে বের করে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করা না হ'লে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। উল্লেখ্য যে, রায় ঘোষণার জন্য ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ময়দানে বিশেষ আদালত স্থাপন করা হয় এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২২ বছরে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত আড়াই হাযার হরতালে দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকা

রাজনৈতিক সহিংসতায় গত ২২ বছরে মোট ২,৫১৯ জন নিহত এবং প্রায় দেড় লক্ষ লোক আহত হয়েছে। ১৯৯৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে ৪৬ দিন হরতাল হয়েছে। সে হিসাবে গড়ে দিনে দেড় হাযার কোটি টাকা হিসাবে বছরে ক্ষতির পরিমাণ ৬৯ হাযার কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর হরতালের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে, তা বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ। আরো লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রত্যেক নির্বাচনী বছরগুলিতে জিডিপির হার অন্য বছরের তুলনায় কমে যায়। বিভিন্ন সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদনে বিষয়গুলি উঠে এসেছে।

সাতক্ষীরার প্রবীণ রাজনীতিক মমতাজ আহমদের ইন্তেকাল

সাতক্ষীরার প্রবীণ রাজনীতিক মমতাজ আহমদ সরদার গত ৩রা নভেম্বর রবিবার ৯৬ বছর বয়সে কলারোয়ার বোয়ালিয়া গ্রামে নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন*। মৃত্যুকালে তিনি ৩ স্ত্রী, ৮ পুত্র ও ৬ কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ১৯৪৫ সালে যশোর এমএম সিটি কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসাবে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী মমতাজ আহমদ আজীবন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এম.এল.এ এবং ১৯৭০ সালে গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। তিনি শিক্ষানুরাগী ও নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী ছিলেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

ড. এরশাদুল বারীর ইন্তেকাল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর ড. এম এরশাদুল বারী (৬১) গত ৯ নভেম্বর রাতে মালয়েশিয়ার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন*। তিনি দীর্ঘদিন যাবত কিডনীজনিত রোগে ভুগছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং রংপুরে তাঁর দাফন হয়। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এবং 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি প্রফেসর ড. আব্দুল বারীর বড় জামাতা ছিলেন।

ড. এরশাদুল বারী ১৯৫২ সালে বগুড়া যেলার পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাষ্টার্স করেন। পরে এল.এল.বি পাস করে ১৯৭৯ সালে আইন বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি পাঁচবার নির্বাচিত ডীন হিসেবে ১০ বছর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি মালয়েশিয়ার মালয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

ভাওয়াল গড়ে এশিয়ার বৃহত্তম সাফারি পার্ক

ঢাকা থেকে মাত্র ৪০ কি.মি. দূরে দেশের ঐতিহ্যবাহী ভাওয়ালের গড়ে ৩,৬৯০ একর জমির উপর ২৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এশিয়ার সর্ববৃহৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক। গত ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্কটি উদ্বোধন করেন। এর প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন এরই মধ্যে প্রকল্পের ৬০% কাজ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ শেষ করতে আরো দু'বছর সময় লাগবে।

২৬ কিলোমিটার মাষ্টার বাউণ্ডারী ওয়ালে ঘেরা এ পার্কে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র, বন্যপ্রাণী হাসপাতাল, কুমির পার্ক, লিজার্ড পার্ক, ধনেশ পাখিশালা, মেরিন এ্যাকোরিয়াম, অর্কিড হাউজ, প্রজাপতি বাগান, ঝুলন্ত ব্রীজ, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, বাঘ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরাঁ, সিংহ পর্যবেক্ষণ রেস্তোরাঁ, কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র, এলিফেন্ট শো গ্যালারী, বার্ড শো গ্যালারি ইত্যাদি। অচিরেই এ পার্কে মনোরেল এবং ক্যাবল কারও চালু হ'তে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্কে আছে ২৬ প্রজাতির কয়েক হাযার পশু-পাখি,

যার মধ্যে আছে ১১টি বাঘ, তিনটি সাদা সিংহসহ ১০টি সিংহ, ১০০টি ময়ূর, দুই শতাধিক হরিণ, চারটি জিরাফ, ছয়টি জেব্রা, ১৩টি বন গরু, চারটি হাতী, পাঁচটি ভল্লুক ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। এরা এখন পার্কে উন্মুক্ত বিচরণ করছে। পার্কটিতে পর্যটকরা বাস ও জীপে করে প্রাকৃতিক পরিবেশে উন্মুক্ত বিচরণরত বাঘ, সিংহ ও ভল্লুক সহ সকল প্রাণী দেখতে পারবেন।

ঢাকায় মেট্রো রেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ অবশেষে শুরু হতে যাচ্ছে। গত ৩১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রথম মেট্রো রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ২০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এমআরটি লাইন-৬ উত্তরা তৃতীয় ফেজ থেকে পল্লবী রোকেয়া সরণির পশ্চিম দিক এবং ফার্মগেট, হোটেল সোনারগাঁও, রূপসী বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি, দোয়েল চত্বর, তোপখানা রোড হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত নির্মিত হবে। ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি ৭ লাখ টাকার এই প্রকল্প ২০২২ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এমআরটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মেট্রো রেলে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এতে গাযীপুর ও উত্তরা থেকে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে। তবে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেট্রো রেলে প্রতি কিলোমিটার ভ্রমণের জন্য যাত্রীকে ১০ টাকা ভাড়া গুনতে হবে, যা হয়ত অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে না।

নিপা ভাইরাস প্রতিরোধে বন্ধ হচ্ছে খেজুরের রস বিক্রি

প্রাণঘাতী নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে শীতকালে খেজুর গাছের কাঁচা রস খেয়ে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। গত বছর দেশব্যাপী এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছিল আশঙ্কাজনক। তাই এ বছর শীত আসার পূর্ব থেকেই এ ভাইরাস প্রতিরোধে নেয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। নিষিদ্ধ করা হচ্ছে খেজুরের রস বিক্রি। একই সঙ্গে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় কেউ নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে এলাকার খেজুর গাছের মালিক ও গাছিদের দায়ী করা হবে এবং যথাযথ তদন্তের পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাদুড়ের খাওয়া ফল রসের হাঁড়িতে পড়ে গিয়ে কিংবা রস পান করার সময় বাদুড়ের লালায় থাকা নিপাহ ভাইরাস রসে মিশে যায়। এ ছাড়াও রসের হাঁড়িতে বাদুড় মলমূত্র ত্যাগ করলে তার মাধ্যমেও ভাইরাস ছড়াতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিপা ভাইরাস নষ্ট হয়ে যায়। তাই সংগৃহীত রস জ্বাল দিয়ে পান করা হলে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে না। গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর-এর দেওয়া তথ্য মতে, ভাইরাসটি শনাক্তের পর গত দশ বছরে দেশের ২১টি যেলায় নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ১৭৭ জনের মধ্যে ১৩৭ জনই প্রাণ হারিয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাপক ডা. বেনযীর আহমেদ বলেন, এ রোগ হলে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সাধারণত নওগাঁসহ দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের যেলাগুলিতে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশী। তাই এসব এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

আইইডিসিআর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মোশতাক হোসেন বলেন, নিপা ভাইরাস সাধারণত যেসব এলাকায় খেজুর গাছ রয়েছে, সেসব এলাকাতেই এর সংক্রমণ হয়। তবে যশোর যেলা খেজুর গুড়ের জন্য বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যায়নি। তিনি বলেন, যশোরের বাদুড় এ ভাইরাস বহন করে না বলে হয়ত বা এমনটি হ'তে পারে।

বিদেশ

৩৪ বছর কারাভোগের পর নির্দোষ প্রমাণিত!

১৯৭৯ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসের কেশ ডেলানো রেজিস্টার নামে এক ব্যক্তি খুনের মিথ্যা অভিযোগে ৩৪ বছর কারাভোগের পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকায় মিথ্যা মামলায় তাকে ফাঁসিয়ে দেয় পুলিশ। তিনি ১৯ বছর বয়সে জেলে ঢুকে বের হয়েছেন ৫৩ বছর বয়সে। কারাগার থেকে বের হয়ে ডেলানো সাংবাদিকদের বলেন, আমি এখন আর কোন অনুভূতি বোধ করছি না। আপনারা জানেন, ঘটনাটি সত্য ছিল না। আমিও জানতাম, আমি এর সাথে যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু সত্যটিকে প্রমাণ করতে পারিনি। যাক, এখন আমার ভাল লাগছে এই ভেবে যে, অন্তত সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[উন্নত দেশের বিচার ব্যবস্থায় যদি সত্য প্রমাণিত না হয়, তাহ'লে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিচার ব্যবস্থা কেমনভাবে চলছে, সহজেই অনুমেয় (স.স.)]

২০১৩ সালে নোবেল পেলেন যারা

সুইডিশ রসায়নবিদ, প্রকৌশলী আলফ্রেড নোবেলের নামে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক নোবেল পুরস্কারের জন্য ২০১৩ সালে ৬টি শাখায় মোট ১২ জন এবং ১টি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে। কোষ নিয়ে গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের স্বীকৃতি হিসাবে **চিকিৎসা** বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী, যথা যুক্তরাষ্ট্রের জেমস রথম্যান ও র‍্যাণ্ডি শেকম্যান এবং জার্মানীর টমাস সুডহফ। রাসায়নিক সমীকরণকে কম্পিউটার পদ্ধতির মাধ্যমে দৃশ্যমান করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করায় **রসায়নে** নোবেল পেয়েছেন মার্টিন কারপ্লাস, মাইকেল লেভিট ও আরেই ওয়ারশেল নামে মার্কিন তিন বিজ্ঞানী। 'হিগস-বোসন' কণার অস্তিত্বের ধারণা দেয়ায় **পদার্থবিদ্যায়** যৌথভাবে বিজয়ী হয়েছেন যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানী পিটার হিগস ও বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কোইস অ্যাংলার্ট। **সাহিত্যে** নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ছোটগল্পের জন্য বিশ্বব্যাপী নন্দিত কানাডীয় সাহিত্যিক এলিস মুনরো। সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসে তদারকির জন্য **শান্তিতে** নোবেল পেয়েছে আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্র পর্যবেক্ষক 'অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রহিবিশন অব কেমিকেল ওয়েপন্স' (ওপিসিডব্লিউ) এবং সম্পদ মূল্যের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ দেওয়ার জন্য **অর্থনীতিতে** নোবেল পেয়েছেন ইউজিন এফ. ফামা, লার্স পিটার হানসেন ও রবার্ট জে শিলার নামে তিন মার্কিন অর্থনীতিবিদ।

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকের গুলিতে গত এক বছরে মারা গেছে ৩০ হাযার মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর নিউটাউনের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এখন পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে ৩০ হাযারের বেশী মানুষ নিহত হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরে স্কুলে বন্দুকধারীদের হামলায় ২১ জন স্কুল শিক্ষার্থীসহ ২৮ জন নিহত হয়। নিউটাউনের ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৩০,০৭৫ জন মানুষ আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। তবে আগ্নেয়াস্ত্রজনিত ৬০ শতাংশ মৃত্যু ঘটেছে আত্মহত্যার কারণে। যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ব্রাডি ক্যাম্পেইনের এর আগে দেয়া তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুদ্রাস্ত্রের গুলিতে প্রতিদিন গড়ে ৩২ জন মানুষ মারা যায়। আহত হয় অন্তত ১৪০ জন।

[পৃথিবীর সেরা ধনী দেশের মানুষ কিসে এত অসুখী যে, তাদের ৬০ শতাংশ আত্মহত্যা করে ও বাকীরা অন্যের গুলি খেয়ে মরে? সেক্যুলার লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করবে কি? (স.স.)]

মুসলিম জাহান

আরাফাতের দেহে ভয়ঙ্কর বিষ পোলোনিয়াম পাওয়া গেছে

ফিলিস্তীন মুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা, ৩৫ বছর যাবৎ ফিলিস্তীনী স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় দলগুলোর মূল সংগঠন পিএলও'র নেতৃত্বদানকারী ইয়াসির আরাফাতের দেহের নমুনায় পোলোনিয়াম বিষের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা বলছেন তারা ইয়াসির আরাফাতের দেহাবশেষ গবেষণার পর তার হাড়ে বিষাক্ত পোলোনিয়ামের সন্ধান পেয়েছেন। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি এতটাই বিষাক্ত ও ধ্বংসাত্মক যে মাত্র এক গ্রাম পোলোনিয়ামের কারণে এক কোটির বেশী মানুষের মৃত্যু হ'তে পারে। পোলোনিয়াম খুবই দুর্লভ এবং অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ। প্যারিসের একটি হাসপাতালে ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর তিনি মারা যান। তখন মৃত্যুর কারণ হিসাবে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে এমন বিতর্ক বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসায় মৃত্যুর প্রায় আট বছর পর ইয়াসির আরাফাতের দেহাবশেষ ২০১২ সালে কবর থেকে তোলা হয়। এক বছরের গবেষণায় অবশেষে বিষয়টি প্রমাণিত হ'ল।

[এর জন্য দায়ী ইহুদী-নাছারা চক্র কোনদিন দায়ী হিসাবে চিহ্নিত হবে না। এদের বিচারও কেউ করতে পারবে না। এরপরেও মহাবিচারক একজন আছেন। তাঁর প্রতিশোধ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ্র নিকটে আমরা সেটাই কামনা করি (স.স.)]

তুরস্কে ৯০ বছর পর হিজাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

প্রায় ৯০ বছর পর গত ৩০ সেপ্টেম্বর হিজাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে তুরস্কের মধ্যপন্থী এরদোগান সরকার। সেক্যুলার কামাল আতাতুর্ক সরকার ১৯২৩ সালে সরকারী অফিস-আদালতে হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। এর ফলে বহু পর্দানশীন নারীই এতদিন সরকারী চাকুরীতে যোগ দিতে পারেননি। কেননা এসময় নারীরা কর্মস্থলে হিজাব পরে গেলে তাদেরকে আটক করা হতো।

এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েব এরদোগান পার্লামেন্টে দেয়া এক ভাষণে বলেন, 'আমরা হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার মতো সেকেলে আইনটি দূর করেছি। এটি আমাদের রাষ্ট্রের স্পিরিটের সঙ্গে মানানসই নয়। তবে এরদোগানের এই উদ্যোগে নাখোশ তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষরা। তারা বলছেন, এরদোগান তার ইসলামিক মূল্যবোধ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ করছেন। উল্লেখ্য যে, এর আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। পাশাপাশি পুরুষেরাও দাড়ি রাখতে পারবেন। তবে এখনও বিচারপতি, আইনজীবী, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে এই নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে।

[শতভাগ মুসলমানের দেশের এই দুরবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। এথেকে আমাদের দেশের মুসলমানেরা শিক্ষা নিবেন কি? (স.স.)]

হজ্জ করতে এসে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন দু'মহিলা

সুদানের ফাতেমা আল-মাহি ও তিউনিসিয়ার নাফীসা আল-কুরমাজী নামের দু'জন বৃদ্ধা মহিলা এবার হজ্জ করতে এসে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। ৬০ বছর বয়সী ফাতেমা জানান, তিনি ৮ বছর পূর্বে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। এরপর কয়েকবার অপারেশন করেও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাননি। তিনি এ বছর হজ্জ করতে এসে মসজিদে নববীতে বসে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য দো'আ করছিলেন। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারেন যে তার চোখের কালো পর্দা সরে যাচ্ছে। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। তিনি বলেন, আমি চিকিৎসকদের উপর আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতাম এবং সেই দো'আ অবশেষে মসজিদে নববীতে এসে কবুল হয়েছে।

৭০ বছর বয়সী নাফীসা অন্ধ অবস্থায় এবার হজ্জে এসেছিলেন। দেড় বছর আগে স্ট্রোকে চোখের দৃষ্টি হারান তিনি। চিকিৎসকরা জানান যে, স্ট্রোক হওয়ায় এবং বয়সের কারণে তার পক্ষে আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। নাফীসা বলেন, এরপরেও আমি বিশ্বাস হারাইনি। বরং সবসময় প্রার্থনা করতাম যেন আল্লাহ আমার চোখের আলো ফিরিয়ে দেন। হজ্জে এসে আমি দো'আর পরিমাণ বাড়িয়ে দেই। আমার স্বপ্ন ছিল পবিত্র স্থানগুলোসহ মক্কা ও মদীনা স্বচক্ষে দেখার। অবশেষে দো'আ পাঠ করতে করতে একসময় আমি দেখতে শুরু করি। বুঝতে পারি, মহান করুণাময় প্রতিপালক ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার দৃষ্টিশক্তি। আনন্দে কাঁদতে থাকি আমি। অন্য হজ পালনকারীরা আমার কাছ থেকে ঘটনা শোনার পর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তাকবীর দিতে থাকেন। আনন্দে অভিভূত নাফীসা জানান, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান স্বচক্ষে দেখার জন্যই হয়ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান সঊদীআরবের

প্রথমবারের মত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে ঠাঁই পেলেও সেদিনই তা প্রত্যাখ্যান করল সঊদী আরব। বৈশ্বিক দ্বন্দ্ব নিরসনে পরিষদটিকে 'দ্বৈত নীতি'র জন্য দোষারোপ করে সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করেছে দেশটি। সঊদী আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'কাজের পদ্ধতি ও দ্বৈত নীতির কারণে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদ তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে'। পরিষদটির সংস্কার না হওয়া এবং দায়িত্ব পালনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান না করে সঊদী আরবের কোন বিকল্প নেই।

মুসলিম নির্মূলের নীলনকশা বাস্তবায়ন হচ্ছে মিয়ানমারে

মিয়ানমারে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধদের হামলা এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। গত এক বছরে মিয়ানমারে গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে সেখানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় সহিংসতার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। ফলে ২০ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান আজ তাদের আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব সঙ্কটের সম্মুখীন। বিবিসি রোহিঙ্গাদের বিশ্বের সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর একটি হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

রোহিঙ্গারা ছিল ঐতিহাসিক আরাকান রাজ্যের অধিবাসী। ১৯৪৮ সালে বার্মা ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এ সময় সীমান্তবর্তী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে আরাকান রাজ্যের যোগদানের আলোচনা সত্ত্বেও তা বার্মার অংশ হিসাবেই থেকে যায়।

মুসলিম রোহিঙ্গারা অবর্মী ও অবৌদ্ধ। তাই সেখানে তাদের বিদেশী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। শুধু তাই নয়, তাদের ব্রিটিশ শাসনামলে বার্মায় এসে বসতি স্থাপনকারী 'অবৈধ বাঙালি অভিবাসী' বলা হয়, যা সঠিক নয়। সত্তর দশকের শুরুর দিকে প্রথমবারের ন্যায় বর্মী সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা জাতিকে জাতিগোষ্ঠীগতভাবে নির্মূলের অভিযান শুরু করে। এ অভিযান চলাকালে রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে ধর্ষণ ও নির্বিচার গ্রেফতারের

শিকার হয়। বর্মী সৈন্যরা মসজিদ ও বাড়িঘর ধ্বংস করে এবং জমি-জমা দখল করে নেয়। মাত্র তিন মাসের মধ্যে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৯১ সালে সেনাবাহিনী আবার 'অপারেশন পাই থায়া' নামে দ্বিতীয় অভিযান শুরু করে। ২ লাখেরও বেশী রোহিঙ্গা আবার বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। পর্যাপ্ত খাদ্য ও ঔষধ ছাড়াই ৩ লাখেরও বেশী রোহিঙ্গা বর্তমানে বাংলাদেশের অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করছে।

তবে বাংলাদেশ সহ এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোও তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে রোহিঙ্গা 'বোট পিপল'দের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হ'তে দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে সাগরে ভাসতে থাকা, থাই নৌবাহিনীর গুলির শিকার, থাই নৌবাহিনীর হাতে আটক ও পরে মানুষ পাচারকারীদের কাছে বিক্রি, অসহায়ভাবে অনিশ্চিত জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করা ইত্যাদি।

মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গারা অব্যাহতভাবে পরিচয়হীনতার শিকার হচ্ছে। ১৯৮২ সালের নাগরিক আইনে সরকারীভাবে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়। যেহেতু তাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব নেই সে কারণে গ্রামের বাইরে যেতে, মসজিদ মেরামত করতে, ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে, এমনকি সন্তান নিতেও তাদের সরকারের কাছ থেকে পারমিট নিতে হয়। পারমিট না নিলেই গ্রেফতার ও জেল। এ পারমিট নিতে লাগে ঘুষ। যে অর্থ সবার পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় না।

১৯৯৪ সালে এক স্থানীয় আইন বলে রোহিঙ্গাদের দু'টির বেশী সন্তান নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়। বহু রোহিঙ্গাকে জোর করে নির্মাণ কাজে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়, যা শুধু দাসপ্রথার সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। স্থানীয় বর্মী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা রোহিঙ্গা নারীদের পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করে বলেও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

২০১২ সালে রাখাইন বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হয়। এতে সরকারী হিসাবে ১৯২ জন নিহত হওয়ার কথা বলা হলেও রোহিঙ্গা মানবাধিকার গ্রুপের মতে নিহতের সংখ্যা হাযার হাযার। বৌদ্ধরা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। ১ লাখ ২৫ হাজার লোক স্থানচ্যুত হয়। প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন এ ঘটনার পর বলেন, মিয়ানমার সরকারের চোখে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়। তিনি গোটা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে অন্য কোন দেশে পুনর্বাসনের জন্য জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনারের কাছে তাদের সমর্পণের প্রস্তাব দেন। সম্প্রতি মিয়ানমারের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংগঠন '৯৬৯' মুসলমানদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি তাদের দোকানপাট বর্জনের জন্য উৎসাহিত করছে।

মিয়ানমারের নোবেল জয়ী গণতান্ত্রিক নেত্রী অং সান সুচি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার নিন্দা করলেও রোহিঙ্গাদের দুর্দশার বিষয়ে নীরব। ২০১২ সালে বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে বারবার তিনি তাদের 'বাঙালি' বলে উল্লেখ করেন।

মিয়ানমার ও বাইরে রোহিঙ্গাদের অনিঃশেষ দুর্দশা, পাশাপাশি সমগ্র মিয়ানমারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিস্তৃতি বিগত ৫০ বছরের তুলনায় আরো অবনতি ঘটেছে এবং নতুন নতুন গোষ্ঠীর মধ্যে তা বিস্তার লাভ করছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, মিয়ানমারে এখন যা করা প্রয়োজন তা হল মানবাধিকার ও বহুত্ববাদিতার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ, সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইনের শাসনের উন্নয়ন করে তৃণমূলে পৌঁছে দেয়া, রোহিঙ্গাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতিসহ তাদের দুর্দশা লাঘবের ব্যবস্থা নেয়া। তাহলেই শুধু আন্তর্জাতিক সমাজ ও নিজের জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক মিয়ানমার বৈধতার স্বীকৃতি পেতে পারে।

হজ্জ করলেন ইসলাম বিদ্বেষী চলচ্চিত্র 'ফিতনা'র নির্মাতা ভ্যান দুর্ন

এক সময়ের চরম ইসলামবিদ্বেষী ডাচ পার্লামেন্টারিয়ান ও ইসলামবিদ্বেষী চলচ্চিত্র 'ফিতনা'র নির্মাতা আর্নোড ভ্যান দুর্ন কয়েক মাস আগে ইসলাম গ্রহণ করার পর এবার হজ্জব্রত পালন করেছেন। হজ্জ পালন শেষে দুর্ন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সম্প্রতি শেষ হওয়া হজ্জ পালনের সময় তিনি অভূতপূর্ব প্রশান্তি অনুভব করেছেন। তিনি আবেগাপ্লুত ভাষায় বলেন, 'আমি আশা করি, তওবার পর অনুতাপে ঝরে পড়া আমার চোখের পানিতে আমার সব গোনাহ ধুয়ে যাবে।' মূলত 'ফিতনা' চলচ্চিত্রটি নিয়ে মুসলমানরা ব্যাপক প্রতিবাদ করায় দুর্ন ইসলাম ও নবী (ছাঃ) সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা শুরু করেন এবং এ ধর্মের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, মিডিয়ার কারণে ইউরোপীয়ানরা ইসলামের সঠিক চিত্রটি জানতে পারে না। যদি তারা জানত যে, ইসলাম ধর্ম কত মাধুর্যময় ও বিজ্ঞতাপূর্ণ, তাহলে তারা এত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হত।

'পাকিস্তানের আলবানী' খ্যাত শায়খ যুবায়ের আর নেই

গত ১০ নভেম্বর'১৩ রবিবার সকাল ৭-টায় রাওয়ালপিণ্ডির এক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন পাকিস্তানের সাম্প্রতিককালের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ যুবায়ের আলী যাই। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ৪ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি নিজ বাড়িতে হঠাৎ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়ে পারালাইজড হয়ে যান এবং ব্রেন হেমোরেজে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। পরে তাকে ইসলামাবাদের 'আশ-শিফা ইন্টারন্যাশনাল' হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেও অবস্থার কোন উন্নতি না হ'লে রাওয়ালপিণ্ডির এক হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্ত র করা হয়। অবশেষে দীর্ঘ ৫৭ দিন যাবৎ অচেতন থাকার পর সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একই দিন দিবাগত রাত ৮-টায় তাঁর নিজ গ্রাম ও কর্মস্থল ইসলামাবাদ থেকে প্রায় ৮০ কিঃমিঃ দূরে রাওয়ালপিণ্ডি ডিভিশনের আটোক যেলার হাযারো তহসিলের পীরদাদ গ্রামে পীরদাদ বাজার সংলগ্ন ময়দানে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁরই সাবেক শিক্ষক, রাওয়ালপিণ্ডিস্থ 'মসজিদে মুহাম্মাদী'র খতীব মাওলানা আব্দুল হামীদ আযহার। জানাযায় স্থানীয়রা ছাড়াও পেশাওয়ার, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, সারগোধা প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রায় দশ হাযার মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পেশোয়ারের জামে'আ সালাফিয়ার প্রিন্সিপ্যাল আব্দুর রশীদ নূরিস্থানী, জামে'আ আছারিয়া পেশওয়ারের প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল আযীয নূরিস্থানী, ইসলামাবাদের ড. ফযলে ইলাহী যহীর, ড. সুহায়েল আহমাদ, ড. মুহাম্মাদ ইদ্রীস যুবায়ের, শামশাদ সালাফী, লাহোরের হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, শায়খ মুবাশ্শির রব্বানী, শায়খ ইয়াহইয়া আরীফী, পেশোয়ারের হারাকাতুশ শাবাব আস-সালাফিয়ার প্রধান রূহুল্লাহ তাওহীদী প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম। এছাড়া ইসলামাবাদে অবস্থানরত

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব উক্ত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

শায়খের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : হাফেয যুবায়ের আলী যাই-এর জন্মস্থান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের আটোক যেলার ঐতিহাসিক হাযারো তহসিলের পীরদাদ গ্রামে। ১০০৮ খৃষ্টাব্দে এই হাযারোতেই সুলতান মাহমূদ গজনভী হিন্দু রাজাদের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৯৫৭ সালের ২৫ জুন শায়খ যুবায়ের এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাজী মুজাদ্দাদ খান (৮৮) ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। যিনি এখনও বেঁচে আছেন।

১৯৭২-৭৫ সালে মাদরাসায় বুখারীর দারস গ্রহণের সময় তিনি আহলেহাদীছ হন। অতঃপর কর্মজীবনের শুরুতে বেশ কয়েক বছর জাহাযের নাবিক হিসাবেও তিনি চাকুরী করেছিলেন। নাবিক জীবনে বিশ্বের বহু দেশ সফরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। বিশেষতঃ গ্রীক ও ইংরেজী ভাষায় তিনি প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেন। আরবী ও ইংরেজীতে তিনি অনর্গল কথা বলতেন। তিনি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী দারুস সালামের রিয়াদ এবং লাহোর অফিসে প্রায় ৫ বছর যুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত হাদীছ গ্রন্থ সমূহের তাখরীজ ও তাহকীকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দারুস সালাম প্রকাশিত কুতুবে সিত্তাহ-র একক সংকলনটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিভিউ করেন।

পরবর্তীতে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে হাদীছ গবেষণায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে নিজ বাড়ীতেই 'মাকতাবাতুয যুবায়রিয়া' নামে একটি বিশাল লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি কোন মাদরাসাতেও শিক্ষকতা করতেন না। তাঁর লাইব্রেরীই ছিল তাঁর কর্মস্থল।

তাখরীজের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান : দারুস সালাম থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি সুনানে আরবা'আর পূর্ণাঙ্গ তাখরীজ সম্পন্ন করেন। অতঃপর একে একে মুসনাদ হুমায়দী', 'সীরাতে ইবনে হিশাম', 'তাফসীরে ইবনে কাছীর', 'মিশকাত', 'বুলূগুল মারাম' প্রভৃতি হাদীছ, তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থ সমূহের তাখরীজ সম্পন্ন করেন। তাহকীক ও তাখরীজের ময়দানে তাঁর এই অমূল্য খেদমতের কারণে তাঁকে 'পাকিস্তানের আলবানী' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এতদ্ব্যতীত 'দেওবন্দিয়াহ আওর মুনকিরীনে হাদীছ' 'নূরুল আয়নাইন ফি ইছবাতে রাফ'ইল ইয়াদায়েন', 'হিদায়াতুল মুসলিমীন' প্রভৃতি গ্রন্থ সহ আরবী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর এযাবৎ ৬২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে আরো বেশ কিছু গ্রন্থ। তাঁর কিছু বই ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'আল-হাদীছ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি যখন দাওয়াত শুরু করেন তখন তাঁর এলাকায় কোন আহলেহাদীছ ছিল না। অথচ তাঁর দাওয়াতের বরকতে এখন সেখানে ১১টি আহলেহাদীছ মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। বাহাছ-মুনাযারায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তার নম্র আচরণ অথচ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও দলীলভিত্তিক আলোচনায় এ পর্যন্ত বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছে। এজন্য তিনি দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের চক্ষুশূলে পরিণত হন।

[তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে বেদনাহত। তাঁর রেখে যাওয়া অমূল্য খিদমতকে আল্লাহ ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন! (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সৌরশক্তি দিয়ে হেলিকপ্টার উড়বে!

সৌরশক্তি দিয়ে হেলিকপ্টার চালানোর পরিকল্পনা করছেন একদল বিজ্ঞানী। এই গ্রীষ্মেই পরীক্ষামূলকভাবে তারা আকাশে উড়াবেন তাদের মিনি 'সোলার কপ্টার'। লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির গবেষকরা গত দু'বছর ধরে এই অভিনব প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন। গবেষকদলের নেতৃত্বে রয়েছেন স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেটেরিয়াল সায়েন্সে কর্মরত বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ড. এম হাসান শাহীদ।

বাড়ি চিনবে গুগল গ্লাস

ইন্টারনেট জায়ান্ট গুগলের পরিধানযোগ্য ডিভাইস গুগল গ্লাস এখন বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত জানাবে। সপ্তাহের কাজের তালিকা সম্পর্কে জানতে গুগল গ্লাসে কমাণ্ড করা যাবে। মুখে নির্দেশনা দিলে সেটাও বুঝতে পারবে গুগল গ্লাস। এজন্য 'ওকে গ্লাস, গুগল' বলার পর একটি অপশন দেখাবে। সেখান থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া যাবে। গুগল গ্লাসে একবার বাড়ির ঠিকানা সেভ করা হলে, সেটা মুছবে না। অনেকটা গুগলের চালকবিহীন গাড়ির মতই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে গুগল গ্লাসে। অফিস বা বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলে ম্যাপের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা জানা যাবে। 'ডিরেকশন' বলার পর যদি বলা হয় 'হোম' তবে একেবারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত কিভাবে যেতে হবে, সেটা গুগল ম্যাপে দেখা যাবে।

সংবাদ পড়ে শোনাবে গাড়ি

মানুষ ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে ভয়েস রিকগনিশন সফটওয়্যার নির্মাতা 'নুয়ানস'। মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে সংবাদ পড়ে শোনাবে তাদের নুয়ানস অ্যাপ। নুয়ানস জানায়, অ্যাপটির লক্ষ্য হচ্ছে গাড়ি চালানোর সময় চালককে সহায়তা করা। এতে চালক গাড়ি চালানোর সময় তাকে সে টেক্সট কম্পোজ, মেসেজ শোনা ও ইমেইল পড়ে শোনাতে পারবে। মুখে কোন কমাণ্ড করলে তা বুঝতে পারবে সফটওয়্যারটি। কোন খবর শুনতে হ'লে চালককে কমাণ্ড করতে হবে। তবেই লিখিত সংবাদ পাঠ করে শোনাবে নুয়ানস অ্যাপ। এতে সংবাদের বিভিন্ন বিভাগ যেমন আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, দেশী খবর থেকে সিলেক্ট করে কমাণ্ড করলে তা পড়ে শোনাবে। এছাড়া নতুন কোন সংবাদ প্রকাশিত হ'লে অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা জানাবে।

শীঘ্রই আসছে কৃত্রিম রক্ত

শীঘ্রই আসছে কৃত্রিম রক্ত। রক্তের ঘাটতি পূরণ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কৃত্রিম রক্ত উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি রুমানিয়ার একদল গবেষক ইঁদুরের ওপর কৃত্রিম রক্তের একটি প্রক্রিয়া চালিয়ে সাফল্য অর্জনের দাবী করেছেন। তাঁরা কৃত্রিম রক্ত তৈরীতে ব্যবহার করেন সামুদ্রিক পোকামাকড়ের শরীর থেকে সংগৃহীত হেমারথাইরিন নামের এক ধরনের প্রোটিন। আগে রাসায়নিক ও যান্ত্রিক চাপ সামলানোর উপযোগী প্রোটিনের অভাবে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রক্ত উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ পরীক্ষার পর তারা শীঘ্রই সফলতা পাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ছহীহ হাদীছের ভিত্তিমূলে ঐক্যবদ্ধ হৌন

-ঈদের খুৎবায় আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা, ১৬ই অক্টোবর বুধবার : শহরের চিলড্রেন্স পার্কে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ আহলেহাদীছ জামা'আতে ঈদুল আযহার খুৎবায় তিনি ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজনীতির নামে আমরা যেমন শতধাবিভক্ত হয়েছি, ধর্মের নামেও তেমনি আমরা শতধাবিচ্ছিন্ন হয়েছি। অথচ এজন্য 'ইসলাম' দায়ী নয়। বরং ধর্মনেতারাই ধর্মের নামে ধার্মিকদের বিভক্ত করেছেন। এমনকি ছয় তাকবীর আর বারো তাকবীরের প্রশ্ন তুলে এবং কেউবা সালাম ফিরানোর পরে ইমাম-মুক্তাদী দলবদ্ধভাবে মুনাজাতের প্রসঙ্গ তুলে ঈমানদার মুছল্লীদের বছরের দু'টি ঈদেও একত্রিত হতে দেন না। তিনি সাতক্ষীরার সর্বস্তরের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি আপনারা ছহীহ হাদীছের কাছে মাথা নত করে কোনদিন ঐক্যবদ্ধভাবে ঈদের ছালাত আদায় করেন, আর আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকি, তবে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে সেদিন ঈদের ছালাত আদায় করব এবং আমি সেদিন মুক্তাদী হব। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিমূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ্র বিধানের কাছে বিনা বাক্যব্যয়ে আত্মসমর্পণ করাই হ'ল ঈদুল আযহার প্রধান শিক্ষা। আমাদেরকে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তবেই সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য কায়েম হবে।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

তালা, সাতক্ষীরা ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তালা উপযেলার উদ্যোগে মানিকহার উপযেলা মারকাযে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহমান সানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৯ অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া, বাঁকালে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য আলহাজ আব্দুর রহমান সরদার ও অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, আশাশুনি উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শফীকুল ইসলাম, বাঁকাল মাদরাসার শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ আল-আমীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুযযামান ফারূক।

যুবসংঘ

১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মারকায এলাকা কর্তৃক আয়োজিত 'গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা'র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আছিফ রেযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, অর্থ-সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মারকায এলাকা 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্রবৃন্দ। উল্লেখ্য, ১৪ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতার সিলেবাস হিসাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের 'গঠনতন্ত্র' ও মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত 'তিনটি মতবাদ' গ্রন্থদ্বয় নির্ধারণ করা হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে মুযাফফর বিন মুহসিন একজন ব্যক্তির জীবনে সংগঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি উক্ত বই দু'টি নির্ধারণ করার জন্য মারকায এলাকার কর্মপরিষদকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ অতিথির ভাষণে নূরুল ইসলাম বলেন, 'দাওয়াতী কাজের জন্য প্রথম বিষয় হচ্ছে জ্ঞান এবং জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বই। কাজেই প্রত্যেক কর্মীর জন্য আবশ্যক হল সাংগঠনিক বইয়ের জ্ঞান অর্জন করা। অতঃপর প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীকে নির্ধারিত পুরস্কার ও অংশগ্রহণকারী সকলকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

হাটমাধনগর, বাগমারা, রাজশাহী ১৮ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব হাটমাধনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট সুধী জনাব আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও বাগমারা উপযেলার সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন।

সারন্দী, বাগমারা, রাজশাহী ২০ অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সারন্দী নিশুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সারন্দী নিশুপাড়া শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

জনাব আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী উত্তর সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি ও বাগমারা উপযেলার সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন।

চর চাঁদপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, ১লা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮ ঘটিকা হ'তে আছর পর্যন্ত চর চাঁদপুর মধ্যপাড়া সালাফিয়া জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এস.এম. তারিক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার প্রচার সম্পাদক সোহরাব হুসাইন, পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল কুদ্দূস, দফতর সম্পাদক আফতাবুদ্দীন, 'যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক সম্পাদক গুলযার হাসান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাবনা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তৌহীদ হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইউনুস আলী, 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আনীসুর রহমান মারূফ প্রমুখ।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১লা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ।

কর্মী প্রশিক্ষণ

মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ১৮ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মুহাম্মাদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া, সহ-সভাপতি নাযির খান, সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আমীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আলী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মাজিদুল ইসলাম এবং ডুয়েটের ছাত্র মুহাম্মাদ রওশন হাবীব প্রমুখ।

প্রবাসী সংবাদ

খাফযী, সঊদী আরব ১৬ অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব-এর খাফযী শাখার উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে এক ঈদপুনর্মিলনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খাফযী শাখার সভাপতি জনাব তোফাযযল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র শাখার বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী এবং সেখানে বসবাসরত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাফযী থেকে ৩২৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত দাম্মাম শাখার দায়িত্বশীল জনাব যহীরুদ্দীন *(কিশোরগঞ্জ)*, আব্দুল্লাহ আল-মামূন *(ঢাকা)*, আশরাফ আলী *(টাংগাইল)*, যহীর শামসুল ইসলাম *(নরসিংদী)* ও তালহা খালেদ *(নারায়ণগঞ্জ)* প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন ও এর মাধ্যমে তাদের হেদায়াতের সন্ধান পাবার ঘটনা বর্ণনা করেন। তারা আত-তাহরীক-এর মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখার এবং একে প্রয়োজনীয় সার্বিক সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠান শেষে দায়িত্বশীলগণ আল-খাফযী ইসলামিক সেন্টারের বাংলা বিভাগের দাঈ শায়খ আব্দুর রকীবের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ ইদরীস আলী (৭৫) গত ২রা নভেম্বর শনিবার বাদ ফজর যেলার আক্কেলপুর থানাধীন জামালগঞ্জ গ্রামে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ৫ মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। একই দিন বিকাল সাড়ে চারটায় স্থানীয় আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর ইমামতিতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের পক্ষে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান জানাযাপূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমবেত মুছল্লীদেরকে আমীরে জামা'আতের সালাম পৌঁছে দেন এবং মাইয়েতের জন্য সকলের নিকট প্রাণখোলা দো'আ কামনা করেন। অতঃপর জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, জনাব ইদরীস আলী বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৫ সালে মিথ্যা মামলায় প্রায় দেড় বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করেন ও পরে বেকসূর খালাস পান।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : কুরবানীর চামড়ার মূল্য কি যাকাত বা ছাদাক্বার ৮টি খাতে দান করতে হবে? দান না করে তা নিজে ভক্ষণ করলে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-রাকীবুল ইসলাম
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : যেহেতু কুরআনে বর্ণিত ছাদাক্বার খাত ৮টি এবং রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর চামড়া ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেহেতু এর বাইরে তা দান করা বৈধ হবে না *(তওবা ৬০, বুখারী, মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮)*। এছাড়া দান না করে তার মূল্য ভক্ষণ করাও নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করল (অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ মূল্য ভোগ করল) তার কুরবানী হ'ল না *(হাকেম, বায়হাক্বী; ছহীহুল জামে' হা/৬১১৮)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : মাসবূক অবশিষ্ট ছালাত আদায় করার সময় ইমামের অনুসরণের জন্য সালাম ফিরিয়ে তারপর তা আদায় করবে কি?

-আইয়ূব আলী
পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ছালাতের যে অংশটুকু তোমরা পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে, সেটুকু পূর্ণ কর' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬)*। অর্থাৎ সালাম ফিরানো পর্যন্ত ইমামের অনুসরণ করবে। অতঃপর বাকী অংশ আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। যেহেতু সালামের মাধ্যমে ছালাতের পরিসমাপ্তি ঘটে, আর মাসবূকের ছালাত শেষ হয়নি, সেহেতু ইমামের সাথে তাকে সালাম ফিরাতে হবে না। বরং বাকী ছালাত আদায় করার পর সালাম ফিরানোর মাধ্যমে তাকে ছালাত শেষ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : জুম'আর ছালাতে নিয়মিতভাবে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে কি?

-ওয়াহীদুয্যামান
পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী।

উত্তর : জুম'আর ছালাতকে এজন্য খাছ করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন আমল পাওয়া যায় না। উপরন্তু কোন কোন তাবেঈ এরূপ নির্দিষ্টকরণকে বিদ'আত বলেছেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৪৫৫-৫৭)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিপদাপদের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কুনূতে নাযেলা পাঠ করতেন। পরে তা পরিত্যাগ করতেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফজরের ছালাতের সাথে এটা পাঠ করতেন *(যাদুল মা'আদ ১/২৭৩)*।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : একই ব্যক্তি ইমাম ও মুওয়াযযিনের দায়িত্ব পালন করতে পারবে কি?

-ইউসুফ, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : পারবেন, যদি তিনি উভয়ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন ও ক্বিরাআতে পারদর্শী হন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১১১৭-১৮)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : জামে' ছাগীর ও জামে' কাবীর গ্রন্থদ্বয়ের লেখকের নামসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

মুস্তাফীযুর রহমান
পূর্বপাড়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের লেখক হ'লেন, হাফেয জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবুবকর সৈয়ূতী (রহঃ) (৮৪৯-৯১১ হিঃ)। তিনি তাফসীর, ফিক্বহ, হাদীছ, উছূল, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ছয়শ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধিক গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে 'ইবনুল কুতুব' বা 'বইয়ের সন্তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। উল্লেখ্য যে, শায়খ আলবানী (রহঃ) জামে' ছাগীর গ্রন্থের হাদীছ সমূহ যাচাই-বাছাই করে ছহীহুল জামে' ও যঈফুল জামে' নামে পৃথকভাবে গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : যে ব্যক্তি মক্কার পথে মৃত্যুবরণ করবে ক্বিয়ামতের দিন তার হিসাব গ্রহণ করা হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-ছফিউল্লাহ খান
রাণীপুরা, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : হাদীছটি মওযূ' বা জাল। এটি বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মুসনাদে হারেছ ও ইবনু 'আদী সহ কয়েকটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। হাদীছটি হযরত জাবের ও আয়েশা (রাঃ) হ'তে মরফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম সূত্রে ইসহাক বিন বিশ্র আল-কাহেলী নামে একজন রাবী আছেন, যিনি 'মিথ্যাবাদী' হিসাবে অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয় সূত্রে 'আয়েয বিন নুসাইর নামে একজন রাবী আছেন, যিনি 'অধিক ভুলকারী' হিসাবে দুর্বল *(দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮০৪)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : হজ্জে গমনের সময় অনেকে মৃত্যুর আশংকায় অথবা যমযম পানিতে ধুয়ে বরকত হাছিলের জন্য কাফনের কাপড় নিয়ে যায়। এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?

-শহীদুল্লাহ
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ করা শরী'আতসম্মত নয়। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) হজ্জব্রত পালনকালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে তার ইহরামের

পোষাকেই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তিনি এ পোষাকেই ক্বিয়ামতের দিন তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে উঠবেন' *(বুখারী হা/১৮৫১, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৭)*। আর যমযম পানিতে কাফনের কাপড় ধৌত করে বরকত হাছিলের আকাঙ্খা করা কুসংস্কার মাত্র। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : অন্যান্য প্রাণী হারাম হ'লেও মৃত মাছ খাওয়া জায়েয হওয়ার কারণ কি?

-আব্দুল করীম সরদার
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মুমিনের পরিচয় হ'ল মেনে নেওয়া *(হাশর ৫৯/৭)*। কারণ অনুসন্ধান করা নয়। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শরী'আতের প্রতিটি বিধানই মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক কিছু প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন মৃত মাছ ভক্ষণ জায়েয হওয়ার পিছনে কারণ হ'ল- স্থলভাগের সকল প্রাণী বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বণ ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। তাই যখন এসব প্রাণীকে যবেহ করা হয়, তখন বিষাক্ত কার্বণ ডাই অক্সাইড রক্তের সাথে বের হয়ে যায়। কিন্তু যখন শ্বাসরোধ করা হয় বা স্বাভাবিকভাবে এসব প্রাণী মৃত্যুবরণ করে, তখন বিষাক্ত রক্ত দেহাভ্যন্তরে গোশতের সাথে থেকে যায়। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। সেকারণ এসব মৃত প্রাণী খাওয়া নিষিদ্ধ। অন্যদিকে মাছ পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে, যা কার্বণ ডাই অক্সাইড মুক্ত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও তাতে ক্ষতিকর কোন উপাদান থাকে না। এজন্যই জলজ হালাল প্রাণী মৃত হ'লেও মানুষের জন্য তা হালাল করা হয়েছে *(আত্বীয়া মুহাম্মাদ সালেম, শরহ বুলূগুল মারাম ২/৪)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : জন্মগতভাবে শিং বা কান না থাকলে উক্ত পশু কুরবানী করা জায়েয হবে কি?

-সারোয়ার হোসাইন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : এরূপ পশু কুরবানী করা জায়েয। তবে যেহেতু রাসূল (ছাঃ) শিংওয়ালা পশু কুরবানী দিয়েছেন *(বুখারী হা/১৭১২; মিশকাত হা/১৪৫৩)* সেহেতু শিংওয়ালা পশু কুরবানী করাই উত্তম।

প্রশ্ন (১০/৯০) : মসজিদের ভিতরে প্রজেক্টর বা টিভির মাধ্যমে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রদর্শন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মামূনুর রশীদ
রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : টিভি, প্রজেক্টর উভয়টিই আধুনিক প্রচার মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। যা ভাল-মন্দ উভয় কাজেই ব্যবহার করা সম্ভব। সুতরাং মসজিদ সহ যে কোন স্থানে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারে এগুলি ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১১/৯১) : বৃষ্টি ও সেচ উভয়ের সমন্বয়ে ফসল উৎপাদিত হ'লে কি হিসাবে ওশর প্রদান করতে হবে?

-আব্দুল মজীদ
সাহারবাটী, মেহেরপুর।

উত্তর : শুধু বৃষ্টি, বন্যা বা নালার পানিতে ফসল উৎপন্ন হ'লে ১০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে এবং শুধু সেচের পানিতে উৎপাদন হ'লে ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭)*। ওশর ও নিছফে ওশর সম্পর্কিত হাদীছের মর্ম অনুযায়ী ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'যে শস্য চাষে অধিক খরচ হয় না, সেখানে দশ ভাগের একভাগ এবং যে শস্য চাষের খরচ অধিক, সেখানে বিশ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে'। ইমাম নববী বলেন, 'এ বিষয়ে বিদ্বানগণ সকলে একমত' *(নায়লুল আওত্বার ৫/১৮১ পৃঃ 'ফসল ও ফলের যাকাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : মসজিদে কোন একটি স্থানকে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-শরফুদ্দীন সিকান্দার
কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তর : মসজিদে কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া শরী'আতসম্মত নয়। আব্দুর রহমান বিন শিবল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর ন্যায় হাত বিছিয়ে দিতে এবং মসজিদের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে। উট যেভাবে নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নেয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯০২)*। এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ ধরনের কাজ মুছল্লীকে রিয়া-য় উপনীত করে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২২৩ পৃঃ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : মহিলারা ট্রেনের মহিলা কামরায় মাহরাম ব্যতীত ভ্রমণ করলে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-ছাবির আলী মোল্লা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩)*। তবে নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হ'লে অভিভাবক নিজ দায়িত্বে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন *(বুখারী হা/৩৫৯৫; মিশকাত হা/৫৮৫৭, 'নবুঅতের আলামত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : বিবাহের ওয়ালীমা কি বিয়ের পরের দিন করাই যরূরী। না পরে করা যাবে?

-আতীকুল ইসলাম
বড় বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : বাসর রাতের পরের দিন ওয়ালীমা করাই সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত অতিবাহিত করার পর ওয়ালীমা করেছিলেন *(বুখারী হা/৫১৭০)*। তবে তিনদিন পর্যন্তও বিলম্বিত করা যায়। রাসূল (ছাঃ) ছাফিয়াহ (রাঃ)-কে বিবাহের পর তিনদিন যাবৎ ওয়ালীমা খাইয়েছিলেন *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৩৮৩৪, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা দেওয়ার অনুমতি দিলে মাকে সিজদার অনুমতি দিতাম। উক্ত বক্তব্য সঠিক কি?

-আনীসুর রহমান
চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর: কথাটি ভিত্তিহীন। সঠিক বক্তব্য হ'ল, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি যদি কাউকে কারু জন্য সিজদা করার হুকুম দিতাম' তাহ'লে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য' *(আবুদাঊদ হা/২১৪২, তিরমিযী হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৩২৫৫)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : নতুনভাবে ছালাত শুরু করার ক্ষেত্রে যদি কোন সূরা বা দো'আ মুখস্থ না থাকে তাহ'লে তার জন্য করণীয় কি?

-সাঈদুর রহমান
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : তাকে অন্ততঃ আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বা আল্লাহুম্মাগফিরলী বলতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন আওফা (রাঃ) বলেন, একজন ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কুরআন জানি না। অতএব আমাকে এর স্থলে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি বল *'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিঈল 'আযীম*। তখন সে বলল, এ তো আল্লাহর জন্য, আমার জন্য কি? তিনি বললেন, তুমি বল *আল্লাহুম্মারহামনী ওয়ারযুক্বনী ওয়া আ'ফিনী ওয়াহদিনী (আবুদাঊদ হা/৮৩২, নাসাঈ হা/৯২৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে দুই সিজদার মাঝে *'রব্বিগফিরলী'* বলবে *(ইবনু মাজাহ হা/৮৯৭)*। তবে এটি স্রেফ সাময়িক কালের জন্য। কেননা সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪)*। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সূরা ও দো'আ সমূহ শেখার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : আরশ সম্পর্কে উমাইয়া বিন আবী সালতের যে কবিতা রাসূল (ছাঃ) সত্যায়ন করেছেন (رجل وثور ....إلا معذبة وإلا تجلد) বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (আহমাদ হা/২৩১৪, আবু ইয়া'লা হা/২৪৮২)। হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ আমীরুল ইসলাম
শান্তিনগর, জয়পুরহাট।

উত্তর : হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৫৭৯, শু'আইব আরনাঊত্ব, আহমাদ হা/২৩১৪)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠী আলাভী বা নুছায়রিয়াদের আক্বীদা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল হাসীব
মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : শী'আদের ইছনা 'আশারিয়া ফেরকা থেকে বের হওয়া এই গোষ্ঠীটির আক্বীদা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। তাদের প্রধান আক্বীদাগুলি হ'ল : (১) এরা বিশ্বাস করে যে, আলী (রাঃ) তাদের প্রভু। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাকে কেউ জন্ম দেয়নি। তিনি মারা যাননি, তিনি পানাহার করেন না। (২) তারা খ্রিষ্টানদের ন্যায় ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। তাদের মতে, আলীর মধ্যে আল্লাহ প্রবেশ করেছেন। অতঃপর আলী মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন, মুহাম্মাদ সৃষ্টি করেছেন সালমান ফারেসীকে, আর সালমান ফারেসী সৃষ্টি করেছেন পঞ্চ ইয়াতীমকে, যাদের হাতে রয়েছে আসমান-যমীনের নিয়ন্ত্রণ। তারা হ'লেন, মিকদাদ, আবু যর গিফারী, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, উছমান বিন মায'উন ও কুম্বর বিন কাদান (ইনি মানুষের শরীরে রূহ সঞ্চারকারী)। (৩) তারা মনে করে যে, মৃত্যুর পর আলী-এর রূহ মেঘমালায় অবস্থান করছে। সেজন্য তারা মেঘকে সালাম দেয় এবং বিশ্বাস করে যে, মেঘের গর্জন আলী (রাঃ)-এর ধমক এবং বিদ্যুতের চমক তার চাবুকের আঘাত। (৪) তারা হজ্জব্রত পালন করে না। বরং একে কুফরী এবং মূর্তিপূজা বলে আখ্যায়িত করে (৫) তারা মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। ফলে কিয়ামত, পরকাল, প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশকে তারা অস্বীকার করে *(ড. গালিব বিন আলী ইওয়াজী, ফিরাক্ব মু'আছারাহ ২/৫৬১-৬৩)*।

এদের সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এরা ইহুদী-নাছারাদের চেয়েও এমনকি মূর্তিপূজক হিন্দুদের চেয়েও বড় কাফের। এরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত তাতার ও ফিরিঙ্গী যোদ্ধাদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। অতীতে বাগদাদের ইসলামী খেলাফত কেবল তাদের সহযোগিতার কারণেই তাতারদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৫/১৪৯-১৫০)*।

(এদের বর্তমান ভূমিকা বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা, সেপ্টে-অক্টো'১৩ পৃঃ ৩০-৩৭)।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : কোন ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহসিন কামাল
মধ্য বাসাবো, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছটি ছহীহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ভালভাবে গোসল করে। অতঃপর সকাল সকাল মসজিদে যায় পায়ে হেঁটে, গাড়ীতে নয় এবং আগে ভাগে নফল ছালাত শেষে ইমামের কাছাকাছি বসে ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবার শুরু থেকে শুনে এবং অনর্থক কিছু করে না, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের অর্থাৎ দিনের ছিয়াম ও রাতের বেলায় নফল ছালাতের সমান নেকী হয়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/৩৪৫, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

[আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ মে ২০০০ (২১/২৩১) নং প্রশ্নোত্তরে ভুল ছিল। এজন্য আমরা দুঃখিত -সম্পাদক]।

প্রশ্ন (২০/১০০) : কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'লে নফল ছালাত আদায় করতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আতীকুল ইসলাম

নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : শরী'আতে এরূপ নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) যখন কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তায় পড়তেন, তখন তিনি নফল ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তেন *(আবুদাঊদ হা/১৩১৯, মিশকাত হা/১৩২৫, সনদ হাসান)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হ'তেন, তখন এই দো'আটি পড়তেন يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ *'ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ'* (হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি আপনার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি) *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : জনৈক আলেম বলেন যে, ঈদের ছালাতে ছানা পাঠ করা যাবে না। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

-সিরাজুল ইসলাম মাস্টার
দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই কোন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখনই তাকবীরে তাহরীমের পর দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে পঠনীয়' অনুচ্ছেদ)*। ঈদের ছালাতেও অনুরূপভাবে প্রথম তাকবীরের পর ছানা পাঠ করতে হবে *(ইবনু কুদামা, মুগনী মাসআলা নং ১৪১৬; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/২৪০)*। তবে জানাযার ছালাতে ছানা না পড়াই মুস্তাহাব *(নববী, মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৫/২৩৪, মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১৭/১১৯)*।

প্রশ্ন (২২/১০২) : ই'তিকাফে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার সঠিক সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইউনুস
মাহমূদপুর, জামালপুর।

উত্তর : ই'তিকাফ স্থলে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন *(বুখারী হা/২০২৫, মুসলিম; মিশকাত হা/২০৯৭)*। আর শেষ দশক বলতে শেষ দশ রাত্রিকে বুঝানো হয় *(সূরা ফজর ২)*। আর ২০ তারিখ সূর্যাস্তের মাধ্যমে ২১ তারিখ শুরু হয় এবং ১লা শাওয়ালের চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। কোন কোন বিদ্বান আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফের ইচ্ছা করলে ফজরের ছালাত আদায় করার পর তাঁর ই'তিকাফস্থলে প্রবেশ করতেন *(আবুদাঊদ হা/২৪৬৪, ইবনু মাজাহ হা/১৭৭১)* মর্মে বর্ণিত হাদীছটি থেকে ফজরের পর ইতিকাফ শুরুর ব্যাপারে মত প্রকাশ করলেও তার জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূল (ছাঃ) আগের দিন সূর্যাস্তের সময় মসজিদে প্রবেশ করে ফজর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন এবং এরপর স্বীয় ই'তিকাফস্থলে একাকী হ'তেন *(নববী, শরহ মুসলিম ৮/৬৮, ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৩৭)*।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : টিভি, ইন্টারনেট তথা মিডিয়া বর্তমানে সমাজকে অশ্লীল কাজে উদ্বুদ্ধ করার প্রধানতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এগুলি ধর্মীয় জ্ঞানার্জনেরও অন্যতম মাধ্যম। এক্ষণে এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি?

-সুমাইয়া খাতুন
বান্দাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : কেবল টিভি-ইন্টারনেটই নয় বরং বর্তমান সমাজের সার্বিক পরিস্থিতি মানুষকে সর্বদা পাপের দিকে প্ররোচিত করছে। মূলতঃ এগুলো সবই কিয়ামতের আলামত মাত্র *(মুসনাদে বাযযার, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৩৮)*। তবুও এগুলির মধ্যেই সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে এবং সাধ্যমত 'মুনকার' এড়িয়ে চলতে হবে। সাথে সাথে সকল প্রকার বৈধ পন্থায় দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। মক্কায় ইসলামের প্রথমযুগে রাসূল (ছাঃ) যুল-মাজায নামক বাজারে গিয়ে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন *(ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯, ইবনু হিব্বান হা/৬৫৬২)*। যদিও বাজারকে হাদীছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৬)*। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর লক্ষ্য ছিল অধিক সংখ্যক লোকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো। বর্তমান যুগে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া আপামর জনসাধারণের নিকটে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার এক বড় মাধ্যম। সুতরাং এর মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা হ'তে মানুষকে দূরে রাখার জন্য প্রচার চালাতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি হিকমত ও উত্তম নছীহতের সাথে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দাও' *(নাহল ১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার পক্ষ হ'তে একটি আয়াত জানা থাকলেও তা অন্যকে পৌঁছে দাও *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : দেনমোহরের অর্থ পরিশোধ করার পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে এবং তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক না থাকায় তা স্ত্রীর ওয়ারিছদেরকে ফেরত প্রদান করা সম্ভব না হ'লে করণীয় কি?

-ওয়াহীদুযযামান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত দেনমোহর স্ত্রীর সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে। অতএব সন্তান থাকলে চার ভাগের একভাগ স্বামী ওয়ারিছ হিসাবে গ্রহণ করবে। বাকী সম্পদ ছেলে-মেয়ে সহ অন্যান্য ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। আর যদি সন্তান না থাকে তাহ'লে স্বামী অর্ধেক নিবে। বাকী সম্পদ অন্যান্যদের মাঝে বণ্টন করবে। তবে ওয়ারিছদের মাঝে তা বণ্টন করা সম্ভব না হ'লে, উক্ত সম্পদ স্ত্রীর নামে ছাদাক্বায়ে জারিয়া করবে।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী একজন আমীরের নির্ধারিত কোন মেয়াদকাল আছে কি?

-আব্দুর রহমান
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী আমীর বা ইমাম যতদিন স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন, ততদিন

পালন করে যাবেন। তবে রাষ্ট্রের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মজলিসে শূরা যখন তাকে এ দায়িত্বের জন্য অক্ষম মনে করবে, তখন তাকে অব্যাহতি দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কওমের ঐ আমীর কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবেন, কওমের লোকেরা যাকে (তার যুলুমের কারণে) অপসন্দ করে' *(তিরমিযী হা/৩৫৯)*।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : খলীফাগণের নির্বাচন পদ্ধতি কি ছিল?

-আব্দুল জলীল, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : পদ্ধতিগত সামান্য পার্থক্য থাকলেও প্রত্যেকেই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে বর্ণিত হ'ল।-

১ম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) : রাসূলে করীম (ছাঃ) স্বীয় অনুপস্থিতিতে আবুবকর (রাঃ)-কে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৭১৩, মুসলিম হা/৪১৮; মিশকাত হা/১১৪০)*। পরবর্তীতে সাকীফা বনু সা'এদায় মিলিত হয়ে আলোচনার একপর্যায়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে ওমর (রাঃ)-এর বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকর হয়। অতঃপর সকলে তাঁকে খলীফা হিসাবে মেনে নেন *(বুখারী হা/৬৮৩০; আল-আহকাম, পৃঃ ৭; ইবনু জারীর তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক ৩/২৪১-২৪৩)*।

২য় খলীফা ওমর (রাঃ) : বিদায়ী খলীফা আবুবকর (রাঃ) মৃত্যুকালীন সময়ে বিশিষ্ট ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে পরবর্তী খলীফা হিসাবে তাঁকে নির্বাচন করেন। অতঃপর বিষয়টি উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরামের নিকটে তিনি পেশ করলে সকলে তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন *(তারীখে ত্বাবারী ২/৩৫২, ৩৫৩; ইবনু সা'দ, তাবাক্বাতুল কুবরা ৩/১৯৯-২০০)*।

৩য় খলীফা ওছমান (রাঃ) : ওমর (রাঃ) শাহাদাত বরণকালে ছয়জনকে নিয়ে একটি 'শূরা' গঠন করে দেন, যাদের প্রত্যেকেই দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ওছমান (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা হিসাবে নির্বাচন করেন *(বুখারী হা/৩৭০০; আল-বিদায়াহ ৭/১৫২)*।

৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ) : ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণের পর হযরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফত গ্রহণের অনুরোধ করা হ'লে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'এটা তোমাদের এখতিয়ার নয়। বরং এটি বদরী ছাহাবা ও শূরা সদস্যদের দায়িত্ব। তাঁরা একত্রে বসে যাকে মনোনীত করবেন, তিনিই খলীফা হবেন' *(আশ-শূরা পৃঃ ১০৩)*। পরবর্তীতে মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণের অনুরোধ মসজিদে নববীতে তিনি বায়'আত গ্রহণ করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) সর্বপ্রথম তার বায়'আত গ্রহণ করলে বাকী সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেন *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/২২৫-২৬; তারীখে ত্বাবারী ৪/৪২৭-২৮)*।

চারজন খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে। তাঁদের মধ্যে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ ছিল না, ছিল না নেতৃত্বের প্রতি সামান্যতম কোন লোভ। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জান্নাত। উম্মতের একান্ত প্রয়োজনেই কেবল তাঁরা খেলাফতের এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বর্তমান যুগের নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার এ রাজনীতির সাথে ইসলামী খেলাফতের সামান্যতম কোন সম্পর্ক নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কেবল দাওয়াতী কাজ করে, রাজনৈতিক ময়দানে তাদের কোন কার্যক্রম নেই। অতএব এটি কি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন?

-আহমাদুল্লাহ, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলনের নাম। যে আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। দুনিয়াবাসীর প্রতি এ আন্দোলনের একমাত্র আহ্বান- আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এ আন্দোলনের সকল কর্মসূচী প্রণীত। যা হক-এর পথে দাওয়াত ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ। এটাই হ'ল নবীগণের চিরন্তন তরীকা। কেননা ব্যক্তির আক্বীদা-আমল ও চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ব্যতীত স্থায়ীভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন কখনোই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : প্রয়োজনীয় ছবি তোলা ও প্রিন্ট করার ব্যবসা করা যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে প্রাণীর ছবি তোলা নিষিদ্ধ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৮, 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ)*। ছবি সম্পর্কিত হাদীছসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সম্মানের উদ্দেশ্যে অর্ধদেহী বা পূর্ণদেহী সকল প্রকার প্রাণীর ছবি টাঙানো বা স্থাপন করা নিষিদ্ধ। তবে বাধ্যগত কারণে, জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, রেকর্ড রাখার স্বার্থে ও হীনকর কাজে ব্যবহারের জন্য ছবি তোলা চলে *(দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' বই)*। সে হিসাবে পাসপোর্ট, ভিসা, আইডেন্টিটি কার্ড, লাইসেন্স, পলাতক আসামী ধরার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড রাখার জন্য ইত্যাদি বাধ্যগত ও যরূরী কারণে ছবি তোলা জায়েয। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬; বাক্বারাহ ২৩৩, ২৮৬)*। তবে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কেবল এসব কাজের জন্য উক্ত ব্যবসা পরিচালনা করা কঠিন। সুতরাং এরূপ পেশা থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : আমরা যেভাবে প্রতি বছর কুরবানীর বিধান পালন করে থাকি। ইব্রাহীম (আঃ) যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনিও কি প্রতি বছর কুরবানী করেছিলেন?

শফীকুল ইসলাম, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান দিয়েছি *(হজ্জ ২২/৩৪)*। সুতরাং ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরেও উক্ত বিধান জারী ছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে তার পদ্ধতি ও বিধান সম্পর্কে আমাদের জানানো হয়নি।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : ওয়ারিছের অনুমতি সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি কি তার সম্পূর্ণ সম্পদ কাউকে দান করতে পারেন? অনুমতি প্রদানের পর পরবর্তীতে তা পুনরায় দাবী করলে সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

মুহসিন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি উত্তরাধিকারীদের অনুমতি নিয়ে স্বেচ্ছায় যাকে খুশী দান করতে পারেন। তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে দান করা জন্য উদ্বুদ্ধ করলে আবুবকর (রাঃ) পরিবার-পরিজন থাকা সত্ত্বেও তাঁর সম্পূর্ণ সম্পদ দান করে দেন *(আবুদাঊদ হা/১৬৭৮)*।

আর অনুমতি প্রদানের পর তা ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, দান করে ফেরত নেওয়া বমি করে বমি খাওয়ার ন্যায় *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩৯)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : ব্রাক, আশা, কেয়ার প্রভৃতি এনজিওতে চাকুরী করা বা তাদের সাথে যে কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-লিয়াকত আলী
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এধরনের এনজিওতে চাকুরী করা শরী'আতসম্মত হবে না। কেননা এরা সমাজে কিছু কিছু ভাল কাজের আড়ালে ক্ষুদ্র ঋণের নামে সূদী কার্যক্রমে মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। এছাড়াও তারা ধর্মান্তরকরণ, নারীর পর্দাহীনতা, একসন্তান নীতি প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সুতরাং এসব এনজিওতে চাকুরী করার মাধ্যমে মূলতঃ অন্যায় কর্মে সহায়তা করা হবে। আর গুনাহের কাজে সহায়তা করা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : বেড়ানো বা পড়াশুনার উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুর রঊফ, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : কোন বাধা নেই। তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। (১) নিজের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ করা সম্ভব হ'লে। (২) নিজেকে সকল প্রকার পাপের কর্ম থেকে হেফাযত করতে সক্ষম হ'লে। যদি এ দু'টি শর্ত পূরণ করা সম্ভব হবে না বলে নিশ্চিত ধারণা হয়, তবে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। কেননা দুনিয়া পাওয়ার জন্য আখেরাতকে হারানো মুমিনের জন্য বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। নিতান্তই যেতে বাধ্য হ'লে সেখানে গিয়ে নিজের আক্বীদা ও আমলগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। অন্যদের সাথে মিশতে হ'লে তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে মিশতে হবে। কোন অবস্থাতেই অমুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া যাবে না। তাদের সামঞ্জস্য অবলম্বন করা যাবে না। তাহ'লে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের মাঝে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলিম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/২৬৪৫, তিরমিযী হা/১৬০৪)*। অর্থাৎ মুসলিম পরিবেশেই তাকে থাকতে হবে। বিরোধী পরিবেশে থেকে ঈমান হারালে সে দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : আমার স্বামীকে ২০ বছর যাবৎ নানাভাবে বুঝানোর পরেও মাসে কয়েকদিন ব্যতীত সে ছালাত আদায় করে না। এক্ষণে উক্ত স্বামীর সাথে বসবাস করা জায়েয হবে কি?

-শিরীন শারমীন, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : ঐ ব্যক্তির ছালাত মুনাফিকের ছালাত হিসাবে গণ্য হবে *(নিসা ৪/১৪২)*। ছালাতের ফারয়িযাতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার না করা পর্যন্ত সে প্রকৃত কাফের নয়। অতএব তার সঙ্গে বসবাস করা যাবে। তবে তার উপর কঠোরতা আরোপ করতে হবে *(তওবা ৯/৭৩)*। তাকে সাধ্যমত হেদায়াতের চেষ্টা করে যেতে হবে। অন্যথা 'খোলা'-র মাধ্যমে তার থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে *(বুখারী হা/৫২৭৩; নাসাঈ হা/৩৫১০; মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : লওহে মাহফূয সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-এনামুল হক, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : লওহে মাহফূয হচ্ছে এক কিতাব। যার মধ্যে সকল সৃষ্টির তাক্বদীর সহ অতীত এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয় লিখিত আছে *(তিরমিযী হা/২১৫৫; মিশকাত হা/৯৪)*। কুরআনও তার মধ্যে লিখিত রয়েছে *(বুরূজ ২২)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : জিন ও মানুষ ব্যতীত অন্য কোন উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কিছু পাওয়া যায় কি?

-কাবীরুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : কুরআন ও হাদীছে জিন, মানুষ আর ফেরেশতা ছাড়া অন্য কোন উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। যদি থেকেও থাকে তাহ'লে তা গায়েবী বিষয়। সে সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : আলেমগণের মাঝে মতভেদের কারণ কি এবং এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের করণীয় কি? কিরূপ মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে গোনাহ হয় না? ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্যের কারণে যে সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের করণীয় কি?

-লাবীব
শর্ষিনা, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তর : আলেমগণের মাঝে মতভেদের কারণগুলো হচ্ছে : (১) কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ফৎওয়া প্রদান করা। (২) নিজ নিজ মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করা। (৩) ছহীহ দলীল পাওয়া সত্ত্বেও রেওয়াজ বা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে অথবা যিদ ও হঠকারিতা বশতঃ নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়া। (৪) সালাফে ছালেহীনের বুঝকে অগ্রাহ্য করা। এসব কারণে উক্ত আলেমগণ অবশ্যই গুনাহগার হবেন এবং উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ কোন আলেমের মধ্যে পাওয়া গেলে তার থেকে দূরে থাকা সাধারণ মানুষের জন্য কর্তব্য হবে।

হকপন্থী আলেমগণের মাঝেও অনেকসময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যার কারণসমূহ নিম্নরূপ : (১) কোন বিষয়ে কোন আলেমের নিকটে দলীল না পৌঁছা। (২) দলীল ভুলে যাওয়ার কারণে ফৎওয়া ভুল হওয়া (৩) দলীলের ব্যাখ্যায় বুঝ ভিন্ন হওয়া (৪) যে দলীলের ভিত্তিতে ফৎওয়া

প্রদান করা হয়েছে, তা পরবর্তীতে যঈফ প্রমাণিত হওয়া (৫) ছহীহ দলীল সমূহের মাঝে সমন্বয়ে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যুগ পরম্পরায় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এরূপ অনাকাংখিত এবং ইজতিহাদী ভুলের কারণে তাদের গোনাহগার হতে হবে না। কিন্তু এইসব মতভেদকে কেন্দ্র করে কোন বিদ্বানের প্রতি অতিভক্তি বা অতিবিদ্বেষ পোষণের কারণেই মূলতঃ সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কর্তব্য হবে বক্তব্যগুলি যাচাই করা এবং যাঁর বক্তব্য বিশুদ্ধতম হাদীছের সর্বাধিক অনুকূলে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাখ্যা ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে, সেটি গ্রহণ করা। সাথে সাথে হকপন্থী সকল বিদ্বানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : অনেক গৃহকর্তা বা কর্ত্রী কাজের মানুষদের সাথে দাস-দাসীর ন্যায় আচরণ করে থাকে এবং তাদের অনেক নীচু পর্যায়ের বলে মনে করে। তাদেরকে নিম্ন মানের পোষাক, খাবার, আবাসস্থল প্রদান করে। এক্ষণে এরূপ আচরণের পরিণাম এবং এদের সাথে আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূরে আলম ছিদ্দীক্বী, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষের অধিকার সমান। প্রত্যেকেই এক আদমের সন্তান। কারু উপর কারু কোন প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত *(আহমাদ হা/২৩৫৩৬; ছহীহাহ হা/২৭০০)*। যিনি যতবেশী আল্লাহভীরু, তিনি ততবেশী সম্মানিত *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। আল্লাহ মানুষে মানুষে কর্মবিভাগ সৃষ্টি করেছেন, তাদের পরস্পর থেকে কাজ নেবার জন্য *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। কাউকে মনিব, কাউকে কর্মচারী বানানোর মধ্যে রয়েছে এক দূরদর্শী মহাপরিকল্পনা। যার মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবী পরিচালনা করে থাকেন। এই কর্মবিভাগের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য রয়েছে পরীক্ষা। কে সবচেয়ে সুন্দর আমল করতে পারে *(মুল্ক ৬৭/২)*।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি দশ বছর রসূল (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি, আমার সব কর্ম তিনি যেভাবে চাইতেন সেভাবে করতে পারতাম না। তা সত্ত্বেও তিনি কখনও আমাকে সামান্যতম কষ্ট দিয়ে কথা বলেননি এবং তিনি বলেননি যে, কেন এটা করেছ এবং কেন এটা করনি? *(আবুদাউদ হা/৪৭৭৪)*। রাসূল (ছাঃ) মনিবদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমাদের অধীনস্তদের তোমরা তাই খেতে দাও, যা তোমরা খাও। তাদেরকে তাই পরিধান করাও, যা তোমরা পরিধান কর। তাদেরকে এমন দায়িত্ব দিয়ো না যা তাদেরকে অপারগ করে দেয়। যদি তাদেরকে কোন কষ্টকর কাজ দাও, তাহ'লে তোমরা তাদেরকে সহযোগিতা কর *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৯০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যখন তোমাদের কারও খাদেম খানা তৈরী করে, অতঃপর সে উক্ত খানা তার মালিকের সম্মুখে উপস্থিত করে, অথচ সে আগুনের তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করেছে, তবে যেন মালিক তাকে নিজের সাথে বসায় এবং নিজের সাথে খানা খাওয়ায়। খাদ্যের পরিমাণ কম হ'লে অন্তত তা হ'তে এক/দুই লোকমা খাদ্য যেন তার হাতে তুলে দেয়' *(মুত্তাফাক 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪৭)*।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে গালি দেয়, অপবাদ দেয়, অপরের মাল ভক্ষণ করে, খুন করে, প্রহার করে বা কোনরূপ অন্যায় করে, ক্বিয়ামতের দিন তার নিকট হ'তে তার পূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে' *(মুসলিম হা/২৫৮১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে আমাকে তালাশ কর। কেননা তোমরা রূযীপ্রাপ্ত হয়ে থাক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে *(আবুদাঊদ হা/২৫৯৪)*। অতএব গরীবদের প্রতি দয়াশীলতাই রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তাছাড়া ধনীদের পাঁচশ' বছর পূর্বে গরীবরা জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/২৩৫১)*। অতএব তাদেরকে অমর্যাদা নয় বরং সম্মান করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : যেসব বিদ'আতীদের সালাম প্রদান করা যাবে না তাদের কোন পর্যায় রয়েছে কি? না কি সাধারণভাবে সকল প্রকার বিদ'আতীকেই সালাম প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে?

-ইউসুফ মোল্লা
আলীবহর, শ্যামপুর, ঢাকা।

উত্তর : বিদ'আতীর বিদ'আত যদি শিরক বা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হয়, তাহ'লে তাকে সালাম প্রদান করা যাবে না। যেমন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কিছু প্রার্থনা করা বা তাকে অসীলা ধরা, অথবা আওলিয়াগণ মরেন না, তারা অপরকে সাহায্য করতে পারেন এরূপ আক্বীদা পোষণ করা। শিরক বা কুফরের পর্যায়ভুক্ত না হলেও সালাম দেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে, যদি এর দ্বারা ধর্মীয় কোন উপকার হয়। যেমন সালাম না দিলে যদি তার বিদ'আত পরিত্যাগের সম্ভাবনা থাকে। তবে যদি এরূপ ধর্মীয় উপকার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহ'লে তাকে সালাম দিয়ে নছীহত করা অব্যাহত রাখবে। কেননা কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বলা বন্ধ রাখতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় প্রার্থনা করা বা কোন বিপদে তার নিকটে সাহায্য কামনা করা কি শরী'আতসম্মত?

-আব্দুল কাদের, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় প্রার্থনা করা বা কোন বিপদে তার নিকটে সাহায্য কামনা করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না' *(জিন ৭২/২১)*। রাসূল (ছাঃ) নিজ কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না' *(মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩)*। আল্লাহ বলেন, হে নবী! তুমি বলে দাও, আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না, আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, তাহ'লে অধিক অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করতে পারত না *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*।

যে রাসূল নিজের কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখেন না, মৃত্যুর পরে তাঁর পক্ষে অপরের উপকার করা কিভাবে সম্ভব? তাহ'লে তো তিনি জামাতা আলী এবং নাতি হাসান ও হোসাইনকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারতেন।

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবীর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম এবং তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। এখন (তাঁর মৃত্যুর পরে) নবীর চাচা (আব্বাস)-এর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাদের বৃষ্টি দাও! অতঃপর বৃষ্টি হ'ত *(বুখারী হা/১০১০; মিশকাত হা/১৫০৯)*। এতে পরিষ্কার যে, জীবিত মানুষের অসীলা ধরা যায়। কিন্তু মৃত মানুষের নয়। তাই তিনি নবী-রাসূল বা যেই-ই হৌন না কেন। সেজন্যই রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তুমি কিছু চাইলে আল্লাহ্র নিকটেই চাও, সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ্র কাছেই প্রার্থনা কর' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০২)*। কিছু যঈফ ও জাল হাদীছ দ্বারা ছূফীরা অসীলা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে মাত্র *(দ্রঃ আলবানী, আত-তাওয়াসসুল পৃঃ ১০১-০৩)*।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : অনেক মানুষকে ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে বললে তারা সেগুলিকে শাখাগত বিষয় বলে এড়িয়ে যান। যেমন দাড়ি রাখা প্রসঙ্গে। এক্ষণে দ্বীনের মধ্যে মৌলিক ও শাখাগত বিষয় বলে কোন পার্থক্য আছে কি?

-মুখতার, বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, আমার রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। আর তিনি কোন কথাই বলেন না আল্লাহ্র 'অহী' ব্যতীত *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। অতএব তাঁর আনীত ইসলামের ছোট-বড় সকল বিধানই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান। ছাহাবায়ে কেরাম সকল আদেশ-নিষেধকে সমান মর্যাদা দিতেন ও তা পালনের জন্য জীবনপাত করতেন। অতএব গুরুত্বের বিবেচনায় কমবেশী হ'লেও মর্যাদায় সবই সমান। বিশেষ করে দাড়ি রাখাটা হ'ল একটি নিদর্শনমূলক সুন্নাত। যেটি সকল নবী-রাসূলের পালিত সুন্নাত। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী রাখতে হবে, অন্যের অনুকরণে নয়। অতএব শরী'আতে যে বস্তু যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবেই পালন করতে হবে। মূল ও শাখা বলে পার্থক্য বা হালকা করা যাবে না। ফক্বীহগণ শব্দ দু'টি ব্যবহার করে থাকেন গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। হালকা বা অবজ্ঞা করার জন্য নয়।

ওলামা সম্মেলন

'বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়' শীর্ষক ওলামা সম্মেলন।

স্থান : দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তারিখ : ১০ জানুয়ারী'১৪ রোজ শুক্রবার, সকাল- ৮টা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দেশের যেসব স্থানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই ও পত্রিকা পাওয়া যায়

১। হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০, বংশাল রোড, ঢাকা- ০২৯৫৬৮২৮৯, ০১৮৩৫৪২৩৪১১।
২। সরকার ইলেক্ট্রনিক্স, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা- ০১৯১১১৩৩৯৭৫।
৩। মীযানুর রহমান, আল-আমীন জামে মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা- ০১৭৩৬৭০০২০২।
৪। সালাফী পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা- ০১৯১৩৩৭৬৯২৭।
৫। আমীর সাধুর মার্কেট, ইপিজেড মোড়, চট্টগ্রাম- ০১৮৩৮৯৩৭৮৪১।
৬। আদর্শ লাইব্রেরী, বগুড়া- ০৫১৬৭৭১৪।
৭। মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী, বগুড়া- ০১৭১৬৫৩৬৫৪৯।
৮। মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, গাঁজাগোলার মোড়, নওগাঁ- ০১৯১৯৬২২৮৭৬
৯। আদর্শ বই বিতান, ১২নং পৌরবাজার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ- ০১৭১৪৫৫৯৮৫৪।
১০। ছাদিকুর রহমান, দিনাজপুর- ০১৭২৬২৫৬২২২।
১১। আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নযরপুর, নরসিংদী- ০১৯৩২০৭২৪৯২।
১২। আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, সিলেট- ০১৯২০৭৩৭৭৩০।
১৩। বেলাল হোসাইন, মৌলভী বাজার- ০১৬৮২৮৬৫৫৮৬।
১৪। হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, যশোর-০১৭২৮৩৩৮২৮৫।
১৫। লাকী স্টোর, খুলনা- ০১৭১২০৫১০০৫।
১৬। ছালেহা লাইব্রেরী, হেলাতলা, খুলনা- ০১৭১১২১৭২৮৮।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘণ্ট অনুসারে)

হিজরী ১৪৩৫ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০১৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২০

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহরের সময় শুরু	আছরের সময় শুরু	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশার সময় শুরু
০১ ডিসেম্বর	২৭ মুহাররম	১৭ অগ্রহায়ণ	রবিবার	৪ঃ৫৯	৬ঃ২৪	১১ঃ৫০	২ঃ৫৫	৫ঃ১১	৬ঃ৩৩
০৫ ,,	০১ ছফর	২১ ,,	বৃহস্পতিবার	৫ঃ০২	৬ঃ২৬	১১ঃ৫২	২ঃ৫৬	৫ঃ১১	৬ঃ৩৪
১০ ,,	০৬ ,,	২৬ ,,	মঙ্গলবার	৫ঃ০৫	৬ঃ৩০	১১ঃ৫৪	২ঃ৫৮	৫ঃ১২	৬ঃ৩৫
১৫ ,,	১১ ,,	০১ পৌষ	রবিবার	৫ঃ০৮	৬ঃ৩৩	১১ঃ৫৬	২ঃ৫৯	৫ঃ১৪	৬ঃ৩৭
২০ ,,	১৬ ,,	০৬ ,,	শুক্রবার	৫ঃ১১	৬ঃ৩৬	১১ঃ৫৮	৩ঃ০১	৫ঃ১৬	৬ঃ৩৯
২৫ ,,	২১ ,,	১১ ,,	বুধবার	৫ঃ১৪	৬ঃ৩৮	১২ঃ০০	৩ঃ০৩	৫ঃ১৮	৬ঃ৪১